উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৪৮১.৮১ (-৭৭.৮৪)

নিফটি : ২৫,৮১৫.৫৫ (-৩.০০)

ঢাকার পর এবার খুলনা, রাজশাহি

ভারতীয় আধিপত্য বিরোধী জুলাই ৩৬ মঞ্চের ডাকে ভারতীয় হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভের জেরে বৃহস্পতিবার খুলনা ও রাজশাহির ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। » ৭

কমিশনে মোতায়েন বাহিনী

এসআইআর শুনানি শুরু হলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে এই আশঙ্কায় সিইও দপ্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১১°	২৭°	১২°	২৮°	১৩°	২৭°	১১°

ফিরছেন বুমরাহ, সংশয়ে গিল » ১১

৩ পৌষ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 19 December 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 210

উত্তরের খোঁজে

বোধেরই বড় অভাব সীমান্তের দুই পারে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দিশাহীন বাংলাদেশে ছাত্রদের পার্টি এনসিপির এক তথাকথিত বড় নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ ইদানীং লোক হাসিয়ে চলেছেন। সভায় গেলেই একবার করে বলছেন, ভারত থেকে সেভেন সিস্টার্স দখল করে নেব আমরা।

সেভেন সিস্টার্স মানে আমাদের পুরো উত্তর-পূর্ব ভারত। আবদুল্লাহের হাতের মোয়া যেন। ভাবুন। আবদুল্লাহের কিছু সতীর্থ আবার বলছেন, দিল্লি চলো! কল্পনা করতে, লোক তাতাতে তো খরচ হয় না বেশি। এরা কি চেঙ্গিস খান, না মহম্মদ ঘোরি, না তৈমুর লং, না নাদির শাহ যে দিল্লি দখল করে নেবে?

আমাদের ভারতের মতো বাংলাদেশেও এখন যে যত উলটো-পালটা কথা বলে, তার তত জনপ্রিয়তা সোশ্যাল মিডিয়ায়। পাড়ায় ভোট হলে হয়তো নিজের বাড়ির লোকের সব ভোটও পাবেন না। অথচ সোশ্যাল মিডিয়ায় সুপারহিরো।

ভারতের সাত পারুল বোন কীজন্য বাংলাদেশে যাবে, কোনও ধারণা নেই এই বেলাগাম ছাত্র নেতা ও তাঁর অনুগামীদের। তবে বলে যেতে তো কোনও লাইসেন্স লাগে না। বললেই হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমবেত শ্রোতাদের মাঝখান থেকে আওয়াজ উঠবে 'সেই সেই সেই।' কখনও 'শেম শেম শেম।' কখনও বক্তাই বলবেন, ঠিক কিনা। শ্রোতা বলবে, 'ঠিক ঠিক ঠিক'। এই নেতারা আবার ইউনূসের ঘনিষ্ঠ। চেনা লোক। অথচ ইউনূসের নিয়ন্ত্রণ নেই এঁদের ওপর।

'ঠিক ঠিক ঠিক' মানে? কিছুই আসলে ঠিক নেই। নেতাদের লজ্জা বলে আর কিছু নেই। মুখের লাগাম নেই, ভাবনাচিন্তায় কোনও বাস্তববোধ নেই। এখন বাংলাদেশের বহু লোকের কথা শুনে বোঝা যাবে না, বাংলাদেশের জন্য ১৬৬৮ ভারতীয় সেনা বাংলাদেশের জমিতে প্রাণ দিয়েছিলেন। ভারতীয় সেনা এককথায় বাংলাদেশ ছেড়ে চলে এসেছিল যুদ্ধের পর।

এরপর দশের পাতায়

৮ মাস অন্তে স্বস্তি শিক্ষকদের

বছর শেষে সাময়িক স্বস্তি পেলেন 'যোগ্য' শিক্ষকরা। এখনই বেতন বন্ধ হচ্ছে না তাঁদের। সময় পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এসএসসিও।

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : আরও কিছুদিনের জন্য নিশ্চিত যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা। ২০২৬-এর অগাস্ট পর্যন্ত তাঁদের বেতন নিশ্চিত করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ার মেয়াদ বাড়াতে আবেদন করেছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সেই আবেদনে সায় দিল শীর্ষ আদালত। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত সময় পাবে এসএসসি।

সুপ্রিম নির্দেশ

- ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষের নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট
- সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য, এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
- সেই দাবি মেনে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত সময়সীমা বাড়িয়েছে আদালত
- ওই সময় পর্যন্ত বেতন পাবেন 'যোগ্য' শিক্ষকরাও

আগে ওই মেয়াদ ছিল চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। তার মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ না হলে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কারণ, সুপ্রিম কোর্টই আগে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ওই শিক্ষকদের বেতন দিতে নির্দেশ দিয়েছিল। বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলক আরাধের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে সেই সংশয় কেটে গেল।

এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরে বলেন, 'আমরা নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় শেষ করে নিয়ে এসেছি। একাদশ-দ্বাদশের বাছাই প্রক্রিয়া শেষ করে আগামী ৭ জানুয়ারি আমরা চূড়ান্ত রেজাল্ট প্রকাশ করে দেব। ১৫ জানুয়ারি থেকে কাউন্সেলিং শুরু হবে। নবম-দশমের বাছাই প্রক্রিয়া শেষ হবে মার্চ মাসের মাঝামাঝি। তারপর কাউন্সেলিং হবে। তাই অগাস্টের শেষপর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছিল।'

সুপ্রিম কোর্টের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার সময়সীমা বাড়ানোর খবর পেয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'সর্বোচ্চ আদালত নিয়োগ প্রক্রিয়া ৩১ অগাস্টের মধ্যে শেষ করতে যে নির্দেশ দিয়েছে, তা আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঠিক দিকনির্দেশের প্রতি আস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সময়সীমায় শিক্ষকরা আগের মতোই কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। আদালতের এই নির্দেশে পরিষ্কার, এসএসসি স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতার সঙ্গে সঠিক পথে এগোচ্ছে।'

'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষকদের অন্যতম প্রতিনিধি মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানোকে আমরা সদর্থকভাবে দেখছি। এই সময় না বাড়ালে যাঁরা গত পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছিলেন, তাঁরা বেতনহীন হয়ে পড়তেন। আশা করব, অগাস্ট মাসের মধ্যে এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করবে।'

'যোগ্য' শিক্ষকদের আরেক প্রতিনিধি চিন্ময় মণ্ডলের কথায়, 'এটা সাময়িক স্বস্তি।

এরপর দশের পাতায়

আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে হিন্দুত্ব দাওয়াই

উত্তরের যুবসমাজকে ভবিষ্যতের পাঠ ভাগবতের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে হিন্দুত্বকে জাগিয়ে তোলাই পথ বলে বার্তা দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। তিনদিনের সফরে তিনি এখন শিলিগুড়িতে। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ছিল। ওই বৈঠকে তাঁর ভাষণ ছাড়া ছিল প্রশ্নোত্তর পর্বও। সেই পর্বে উঠে আসে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে বিজেপির সবসময়ের অভিযোগ।

এই সমস্যায় সংঘের ভূমিকা জানতে চান একজন তরুণ। উত্তরে ভাগবত বুঝিয়ে দেন, 'যেহেতু সংঘ রাজনৈতিক দল নয়, তাই সরাসরি রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে সরকারকে নিজের মতামত জানাতেই পারে সংঘ।' সেই প্রসঙ্গে আসে হিন্দুত্বের প্রশ্ন। সমাজে হিন্দুদের জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। বলেন, 'তাতেই আইনশৃঙ্খলার অবনতি কমে যাবে।'

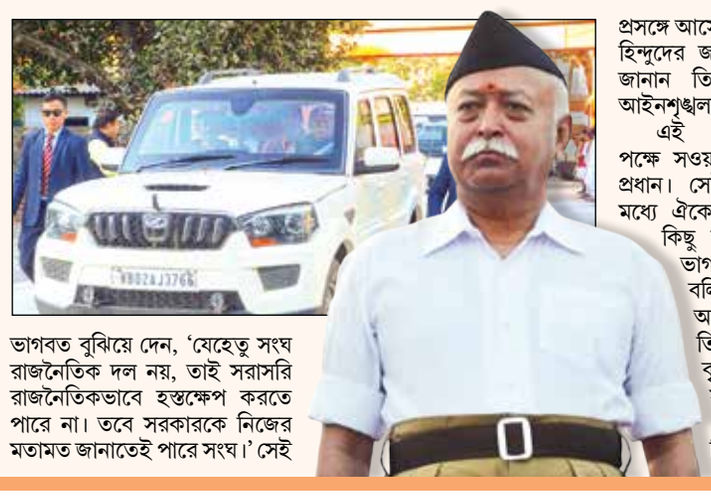

এই সভায় রাষ্ট্রোত্থানের পক্ষে সওয়াল করেন আরএসএস প্রধান। সেই আহ্বানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের চিরাচরিত ভাবনার কিছু বদল ঘটানো হয়েছে। ভাগবতের কথায়, 'আমরা বলি, বৈচিত্র্যই ঐক্যের আবিষ্কার।' দু'দিন ধরে তিনি উত্তরবঙ্গে আছেন। বৃহস্পতিবার যুবসমাজের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে তাঁর সরাসরি আহ্বান ছিল, 'আসুন, আমরা সকলে রাষ্ট্রোত্থানের এই মহান অভিযানে অংশীদার হই।'

রাষ্ট্রোত্থান যে পুরোপুরি হিন্দু ভাবনায়, হিন্দু সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে- সেই বার্তা ছিল ভাগবতের ভাষণে। তবে হিন্দুত্বের পরিসরকে তিনি সম্প্রসারিত করেছেন যুব প্রজন্মের সামনে। তাঁর কথায়, 'পূজাপদ্ধতি ও খাদ্যাভ্যাস ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এদেশে আমরা সবাই এক রাষ্ট্র ও এক সংস্কৃতির অংশ।' আমরা সবাই বলতে তিনি যে হিন্দুর পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাও স্পষ্ট।

আরএসএস প্রধান বলেন, 'সকল বৈচিত্র্যকে সম্মান করার

এরপর দশের পাতায়

দু'লাখে নববধূকে বিক্রি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে নববধূকে দিল্লির পতিতাপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির লোকজনও জড়িত রয়েছেন। পাশাপাশি, নির্যাতিতা তরুণীর আপত্তিকর ও বিকৃত ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। বৃহস্পতিবার কর্ণজোড়ার সাইবার অপরাধ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নিগৃহীতা ওই নববধূ। তার ভিত্তিতে তথ্যপ্রযুক্তি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

৮ মাস আগে ইটাহার থানা এলাকার ওই তরুণীর সঙ্গে একই গ্রামের বাসিন্দা জনৈক তরুণের বিয়ে হয়। কিছুদিন পর, পেশায় নির্মাণশ্রমিক ওই তরুণের সঙ্গে দিল্লি পাড়ি দেন নববধূ। অভিযোগ, মাস দুয়েক না যেতেই সেখানকার এক পতিতাপল্লিতে দু'লক্ষ টাকার বিনিময়ে তরুণীকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। চলতি মাসের ১৪ তারিখে পতিতাপল্লির জানলা ভেঙে কোনওমতে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন তিনি। এরপর নয়াদিল্লি স্টেশনের রেল পুলিশের সহায়তায় ট্রেন ধরে বুধবার বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। গোটা ঘটনা জানিয়ে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবী বিশ্বরূপ দেবের দ্বারস্থ হন তিনি।

তরুণীর বক্তব্য, 'আমার পরিবারকে আমার স্বামী ফোন করে জানান, আমি নাকি অন্য পুরুষের সঙ্গে পলাতক। এদিকে আমার কিছু আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেন। আমি ওই পতিতাপল্লি থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে এসেছি। ঘটনার সঙ্গে আমার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন জড়িত। তাদের বিরুদ্ধেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

আইনজীবী বিশ্বরূপ বলেন, 'তরুণীর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়েছিলেন তাঁর স্বামী।

এরপর দশের পাতায়

ওমানের মাস্কাটে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার।

বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বাড়িতে নেশার আড্ডা, থানায় কিশোরী

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : সন্ধে হলে বাড়িতে বসে মদ, গাঁজার আসর। আর সেই আসর বসান বাবা। তাতে সায় থাকে মায়েরও। বাবা-মায়ের ওই ফুর্তিতে পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কিশোরীর। দিনের পর দিন এমনটা চলতে থাকায় শেষমেশ বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে কিশোরী। আর তাতে জোটে মারধর। শুধু তাই নয়, ওই নাবালিকাকে জোর করে বিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করেন বাবা-মা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুরঘাট থানায় এসে এমনই অভিযোগ করেছে ওই কিশোরী।

বছর দুয়েক আগে এমন মদের পার্টির প্রতিবাদ করায় ছেলে-বৌমার হাতে মার খেয়ে বাড়িছাড়া হতে হয়েছিল ওই নাবালিকার ঠাকুমাকে। কিশোরীটি ঠাকুমাকে সমস্ত ঘটনা জানায়। ঠাকুমা এদিন নাবালিকাকে নিয়ে সোজা বালুরঘাট থানায় হাজির

হন। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ব্যাপারে নাবালিকার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। নাবালিকার মা বলেন, 'আমার স্বামী একটু নেশা করে এটা ঠিক। কিন্তু আমার শাশুড়ি তাঁর ছেলেকে শাসন করতে পারেননি। অথচ এখন আমি আমার মেয়েকে শাসন করলে আমার শাশুড়ি ওকে উসকাচ্ছেন।'

বালুরঘাট শহর লাগোয়া ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা একটি গ্রামের বাসিন্দা ওই নাবালিকা বালুরঘাট শহরের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তার বাবা একজন সম্ভ্রান্ত কৃষক। কিন্তু নাবালিকার অভিযোগ, তার বাবার ফুর্তির শখই তাদের পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি করেছে। সন্ধে হতেই বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নেশার আসর বসিয়ে দেন তার বাবা। অনেক রাত পর্যন্ত চলে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি ও আড্ডা। বছর দুয়েক আগে ছেলে ও বৌমার এই কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় নাবালিকার ঠাকুমাকে

এরপর দশের পাতায়

মহাত্মার নামে কর্মশ্রী, কেন্দ্রকে গোল মমতার

নবনীতা মণ্ডল ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার তুমুল বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে প্রথমে লোকসভায় তারপর রাজ্যসভাতেও বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা ভিবি-জি রাম জি বিল পাশ হয়ে গেল। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলার বিরুদ্ধে যখন সমগ্র বিরোধী শিবির কেন্দ্রকে নিশানা করছে, তখন এই ইস্যুতে মুখ খুলে শাসককে নিশানা করার পাশাপাশি রাজ্যের কর্মশ্রী প্রকল্পের নাম মহাত্মা গান্ধির নামে করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার জাতির জনককে ভুলে গেলেও রাজ্য সরকার ভুলবে না বলে এদিন কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামের

সংসদে পাশ জি রাম জি বিল

বিজনেস কনক্লেভে দাঁড়িয়ে তিনি জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপির এই নাম পরিবর্তনের রাজনীতিকে হাতিয়ার করেই তৃণমূল নেত্রী পদ্মবিরোধী প্রচার আরও চরমে নিয়ে যেতে চান।

মনরেগা প্রকল্পের নাম বদলের সিদ্ধান্ত জাতির জনককে অপমান বলেই মমতা মনে করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মনরেগা প্রকল্প থেকে গান্ধিজির নাম বাদ যাওয়া চরম লজ্জার। আমি ভারতবাসী হিসেবে লজ্জিত। আমরা যে কর্মশ্রী প্রকল্প করেছি, সেটার নাম বদলে মহাত্মাজি প্রকল্প হবে। বিজেপি গান্ধিজিকে অপমান করেছে। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাব। ওঁরা যদি জাতির জনককে সম্মান দিতে না পারেন, আমরা দেব। আপনারা জাতির জনককে ভুললেও আমরা ভুলব না। কেন্দ্রীয় সরকার ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা দেয় না। আমরা তাই এই রাজ্যের গ্রামীণ শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছি। নেতাজি থেকে শুরু করে গান্ধিজি, রবীন্দ্রনাথ, আম্বেদকর সবাইকে আমরা সম্মান জানাই।'

প্রধানমন্ত্রীর নাম না করে মমতার তোপ, 'আজ যাঁরা গান্ধিজির নাম মুছে দিচ্ছেন, মনে রাখবেন, আপনারা যখন ক্ষমতায় থাকবেন না, তখন কিন্তু আপনাদের নামও মানুষ মুছে ফেলবে।' কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে এদিনও সরব হয়ে মমতা বলেন, 'কর্মশ্রী প্রকল্পে আমরা ৭৫ থেকে ১০০ দিন কাজ দিই। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বন্ধ করে রেখেছে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা ভিখারি নই, আমরা সম্মান চাই।'

বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত জি রাম জি বিল নিয়ে লোকসভায় আলোচনা চলে। প্রায় ৯৮ জন সাংসদ আলোচনায় অংশ নেন। বৃহস্পতিবার সকালে বিরোধীদের প্রবল আপত্তি উড়িয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মোদি সরকার লোকসভায় বিলটি পাশ করিয়ে নেয়।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের আকাশে উল্কাপাত!

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৮ ডিসেম্বর : আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে আলোর একটি বল। কিছু বোঝার আগেই বিকট শব্দ। সেই আওয়াজে কেঁপে উঠল জলপাইগুড়ি শহর, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, বেলাকোবা থেকে হলদিবাড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ এমন ঘটনায় হইচই পড়ে যায় জলপাইগুড়ি জেলায়। উল্কাপাত থেকে ইউএফও- কোনও তত্ত্বই বাদ যায়নি জল্পনায়। তবে অসমর্থিত সূত্রে খবর, সম্ভবত উল্কাপাতের জেরেই এমন ঘটনা। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'কোনও উল্কাপাত হতে পারে। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট তথ্য মেলেনি। পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে।'

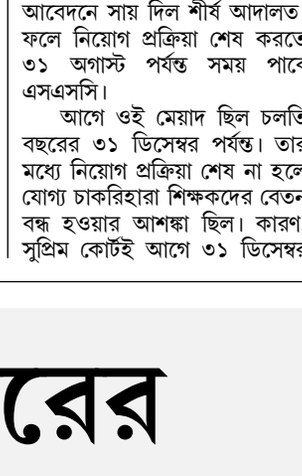

স্কাই ওয়াচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থবেঙ্গল (সোয়ান)-এর দেবাশিস সরকার বলেছেন, 'কিছুদিন আগে জেমিনিড উল্কাবৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তা স্পষ্ট দেখা গিয়েছে। এর ১০ দিন আগে বা পরে নিশ্চিতভাবে আরও উল্কাবৃষ্টি হয়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ প্রান্তে আগুনের গোলার মতো যা দেখা গিয়েছে সেটি জেমিনিড উল্কারই অংশবিশেষ বলে মনে করা হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার ওপর এই উল্কার পিণ্ডগুলি দানা বেঁধে আগুনের গোলার (ফায়ার বল) চেহারা নিয়েছিল।'

দেবাশিসের মতে, 'এটি উল্কাপাত কি না তা নিয়ে অনেকেরই মনে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ ছিল। কিন্তু যেভাবে বিস্তীর্ণ প্রান্ত থেকে এটিকে

এরপর দশের পাতায়

শিল্প হবে কবে! মাখনায় বাংলা ব্রাত্যই

মাখনা প্রক্রিয়াকরণে রাজ্য সরকার মেশিন স্থাপন করলেও ব্যবসায়ীরা কিন্তু ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের দিয়ে হাতে মাখনা তৈরি করাতেই উৎসাহী বেশি। অভাব সরকারি প্রচার প্রসারেও। আজ শেষ কিস্তি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৮ ডিসেম্বর : নির্বাচনি প্রচারে মোদি থেকে মমতা হরিশ্চন্দ্রপুরের মাখনাকে ঘিরে শিল্প গড়ে তোলার আশ্বাস দিলেও বাস্তবায়ন আজও অধরা। মাখনা প্রক্রিয়াকরণে বিহার সরকার কেন্দ্রীয় প্যাকেজ ঘোষণা করলেও বাংলা আজও অবহেলিতই রয়ে গিয়েছে এই শিল্পে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনা প্রক্রিয়াকরণকে অটোমেশনের মাধ্যমে করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। পৌনে এক কোটি টাকা খরচ করে সদরে এমএসএমই প্রকল্পের মাধ্যমে ক্লাস্টার তৈরি করে যন্ত্রের মাধ্যমে মাখনা বীজ থেকে খই প্রস্তুত শুরু হয়েছে বছরখানেক হল। কিন্তু সরকারি প্রচার, প্রসার এবং উদাসীনতার অভাবে এখনও পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রপুরে ব্যাপক হারে মেশিনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকরণ সাফল্য পায়নি। কার্যত 'ট্র্যাডিশনাল' পদ্ধতিতেই এখনও বিহারের দ্বারভাঙ্গার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরই ভরসা করছেন এলাকার মাখনা ব্যবসায়ীরা। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এই বহুমূল্য মাখনা খই মেশিনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ হলে অনেকটাই হাইজেনিক হবে। যেটা গতানুগতিক প্রক্রিয়ায় সম্ভব হয় না। যদিও অধিকাংশ ব্যবসায়ীর দাবি, মেশিনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণে উৎপাদন অনেকটাই কম এবং সেই খই গুণমান সম্পন্ন হয় না। তাই সরকারি ক্লাস্টার করে উৎপাদন হলেও আগ্রহী নন এলাকার অধিকাংশ ব্যবসায়ী। যদিও এলাকার মাখনা ক্লাস্টারের পরিচালন কমিটির ডিরেক্টর বদরুল ইসলামের দাবি, 'আমরা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পদ্ধতিতে হাত না লাগিয়ে শুধুমাত্র মেশিনের মাধ্যমে মাখনা উৎপাদন করছি যা কম খরচে কম সময়ে অত্যন্ত হাইজেনিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে। এতে কর্মসংস্থানও হয়েছে, চাষি-ব্যবসায়ী সবাই উপকৃত হচ্ছেন।'

মেশিনে তৈরি হচ্ছে মাখনা। (ডানে) হাতেও কাজ করছেন শ্রমিকরা। -সংবাদচিত্র

কার্যত এই দুইয়ের দড়ি টানাটানিতে মাখনা প্রক্রিয়াকরণ থেকে একশ্রেণির ব্যবসায়ী মুনাফা লুটে নিলেও অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিক ও স্থানীয়রা।

পাশাপাশি মাখনা চাষ নিয়েও উঠেছে একাধিক অভিযোগ। এই অর্থকরী ফসল এলাকায়

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের বিজ্ঞানীর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : ঘোষণা হয়েছিল আগেই। বৃহস্পতিবার ভারতীয় বিজ্ঞানী পার্থসারথি চক্রবর্তীর হাতে ইন্টারন্যাশনাল আওয়ার্ড তুলে দিল আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন (এজিইউ)। আমেরিকার নিউ অরলিন্সে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার বর্তমান সভাপতি ডঃ ব্রান্ডন জোনস এবং পরবর্তী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত ডঃ বেন জাইথিক। 'মেটাল স্পেসিয়েশন' নিয়ে কাজ করার জন্য পার্থসারথিকে এবছর বেছে নিয়েছে এই আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সংস্থাটি। গত ২৪ সেপ্টেম্বর পুরস্কারপ্রাপক হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত হয়েছিল। ভারতীয় হিসেবে এর আগে এজিইউ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন মাত্র দুজন। তাঁরা হলেন উপপুত্তভুরি আস্থানারায়ণ (২০০৭) এবং শরথ গুট্টিকুন্ডা (২০২২)। তাঁদের কাজের ক্ষেত্র বিদেশের মাটি। কিন্তু পার্থসারথির কাজের ক্ষেত্র ভারতভূমি। পুরস্কার পাওয়ার পর নিউ অরলিন্স থেকে টেলিফোনে পার্থসারথি বলছেন, 'এধরনের অ্যাওয়ার্ড দায়িত্ব বাড়িয়ে তোলে। অনুপ্রেরণা জোগায়। বিজ্ঞানচর্চায় ভারতের অবদান এবং আমার কাজের কথা যখন তুলে ধরা হয়েছিল, সেসময় গর্ববোধ হচ্ছিল।'

বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাব কীভাবে পড়ছে প্রকৃতিতে, তার মলিকিউলার কেমন, ভাবনা থেকেই 'মেটাল স্পেসিয়েশন' নিয়ে কাজ শুরু পার্থসারথির। কাজ করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারেন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে বাস্তুতন্ত্রে। জলবায়ু পরিবর্তনের দিকগুলিও গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর গবেষণা বা কাজে। বর্তমানে এই সংক্রান্ত নীতিনির্ধারক কমিটিগুলিকে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন আইআইটি খড়্গপুরের প্রফেসর পার্থসারথি। কিন্তু তাঁর এই কাজ বা গবেষণা তৃতীয় বিশ্বকে উপকৃত করবে বলে মনে করছে আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন। যে কারণেই সংস্থাটি আন্তর্জাতিক এই পুরস্কার এবছর তাঁর হাতে তুলে দিল। সংস্থার পাঁচদিনের কনফারেন্স শেষে বৃহস্পতিবার তাঁর হাতে যখন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়, তখন নিউ অরলিন্সে উপস্থিত বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীরা। শিলিগুড়ির উত্তর ভারতনগরের শিক্ষক পরিবারে বড় হয়ে ওঠা পার্থসারথি ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে নিয়েছিলেন বিজ্ঞানচর্চায় দেশের সেরা শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার। তার তিন বছর আগে ২০১৫-তে তাঁর হাতে ন্যাশনাল জিও সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড তুলে দিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। বিজ্ঞানচর্চায় জোড়া জাতীয় পুরস্কারপ্রাপক শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ও শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনী বর্তমানে আইআইটি খড়্গপুরের প্রফেসর পার্থসারথি এবার পেলেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও।

বিজ্ঞানী পার্থসারথি চক্রবর্তী।

নাজমুলকে ওপার থেকে ফেরাতে উদ্যোগ ইশার

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৮ ডিসেম্বর : ১৪ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া চাঁচলের ইসলামপুর গ্রামের নাজমুল হককে (৩৫) বাংলাদেশ থেকে দেশে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী। নাজমুল মানসিকভাবে অসুস্থ।

অবশেষে চলতি বছরের ১৭ ডিসেম্বর বিদেশমন্ত্রকের তরফে মৌখিকভাবে নাজমুলকে দেশে ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। এমন খবরে খুশির হাওয়া নাজমুলের পরিবারে।

বাংলাদেশে থাকা নাজমুলকে ভারতে ফিরিয়ে আনতে তাঁর পরিবার সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর দ্বারস্থ হন। এরপর ইশা চলতি বছরের ২৬ অগাস্ট নাজমুল হকের যাবতীয় তথ্য সংবলিত একটি চিঠি ভারতের স্বরাষ্ট্রসচিব ও বিদেশমন্ত্রীর কাছে পাঠান। এমনকি ইশা সংসদে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।

দীর্ঘ কয়েকমাস প্রশাসনিক বিলম্বের পর অবশেষে নাজমুল হকের ভারতীয় নাগরিকত্ব ও পরিচয় যাচাই সম্পূর্ণ হয়। তাঁর সমস্ত তথ্য বিদেশমন্ত্রকের এনএসভি পোর্টালে আপলোড করা হয়।

ইশা খান চৌধুরী বলেন, 'নাজমুলকে দেশে ফেরাতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে লিখিত আবেদন করেছিলাম। নাজমুল যে ভারতীয় নাগরিক তার প্রমাণপত্র ভেরিফিকেশনের জন্য বিভাগীয় দপ্তরেও পাঠানো হয়েছিল। এখন নাজমুলের দেশে ফেরা শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

নাজমুলের বাবা মারুফ আলি জানান, নাজমুল ছোট থেকে একটু মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে এদিকে-ওদিকে চলে যেত। আবার তাকে ফিরিয়ে আনা হত। বহুবার খোঁজখবর করে ফিরিয়ে আনতে হয়। ২০১১ সালে একদিন আবারও বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। অনেক খোঁজখবর নিয়েও তার সন্ধান পাইনি। এভাবেই ১৪ বছর কেটে গিয়েছে। ভেবেছিলাম ছেলে হয়তো মারা গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'মাস ছয়েক আগে প্রতিবেশীরা সামাজিক মাধ্যমে ছেলের ছবি দেখতে পেয়ে তা আমাকে দেখান। তারপর জানতে পারি নাজমুল এখন বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় রয়েছে। মোল্লা সিয়াম নামে বাংলাদেশের এক ব্লগার সামাজিক মাধ্যমে আমার ছেলের ছবি ভাইরাল করেছিল। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে সে ভিডিও কলে ছেলের সঙ্গে কথাও বলিয়ে দেন।' বর্তমানে নাজমুলের ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

নাজমুল হক

> নাজমুলকে দেশে ফেরাতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে লিখিত আবেদন করেছিলাম। নাজমুল যে ভারতীয় নাগরিক তার প্রমাণপত্র ভেরিফিকেশনের জন্য বিভাগীয় দপ্তরেও পাঠানো হয়েছিল। এখন নাজমুলের দেশে ফেরা শুধু সময়ের অপেক্ষা।
>
> **ইশা খান চৌধুরী** সাংসদ, দক্ষিণ মালদা

ন্যাফের উদ্যোগে প্রকৃতিপাঠ

মেটেলি, ১৮ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে কালিম্পং-এর সামসিং কম্পাউন্ড ফরেস্ট ভিলেজ ময়দানে বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে প্রকৃতিপাঠ ও অ্যাডভেঞ্চার শিবির শুরু হল। এবার ৩৪তম শিবির। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কালিম্পং বনবিভাগের ডিএফও চিত্রক ভট্টাচার্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত শিবিরটি চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও রাজস্থান, গুজরাট, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও অসম মিলিয়ে ১৪৫ জন অংশ নেয়। সেখানে নেওরা, লিস, ঘিস-এর মতো নদনদীর নামে থাকার টেন্ট করা হয়েছে। আর পশুপাখিদের নামে করা হয়েছে অংশগ্রহণকারীদের দলের নাম।

ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন গাছপালা, পশুপাখি চেনানোর পাশাপাশি প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় করানো হবে। এছাড়াও ছেলেমেয়েরা যাতে স্বাবলম্বী হয় সেই বিষয়েও আলোচনা করা হবে।'

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/eNIT-27/2025-26
Memo No. 4242/JM Date: 08/12/2025
Tender ID: 2025_MAD_5003327_1
Tender ID: 2025_MAD_5003327_2
Tender ID: 2025_MAD_5003327_3
Tender ID: 2025_MAD_5003327_4
Tender ID: 2025_MAD_5003327_5
Tender ID: 2025_MAD_5003327_6
Tender ID: 2025_MAD_5003327_7
Tender ID: 2025_MAD_5003327_8
Tender ID: 2025_MAD_5003327_9
Tender ID: 2025_MAD_5003327_10
Tender ID: 2025_MAD_5003327_11
Tender ID: 2025_MAD_5003327_12
Tender ID: 2025_MAD_5003327_13
Tender ID: 2025_MAD_5003327_14
Tender ID: 2025_MAD_5003327_15
Tender ID: 2025_MAD_5003327_16
Tender ID: 2025_MAD_5003327_17
Tender ID: 2025_MAD_5003327_18
Tender ID: 2025_MAD_5003327_19
Tender ID: 2025_MAD_5003327_20
Tender ID: 2025_MAD_5003327_21
Tender ID: 2025_MAD_5003327_22
Tender ID: 2025_MAD_5003327_23
Tender ID: 2025_MAD_5003327_24
Tender ID: 2025_MAD_5003327_25
Tender ID: 2025_MAD_5003327_26
Tender ID: 2025_MAD_5003327_27
Tender ID: 2025_MAD_5003327_28
Tender ID: 2025_MAD_5003327_29
Tender ID: 2025_MAD_5003327_30
Tender ID: 2025_MAD_5003327_31
Tender ID: 2025_MAD_5003327_32
Tender ID: 2025_MAD_5003327_33
Tender ID: 2025_MAD_5003327_34
Tender ID: 2025_MAD_5003327_35
Tender ID: 2025_MAD_5003327_36
Tender ID: 2025_MAD_5003327_37
Tender ID: 2025_MAD_5003327_38
Tender ID: 2025_MAD_5003327_39
Tender ID: 2025_MAD_5003327_40
Tender ID: 2025_MAD_5003327_41
Tender ID: 2025_MAD_5003327_42
Tender ID: 2025_MAD_5003327_43
Tender ID: 2025_MAD_5003327_44
Tender ID: 2025_MAD_5003327_45
Tender ID: 2025_MAD_5003327_46
Tender ID: 2025_MAD_5003327_47
Tender ID: 2025_MAD_5003327_48
Tender ID: 2025_MAD_5003327_49
Tender ID: 2025_MAD_5003327_50
Tender ID: 2025_MAD_5003327_51
Tender ID: 2025_MAD_5003327_52
Tender ID: 2025_MAD_5003327_53
Tender ID: 2025_MAD_5003327_54
Tender ID: 2025_MAD_5003327_55
Tender ID: 2025_MAD_5003327_56
Tender ID: 2025_MAD_5003327_57
Tender ID: 2025_MAD_5003327_58
Tender ID: 2025_MAD_5003327_59
Tender ID: 2025_MAD_5003327_60
Tender ID: 2025_MAD_5003327_61
Tender ID: 2025_MAD_5003327_62
Tender ID: 2025_MAD_5003327_63
Tender ID: 2025_MAD_5003327_64
Tender ID: 2025_MAD_5003327_65
Tender ID: 2025_MAD_5003327_66
Tender ID: 2025_MAD_5003327_67
Tender ID: 2025_MAD_5003327_68
Tender ID: 2025_MAD_5003327_69
Tender ID: 2025_MAD_5003327_70
Tender ID: 2025_MAD_5003327_71
Tender ID: 2025_MAD_5003327_72
Tender ID: 2025_MAD_5003327_73
Tender ID: 2025_MAD_5003327_74
Tender ID: 2025_MAD_5003327_75
Tender ID: 2025_MAD_5003327_76
Tender ID: 2025_MAD_5003327_77
Tender ID: 2025_MAD_5003327_78
Tender ID: 2025_MAD_5003327_79
Tender ID: 2025_MAD_5003327_80
Tender ID: 2025_MAD_5003327_81
Tender ID: 2025_MAD_5003327_82
Tender ID: 2025_MAD_5003327_83
Tender ID: 2025_MAD_5003327_84
Tender ID: 2025_MAD_5003327_85
Tender ID: 2025_MAD_5003327_86
Tender ID: 2025_MAD_5003327_87
Tender ID: 2025_MAD_5003327_88
Tender ID: 2025_MAD_5003327_89
Tender ID: 2025_MAD_5003327_90
Tender ID: 2025_MAD_5003327_91
Tender ID: 2025_MAD_5003327_92
Tender ID: 2025_MAD_5003327_93
Tender ID: 2025_MAD_5003327_94
Tender ID: 2025_MAD_5003327_95
Tender ID: 2025_MAD_5003327_96
Tender ID: 2025_MAD_5003327_97
Last date of bidding (On line) dated:- December 31, 2025 at 6.55 P.M
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং: ০৬-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখঃ ১৫.১২.২০২৫। সিপিএম/জিএসইউ/মালদা টাউন, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার নং: ৬-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম: পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনে করমটোলা স্টেশনে অতিরিক্ত লোডিং লাইনের ব্যবস্থার জন্য এমব্যাঙ্কমেন্টের জন্য মাটির কাজ, ব্ল্যাঙ্কেটিং, মাইনর ব্রিজ সম্প্রসারণ, নতুন স্টেশন বিল্ডিং ও পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান: ৬,৩৭,৫৮,৪১১.৮৪ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ০৯.০১.২০২৬। ওয়েবসাইট ও নোটিশবোর্ড: www.ireps.gov.in।
(MLD-285/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-008/2025-26 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.
visit www.wbtenders.gov.in and Office Notice Board for further details.
Block Development Officer
Dhupguri Development Block

e-Tender Notice
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER, BANARHT PS
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-034/2025-26. Last date of online bid submission 12/01/2026 Hrs 05:00 PM. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
EO, Banarhat PS

অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং যন্ত্রাংশ তৈরি এবং সরবরাহ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ১০৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৬-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ৩৮-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম : সিনিয়র ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন ইএসটিটি. নং. ২০২৫-২৬ সালের ২৪/ইএনজিজি/এপি-III, ২০২৫-২৬ সালের ২৮/ইএনজিজি/এপি-III, ২০২৫-২৬ সালের ৩০/ইএনজিজি/এপি-III দ্বারা ৫২ কেজি/৬০ কেজি/৬০ইআই-আর২৬০ -এর অ্যালুমিনো থার্মিক ওয়েল্ডিং যন্ত্রাংশ তৈরি ও সরবরাহ। টেন্ডারের মূল্য: ১,৪৫,১২,৪৪৫.২৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,২২,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৬-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২০১৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২০২০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

রেলওয়ে অধিসূচনা

নোটিস নং. সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৫/২৫-১২
তারিখ: ১৬-১২-২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফ থেকে কাটিহার মণ্ডলে কেবল তিন বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে এনএসজি-৫ শ্রেণীর ফরবেসগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, কালিয়াগঞ্জ, বুনিয়াদপুর, হলদিবাড়ি এবং কুমেদপুর জংশন রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিযুক্তির হেতু আবেদন পত্র আমন্ত্রণ করা হয়েছে। আবেদন পত্র জমা/দাখিল করার (ওয়াক্স সিলে) তারিখ: ২৯-১২-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত। আবেদন বাক্স খোলা যাবে: সহায়ক বাণিজ্য প্রবন্ধক, কাটিহারের কক্ষে ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টায় কেবল কাটিহারে। আবশ্যকীয় প্রপত্র/আবেদন পত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ করা হবে।
জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ধূপগুড়ি এবং নিউ মাল জংশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

ধূপগুড়ি এবং নিউ মাল জংশন স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিন: ১০৯৬।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পিইউ-ডিকিউজি-২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৫/১	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিউজি-টিওআই-৯-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	ধূপগুড়ির প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এ পে এণ্ড ইউজ টয়লেট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০১-০১-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবে: ১২.৩০ ঘণ্টায়।

অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পিইউডিএল-এনএমজেড-২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৫/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-টিওআই-১৫-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	নিউ মাল জংশন স্টেশন প্ল্যাটফর্ম নং. ১ তে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবে: ১২.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকা: বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ)-র নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪/১/এমআইএসসি/কেআইআর/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৬/২৫-১২ তারিখ: ১৬-১২-২০২৫

মাত্র তিন বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনের এনএসজি-৬ ক্যাটাগরি স্টেশনের সালমারি (এসআরআই), সোনাইলি (এসআই), তেজনারায়ণপুর (টিএনপিআর), মনিয়ান (এমআইওয়াইএন), শিলিগুড়ি টাউন (এসজিইউটি), তিনমাইল হাট (টিএমএইচ), রঙ্গাপানী (আরএনআই), রাণীনগর জলপাইগুড়ি (আরকিউজে), মাওরজান (এমএক্সজে), চাটারহাট (সিএটি), ধুমডাঙ্গি (ডিএমজেড), হাটওয়ার (এইচডব্লিউআর) এবং গাইসাল (জিআইএল) রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। বায়নার ধন : ২,০০০.০০ টাকা।

আবেদনের ফর্ম সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার ও এরিয়া ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি কার্যালয় থেকে ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ০৩-০২-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত সকল কর্মদিনে পাওয়া যাবে।

আবেদনের খামের উপরের অংশে (ডান দিকের কোণায়) লাল কালি দিয়ে অবশ্যই "________" স্টেশনের জন্য আবেদন" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন জমা করার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি চেম্বারে ২৩-১২-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টা থেকে ০৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত আবেদন বাক্স পাওয়া যাবে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহারের চেম্বারে ০৪-০২-২০২৬ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টায় আবেদন বাক্স খোলা হবে। নথিপত্র/আবেদন ফর্ম উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ হবে।
সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি, Lakshmi Kanta Ray আমার জমির দলিল No. 4842 year of 1980 এর মধ্যে আমার নাম ভুল থাকায় গত 11/12/25 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Lakshmi Kanta Barman থেকে Lakshmi Kanta Ray নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/119802)

কর্মখালি

North Eastern English Academy, বুনিয়াদপুর -এর জন্য প্রিন্সিপাল, হস্টেল সুপার, কম্পিউটার, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। Ph - 9775929069. (C/119710)

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M :- 9635658503. (C/119711)

কর্মসংস্থান

কম্পিউটার জানা, প্রেসক্রিপশন পড়তে সক্ষম, ঔষধের দোকানের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছেলে অথবা মেয়ে প্রয়োজন। প্রচেষ্টা লাইফ কেয়ার, সোনাপুর চৌপথি, আলিপুরদুয়ার। যোগাযোগ : 8918496533/ 9046688332. (C/118774)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Sukumar Roy আমার জমির দলিল No. 4842 year of 1980 এর মধ্যে আমার নাম ভুল থাকায় গত 11/12/25 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Sukumar Barman থেকে Sukumar Roy নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/119802)

•

আমি Sultan Alam Miah, S/o. Bachhir Uddin Miah, আমার মাধ্যমিক Admit Card No. 009.98-333-এ আমার নাম Sultan Alam Mia এবং আমার পিতার নাম Basir Uddin Mia থাকায় গত 29-08-25 দিনহাটা J.M (First Class) জেলা-কোচবিহার কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sultan Alam Miah এবং Sultan Alam Mia এবং আমার পিতা Bachhir Uddin Miah এবং Basir Uddin Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম/হলেন। বালাপুকরী, পানিখাওয়া, সিতাই, কোচবিহার। (C/118949)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Aparna Roy আমার আধার কার্ডে আমার নাম ভুল এবং শুধু জন্ম সাল উল্লেখ আছে, সুতরাং গত 16/12/25 তারিখে শিলিগুড়ি 1st ক্লাস 4th কোর্টে J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Aprana Roy এবং Apurna Roy থেকে Aparna Roy নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি, সঠিক জন্ম তারিখ হলো 19/09/1993. (C/119805)

•

I Sanjay Biswas, S/o. Late Bholanath Biswas, resident of Ambikanagar, Jalpaiguri. In my Adhar Card my name erroneously written as Sangoy Biswas, therefore by affidavit; dated 16/12/25 sworn before J.M 1st Class Court at Jalpaiguri I declare that Sanjay Biswas and Sangoy Biswas is same and one identical person. (C/119803)

•

আমি Tajmira Khatun, W/o. Md Tohidul Islam, গ্রাম- কমলাবাড়ি, থানা-ইংরেজ বাজার, জেলা-মালদা, আমার ছেলের জন্ম প্রমাণ পত্রে (যার রেজিঃ নং 1138, Dt. 29/03/2001) আমার নাম ভুল থাকায় গত 16/12/25 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Tajmira Bibi থেকে Tajmira Khatun করা হইল। যা উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (M-115448)

•

আমি Rafik Md আমার D.L. No. WB 7320050381013-তে পিতার নাম ভুল থাকায় গত 8.12.25 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Md. Mohar Ali এবং LT J Md এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। (C/119245)

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti ::: Jalpaiguri
e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT NO: WB/052/APAS-30/BDOKNT/25-26, Dated:- 12-12-2025 Work Sl 01 to 53., Last date of submission of bid through online is 23-12-2025 up to 17:00 hrs. e-NIT NO: WB/053/APAS-31/BDOKNT/25-26, Dated:- 12-12-2025 Work Sl 01 to 47. Last date of submission of bid through online is 26-12-2025 up to 17:00 hrs. For details please visit https://tenders.wb.gov.in from 16-12-2025 & 18-12-2025 from 17:00 hrs. respectively
Sd/-
EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
DURLABH PRASAD KI DUSRI SHADI
*ing: Sanjay Mishra, Mahima Chaudhary Time: 1.15 P.M. (1 show)
AKHANDA 2 : Thaandavam
Time : 4.15 P.M. & 7.15 P.M.

NEW CINEMA (A.C)	SILIGURI 9832336881
হাটিহাটি পাপা	SHOW TIME 11.00 AM, 1.15 PM BENGALI (U/A)
TERE ISHK MEIN	SHOW TIME 4.15 PM HINDI (U/A)
AKHANDA 2	SHOW TIME 7.00 PM HINDI (U/A)

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.০০ ডাল বাটি চুর্মা চচ্চড়ি, ২.১৫ ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মটি, বিকেল ৪.৪৫ মানস কন্যা, রাত ৮.০০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রণক্ষেত্র, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.০০ গ্রেফতার, রাত ১০.০০ মান মর্যাদা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ শত্রু মিত্র, ১০.৩০ পুত্রবধূ, রাত ১০.০০ সংঘর্ষ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩৩ হিং টিং ছট

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিদ্রোহ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মর্যাদা

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ৮.৩৮ মিস্টার জুকিপার, ১০.৪৩ মিশন রানিগঞ্জ, দুপুর ১২.৫৩ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, বিকেল ৪.৪৩ স্পাইডার

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ রাম সেতু, বিকেল ৪.০০ গুন্ডারাজ, সন্ধে ৬.৫০ সূর্যবংশী, রাত ১০.০০ সুহাগ

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : সকাল ১০.৩৫ অন্তিম ফয়সলা, দুপুর ১২.৫৭ মীনাক্ষী, বিকেল ৫.৩১ গোলিমার, সন্ধে ৭.৫৫ রাজমহল, রাত ১০.২০ কুং ফু হ্যাসল

ম্যায়নে পেয়ার কিয়া
দুপুর ১২.৫৩ অ্যান্ড পিকচার্স

প্রেম আমার বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৭ বঙ্গারাজু, দুপুর ১.৪২ অজয়, বিকেল ৪.১৪ ভীরা দ্য পাওয়ার

জি বলিউড : বেলা ১১.৪০ খুদগর্জ, দুপুর ২.২৭ প্রেম রোগ, বিকেল ৫.৪১ বিজয়পথ, সন্ধে ৭.৫৯ আজ কা অর্জুন, রাত ১০.৫৭ আশিক

সেভেন ওয়ার্ল্ডস ওয়ান প্ল্যানেট
সন্ধে ৭.১৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তির সুপারিশে পদোন্নতি। আপনার সুমধুর ব্যবহারের জন্য সমাজে বিশেষ খ্যাতি মিলবে। বৃষ : অতি সাহস দেখাতে গিয়ে হওয়া কাজ পণ্ড হবে। পরিবারের সকলকে নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুন। মিথুন : একাধিক উপায়ে উপার্জন ভালোই হবে। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যবসায় কলেবর বৃদ্ধি পাবে। কর্কট : সন্তানের পড়াশোনায় কৃতিত্ব ও সাফল্যের জন্য গর্বিত হবেন। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। সিংহ : ব্যবসায় আর্থিক বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। নিজের বুদ্ধিবলে কোনও কঠিন কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। কন্যা : দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণের দিন আজ। লেনদেনের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকুন। প্রেমে দোলাচল থাকবে। তুলা : বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। অপ্রয়োজনীয় খরচে রাশ টানতে না পারলে ভুগতে হতে পারে। বৃশ্চিক : শারীরিক সমস্যায় আর্থিক বাধা কাটবে। পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে মতবিরোধ। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলুন। ধনু : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণায় সাফল্যের ইঙ্গিত। প্রেমে শুভ। মকর : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে মানসিক চাপ বাড়বে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। কুম্ভ : সম্পত্তি কেনাবেচার লাভবান হবেন। পুরোনো কোনও সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মীন : শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করে একটু চিন্তা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ৩ পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ বদি, ২৭ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৪।৫২। শুক্রবার, অমাবস্যা অহোরাত্র। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ১১।১৫। শূলযোগ সন্ধা ৪।৫১। চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ৫।৪৪ গতে নাগকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১১।১৫ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে। বারবেলাদি ৮।৫৬ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৩ গতে ৯।৫৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। বকুল অমাবস্যা(উৎকল)। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫১ মধ্যে ও রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।১৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ নিয়োগ

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ৬ বছর ৫২টি স্থায়ী পদে নিয়োগ হয়নি। এবার একাধিক বিভাগে অবৈধ কর্মী নিয়োগের অভিযোগ তুলল তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট। বৃহস্পতিবার দুপুরে দলীয় রোগী পরিষেবাকেন্দ্রে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দেন সমিতির রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট সভাপতি তপন নাগ। তাঁর অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে অশিক্ষক কর্মীরা কাজ করছেন। অথচ তাঁদের স্থায়ীকরণের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। হঠাৎ কয়েকজনকে সিকিউরিটি এজেন্সি

অভিযোগ শিক্ষাবন্ধু সমিতির

থেকে সরিয়ে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও নিয়ম মানা হয়নি। বিজ্ঞাপন ছাড়া নিয়োগপত্র পেয়েছেন তাঁরা।' তপনের আরও অভিযোগ, 'উপাচার্য বেছে বেছে বিজেপি ঘনিষ্ঠদের নিয়োগপত্র দিয়েছেন। যাঁরা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতি করেন তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।' সমিতি নেতৃত্বের দাবি, এর আগে অবৈধ কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে ডেপুটেশন দেওয়া হলেও কোনও উত্তর মেলেনি।

যদিও উপাচার্য দীপককুমার রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার দপ্তরে আসেননি। তবে রেজিস্ট্রার এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু মায়ের

মানিকচক, ১৮ ডিসেম্বর : মানিকচকে বেপরোয়া গতির টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু হল মায়ের। গুরুতর আহত নাবালিকা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মানিকচকের মথুরাপুর গড়িপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মৃত মহিলার নাম জবা মাহালদার (৩০)। গুরুতর আহত নাবালিকা ললিতা মাহালদার (১২)।

তড়িঘড়ি আহত নাবালিকাকে উদ্ধার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে মানিকচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে জবা মাহালদারের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত টোটো এবং চালককে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাড়িতে আগুন

ডালখোলা, ১৮ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার দক্ষিণ মহম্মদপুর এলাকায় এক কৃষকের বাড়িতে আগুন লাগে। কপালজোরে রক্ষা পান বাড়ির মালিক। এদিন দুপুরে মহম্মদ সফিক বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলেন। সেসময় স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন দেখতে পান। প্রথমে তাঁরা নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় ডালখোলা দমকলকেন্দ্রেও। তড়িঘড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বাড়ির পাশে থাকা খড়ের গাদা থেকেই আগুন বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। খড়ের গাদায় কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরিয়েছে বলে অনুমান সফিকের।

বিষপানে মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর : তপন থানার করদহ এলাকায় রক্ষিত বর্মন (৪২) নামে এক ব্যক্তির অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাত ৮টা ৩০ নাগাদ গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্যে মৃতদেহটি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠায়। তবে অভিযোগ উঠেছে, স্ত্রীর সঙ্গে বচসার জেরে বিষপান করে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই ব্যক্তি।

জামাই বাংলাদেশি, কোর্টে শাশুড়ি

জালিয়াতি করে ভোটার কার্ড বানানোর অভিযোগ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : জামাইয়ের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ জেলা জজের কাছে সশরীরে হাজির হয়ে সাক্ষী দিলেন শাশুড়ি। অঞ্জলি বিশ্বাস নামে ওই মহিলার বক্তব্য, 'আমার জামাই বাংলাদেশি। আমাকে না জানিয়ে মা বলে পরিচয় দিয়ে ভোটার কার্ডে নাম তোলার পাশাপাশি আমার সম্পত্তি হাতানোর চেষ্টা করছে সে।' বুধবার অভিযুক্ত অমৃত বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে চোপড়া থানার পুলিশ। বিচারকের নির্দেশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা রুজু করে সাতদিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার কুমারটোল এলাকার বাসিন্দা ললিতা বিশ্বাসের সঙ্গে চোপড়া থানার কালাগছ এলাকার বাসিন্দা অমৃত বিশ্বাসের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই নিজের জমিতেই জায়গা দিয়ে মেয়ে-জামাইকে বাড়ি করে দেন শাশুড়ি অঞ্জলি।

তাঁর অভিযোগ, সম্প্রতি ওই বৃদ্ধার অজান্তে জালিয়াতি করে কাগজপত্র বানিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করে ফেলেছেন জামাই। নিজের বসতবাড়ির জমি বন্ধক রেখে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন তিনি।

নির্বাচন কমিশন এসআইআর শুরু করায় ওই বৃদ্ধা জানতে পারেন, তাঁর জামাই বাংলাদেশি। তাঁর সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার জন্য ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সহ একাধিক নথি তৈরি করে ফেলেছেন জামাই। এই বিষয়ে জামাইকে প্রশ্ন করতে গেলে তিনি খুন করার হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ।

চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অঞ্জলি। এদিন রায়গঞ্জ জেলা জজ ধৃতের সব নথি খতিয়ে দেখে ও শাশুড়ির মুখ থেকে সমস্ত কথা শুনে অমৃতের জামিন নামঞ্জুর করার পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা রুজু করার নির্দেশ দেন।

অঞ্জলি বলেন, 'বিয়ের সময় আমার জামাই বলেছিল, তার বাবা কৃষ্ণ বিশ্বাস সহ পরিবারের তিনজন পথ দুর্ঘটনায় মারা যায়। সে অনাথ। চোপড়ার কালাগছে তার বাড়ি রয়েছে। গৃহশিক্ষকতা করে। একমাত্র মেয়ের সুখের কথা ভেবে অমৃতর সঙ্গে বিয়ে দিই। সম্প্রতি জানতে পারি আমার জামাই বাংলাদেশি। তার পরিবারের সদস্যরা রয়েছে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলায়। এরপরেই চোপড়া থানার দ্বারস্থ হই। নির্বাচন কমিশনের এসআইআর ফর্ম ফিলআপ না হলে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারতাম না আমার জামাই এত বড় প্রতারক। ওর উদ্দেশ্য ছিল আমার বসতবাড়ি ও জমি বিক্রি করে চোপড়া থেকে ফের বাংলাদেশে দালাল মারফত চলে যাবে।'

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি কৌঁসুলি স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ আদালতের বিশেষ কোর্টে তোলা হয়েছিল। বিচারক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে।'

> ধৃতকে রায়গঞ্জ আদালতের বিশেষ কোর্টে তোলা হয়েছিল। বিচারক অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা করার নির্দেশ দিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে।
>
> স্বরূপ বিশ্বাস আদালতের সরকারি কৌঁসুলি

খোলা সীমান্ত নিয়ে উদ্বেগ শ্রীরূপার

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : মালদা শহর থেকে মাত্র ছয় কিমি দূরে জহুরাতলায় রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। আর ইংরেজবাজার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড ধরলে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব মাত্র দুই কিমি। সেখান থেকে সামান্য এগোলেই রয়েছে সীমান্তবর্তী গ্রাম কুমারপুর। এই কুমারপুরে রয়েছে প্রায় এক কিমি কাঁটাতারহীন সীমান্ত। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী।

শ্রীরূপা বলেন, 'জহুরাতলা এলাকায় একসময় বিশাল আমবাগান ছিল। কিন্তু এখন সেই আমবাগান কেটে ফেলা হচ্ছে। সেই জমি প্লট করে বিক্রি হচ্ছে। গড়ে উঠছে ঘনবসতি। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বারবার রাজ্যের কাছে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু রাজ্য তা দিচ্ছে না। যাতে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'ওই উন্মুক্ত এলাকার সামান্য কিছুটা দূরে রয়েছে মালদা শহর। আর তাই আমি মনে করি, মালদা শহর এখন বারুদের স্তূপের উপর বসে রয়েছে।' এছাড়াও সীমান্ত এলাকার উন্নতির জন্য কেন্দ্রের দেওয়া অর্থ রাজ্য সরকার অন্য খাতে খরচ করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মাদক সহ গ্রেপ্তার তরুণ

গাজোল, ১৮ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভোরে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল গাজোল থানার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১ কেজি ৪১৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার। যার বাজারদর প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে বিপুল পরিমাণ মাদক নিয়ে সড়কপথে কালিয়াচক থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে যাচ্ছেন এক তরুণ। সেই ভিত্তিতে রাঙ্গাভিটা এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে বাসে তল্লাশি চালাতে শুরু করে পুলিশ। একটি বাস থেকে আটক করা হয় সন্দেহভাজন এক তরুণকে। এরপর তাঁর পিঠের ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ১৪ প্যাকেট ব্রাউন সুগার। ধৃতের নাম মহম্মদ শাহিন শেখ (২৩)। বাড়ি কালিয়াচক থানার কাশিমপাড়া গ্রামে। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, জালালপুর এলাকার এক ব্যক্তি তাঁকে ওই মাদক দিয়েছিল শিলিগুড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

ছাগল চরিয়ে ঘরে ফেরা... *বালুরঘাটে বৃহস্পতিবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

কাঠগড়ায় ইটাহারের বিধায়ক

অধ্যক্ষ নিয়োগের সুপারিশে জটিলতা

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৮ ডিসেম্বর : ইটাহারের ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগকে ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছে। কলেজ সার্ভিস কমিশন গত ১২ নভেম্বর অধ্যক্ষ পদে ডঃ অমিত ভৌমিকের নাম সুপারিশ করে পাঠায়। অভিযোগ, তা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে অমিতকে নিয়োগপত্র পাঠানো হয়নি। এই নিয়ে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে টালবাহানার অভিযোগ উঠেছে।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে মোশারফের দাবি, 'কমিশনের কাছে কলেজের তরফে রিকুইজিশন পাঠানোর আগেই প্রিন্সিপাল পদে সুপারিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে পদ্ধতিগত জটিলতায় অধ্যক্ষ নিয়োগ আটকে আছে।' তবে সব জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন সভাপতি।

দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষের পদ শূন্য। বর্তমানে কলেজ চলছে উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে। স্থায়ী অধ্যক্ষ না থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে শুরু করে একাধিক অ্যাকাডেমিক সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হচ্ছে। উন্নয়নমূলক প্রকল্প, পরিকাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিষেবার মতো ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে কলেজের শিক্ষক ও পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। এক শিক্ষকের কথায়, কমিশনের সুপারিশ আসার পরও নিয়োগপত্র না দেওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

সমস্যা যেখানে

- ২০১৫ সালের পর থেকে স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই ইটাহারের ডঃ মেঘনাদ সাহা কলেজে
- ২০১৭ সাল থেকে কলেজ চালাচ্ছেন উপাধ্যক্ষ
- টালবাহানার পর চলতি বছরের ১২ নভেম্বর সিএসসি থেকে অধ্যক্ষ পদের জন্য ডঃ অমিত ভৌমিকের নাম রেকমেন্ড করে পাঠানো হয়
- কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রক্রিয়ায় গলদ। কারণ, কলেজ কর্তৃপক্ষের রিকুইজিশন ছাড়াই সিএসসি অধ্যক্ষের নাম রেকমেন্ড করে পাঠানোয় জটিলতা

ছাত্র সংগঠনগুলিও এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের জেলা সংযোজক শুভজিৎ দাস বলেন, 'আমরা এই নিয়ে কোনও রাজনীতি চাই না। ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্রুত স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগ করুক।'

যদিও মোশারফ বলেন, 'গত ১০-১৫ বছর উপাধ্যক্ষ ভালোভাবে কলেজ চালাচ্ছেন। কলেজে কোনও অচলাবস্থা নেই। এসব অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। কলেজের পঠনপাঠন, পরীক্ষা ও প্রশাসনিক কাজ ঠিকঠাক চলছে।'

কিন্তু স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগে এত গড়িমসি করা হচ্ছে কেন? পরিচালন সমিতির সভাপতির ব্যাখ্যা, 'কমিশন ও কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই নিয়ে কমিশনের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের কথা হয়েছে। সিএসসি রিকুইজিশন পাঠাতে বলেছে। প্রক্রিয়াগত জটিলতা কেটে গেলে আগামী সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল বডি মিটিং ডেকে নতুন অধ্যক্ষকে নিয়োগপত্র পাঠানো হবে।'

কিন্তু এতদিন রিকুইজিশন কেন পাঠানো হল না, তার কোনও সদুত্তর মেলেনি। এমনকি, রিকুইজিশন ছাড়া সিএসসি-ই কীভাবে নতুন অধ্যক্ষের নাম সুপারিশ করল, তারও উত্তর পাওয়া যায়নি। উপাধ্যক্ষ মুকুন্দ মিশ্রকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। সিএসসি চেয়ারম্যান সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি জানান, মিটিংয়ে ব্যস্ত আছেন।

ডিজিটাল ক্লাস, স্টুডেন্ট ব্যাংক উদ্বোধন

মানিকচক, ১৮ ডিসেম্বর : মানিকচক চক্রের মথুরাপুর শংকরটোলা ম্যানেজড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার ডিজিটাল ক্লাসরুম ও স্টুডেন্ট ব্যাংকের উদ্বোধন হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের এআই ইফতিকার আহমেদ, এআই বন্দনা সরকার, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মোহাম্মদ পারভেজ প্রমুখ।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফিতে কেটে ডিজিটাল ক্লাসরুম ও স্টুডেন্ট ব্যাংকের উদ্বোধন করেন। বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মারধর

পতিরাম, ১৮ ডিসেম্বর : বালি চুরির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে গণস্বাক্ষর করায় এক প্রতিবাদীকে মারধরের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল পতিরাম থানার শহরতলি এলাকায়। অভিযোগ, শহরতলি ও বর্ষাপাড়া এলাকায় বালি চুরি চলছিল। ট্র্যাক্টর যাতায়াতের ফলে জমির ফসল নষ্ট হওয়ায় গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। গ্রামবাসীরা গণস্বাক্ষর সহ একটি অভিযোগপত্র প্রশাসনের কাছে জমা দেন। অভিযোগ, বুধবার গণস্বাক্ষরকারীদের শায়েস্তা করতে বালি মাফিয়ারা সক্রিয় হয়। সামিয়াল কিস্কুকে রাস্তায় ধরে বেধড়ক মারধর করা হয়। রাতে তাঁর বাবা ভবেশ তিনজনের বিরুদ্ধে পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

নিশানায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি

'নোট-তন্ত্রে' রদবদলের অভিযোগ

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : গোষ্ঠীকোন্দল যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না পুরাতন মালদার ঘাসফুল শিবিরের। অনেক জলঘোলার পর পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের রেশ কাটতে না কাটতেই, ফের গোষ্ঠীকোন্দলের ছায়া ঘনাল ঘাসফুল শিবিরের অন্দরে। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে পুরাতন মালদা পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বর্ষীয়ান তৃণমূল কাউন্সিলার বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদীর একটি ভিডিও (যদিও উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি) ভাইরাল হয়। ওই ভিডিওতে ঘাসফুলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী এবং মহদিপুর সীমান্তের এক প্রভাবশালী নেতার বিরুদ্ধে দলে 'নোট-তন্ত্র' চালানোর অভিযোগ করেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বর্ষীয়ান কাউন্সিলার।

ওই ভিডিওতে বৈশিষ্ট্য বলেছেন, 'মালদা জেলায় নোট-তন্ত্র চলছে। জেলা সভাপতি এবং একজন বর্ডার মাফিয়া মিলে দলটাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বানিয়ে ফেলেছেন।' তিনি অভিযোগ করেন, পুরসভার চেয়ারম্যান পদটি অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্য বলেন, 'চোখের সামনে দেখছি দলটা ডুবতে বসেছে। একজন বর্ডার মাফিয়া আর জেলা সভাপতি মিলে শুধু নিজেদের আখের গোছাচ্ছেন। কিন্তু এই দুজনের বিরুদ্ধে কোথায় অভিযোগ করব সেটা বুঝতে পারছি না।' ভিডিওতে বৈশিষ্ট্য 'বর্ডার মাফিয়া' –বলে কার দিকে তোপ দেগেছেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, 'বর্ডার মাফিয়া' বলে আসলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপিকা বর্মন ঘোষের স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষকেই বিঁধেছেন বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই বিষয়ে কেউ প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে নারাজ।

লোকসভা নির্বাচনে হারের দায় চাপিয়ে কার্তিক ঘোষকে পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্তকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, 'লোকসভা ভোটে হারের কারণে যদি কাউকে পদ থেকে সরাতেই হয়, তাহলে সবার আগে আব্দুর রহিম বক্সীকে সরানো উচিত। কারণ তাঁর নেতৃত্বে জেলায় দুটি লোকসভা আসনেই তৃণমূল হেরেছে।' তিনি যোগ করেন, 'আমি কোনওদিন আদর্শ ও নীতি থেকে বিচ্যুত হইনি। কোনও কেলেঙ্কারিতেও জড়াইনি।

আমি দলের ভালো চাই বলেই এই সত্যগুলো তুলে ধরছি।'

যদিও বৈশিষ্ট্যর অভিযোগে আমল দিতে নারাজ ঘাসফুলের জেলা সভাপতি। আব্দুর বলেন, 'বৈশিষ্ট্য ত্রিবেদীর বক্তব্যকে আমরা বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছি না। এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করলে তাঁকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে।'

বৈশিষ্ট্যর অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, 'ওঁর ব্যক্তিগত মন্তব্য নিয়ে আমি কিছু বলব না। যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলবে। তবে দলে থেকে এধরনের মন্তব্য তিনি করতে পারেন না।'

পথশ্রীর ফ্লেক্স ভাঙা

কুশমণ্ডি, ১৮ ডিসেম্বর : কুশমণ্ডি ব্লকের উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নড়বড়িয়া শিব মন্দির এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে রাস্তার কাজের সূচনা করেছিলেন বিধায়ক রেখা রায়। বৃহস্পতিবার সকালে দেখা যায় রাস্তা নির্মাণের জন্য টাঙানো ফ্লেক্সটি মাটিতে পড়ে রয়েছে। ঘাসফুল শিবিরের অভিযোগ, বিজেপ কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানো ওই ফ্লেক্স ভেঙে দিয়েছে। ক্ষোভ প্রকাশ করে তৃণমূলের কুশমণ্ডি ব্লক কমিটির সভাপতি করিমুল ইসলাম বলেন, 'রাজনৈতিক লড়াইয়ে তৃণমূলকে হারাতে না পেরে, বিজেপি এখন মুখ্যমন্ত্রীর ফ্লেক্স ভেঙে ফেলে নোংরামো করছে। এই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।' উত্তরে বিজেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস রায় বলেন, 'এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। বিজেপি কোনওদিনই উন্নয়নে বাধা দেয়নি।'

কুশমণ্ডি থানার আইসি তরুণ সাহা বলেন, 'কী হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নাড়া পোড়ানোর ধোঁয়া গোবিন্দপুর, খাসপুরে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : অঘ্রানের আমন ধান উঠে গিয়েছে গোলায়। এবার পৌষের চাষবাসের কাজ শুরু হওয়ার পালা। তার আগে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে বালুরঘাটের গোবিন্দপুর, চকভৃগু পেরিয়ে খাসপুর, বড় কাশীপুর, বোয়ালদাড় সহ একাধিক এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। কিন্তু এর কারণ কী? কারণ, খরচ বাঁচাতে জমিতে পড়ে থাকা ফসলের অবশিষ্টাংশ বা নাড়া পুড়িয়ে দেওয়ার পুরোনো পন্থা অবলম্বন করছেন চাষিদের একটা বড় অংশ। প্রশাসন এবং কৃষি দপ্তরের বারবার বারণ সত্ত্বেও তাতে কর্ণপাত করছেন না কৃষকরা। এর ফলে বায়ু দূষণ ছড়ানোর পাশাপাশি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে কৃষিজমির স্বাভাবিক উর্বরতা। সঠিক প্রচার ও সচেতনতার অভাবেই কি এই পরিস্থিতি? উঠছে প্রশ্ন।

বালুরঘাট শহর ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে গেলেই এখন চোখে পড়ছে নাড়া পোড়ানোর দৃশ্য। কৃষি দপ্তর ও প্রশাসনের নাকের ডগায় চলছে এই কাজ। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকলে একের পর এক জমিতে আগুন ধরানোর ছবি ধরা পড়ে। অমৃতখণ্ড, চকভৃগু, কাটনা, খাসপুর থেকে মালঞ্চা, মাহিনগরেও একই পরিস্থিতি। সম্প্রতি বালুরঘাট ব্লকের বড় কাশীপুর এলাকায় নাড়া পোড়ানোর ঘটনা সামনে আসে। আমন ধান তোলার পরে বোরো ধান, গম কিংবা অন্য রবিশস্য চাষ করতে গেলে, জমিতে পড়ে থাকা এই নাড়া বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক লাগিয়ে হাতে করে নাড়া পরিষ্কার করতে খরচ হয় প্রচুর। ফলে সহজ সমাধান হিসেবে কৃষকরা আগুন ধরিয়ে দেন কৃষিজমিতে।

ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো হচ্ছে। বড় কাশীপুরে।

বড় কাশীপুরের কৃষক বিশ্বনাথ সরকার বললেন, 'শ্রমিকের মজুরি এখন অনেক বেশি। নাড়া পরিষ্কার করতে গেলে খরচ উঠবে না। তাই আগুন দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।' একই সুর খাসপুরের কৃষক রতন মণ্ডলের গলায়। তাঁর কথায়, 'নাড়া না পোড়ালে জমি তৈরিতে সময় লাগে অনেক বেশি। আমাদের হাতে এত সময় নেই।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পদ্ধতিতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে বেশি। নাড়া পোড়ানোর ফলে দূষণ ছড়িয়ে নষ্ট হচ্ছে মাটির জৈব উপাদান। উপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস হচ্ছে। কমছে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা। পরিবেশপ্রেমী তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান, নাড়া পোড়ালে মাটি ও পরিবেশ, দু'দিকে মারাত্মক ক্ষতি হয়। কৃষকদের ভুল ধারণা ভাঙতে আরও জোরদার সচেতনতা দরকার।

বড়কইল উচ্চবিদ্যালয়ের ভূগোলের শিক্ষক তুষারকান্তি দত্তের মতে, 'নাড়া পোড়ানোর ফলে জমিতে ফসফরাসের মাত্রা সামান্য বাড়ে। তবে তাতে জমির দীর্ঘমেয়াদি কোনও লাভ হয় না। বরং নাড়া পচিয়ে যে হিউমাস তৈরি হয়, তা মাটিকে আরও উর্বর করে।' জেলা উপ কৃষি অধিকর্তা অমিত চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'কৃষি দপ্তরের তরফে নিয়মিত প্রচার এবং কর্মশালার মাধ্যমে কৃষকদের নাড়া পোড়ানোর ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে বোঝানো হচ্ছে। কোনও খবর পেলে কৃষকদের সতর্ক করা হয়।' তবুও পুরোনো অভ্যাস ছাড়তে না পারায় সমাধান এখনও অধরা।

মাদক সহ গ্রেপ্তার ৪

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : মাদক বিক্রি করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন গোয়ালপাড়া এলাকায় স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়েন চারজন। তাঁদের গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হলেন, বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনগ্রামের বাসিন্দা আইয়ুব আলি, মহিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীয়া গ্রামের দিলীপ মাহাতো এবং রায়গঞ্জ থানার কাচিমোহা গ্রামের দুই বাসিন্দা ইলিয়াস আলি ও সাবীর আলি। ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ কোর্টে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর স্বরূপ বিশ্বাস জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

চারটি রাস্তা নির্মাণের সূচনা

মোথাবাড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বাঙ্গিটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জাগিরটোলা, কাশিমবাজার, গোবিন্দগঞ্জ ও আকন্দাবাড়িয়া এলাকায় চারটি কংক্রিটের রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এদিনের অনুষ্ঠানে সাবিনা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ শেখ, সমাজসেবী হাসিমুদ্দিন শেখ এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। সাবিনা বলেন, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর এই রাস্তাগুলি তৈরি করার জন্য ৭৫ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। বর্ষাকালে এলাকাগুলিতে কাদা এবং জল জমে যাওয়ায় মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হত। এই রাস্তাগুলি তৈরি হওয়ার ফলে মানুষের ভোগান্তি কমবে।'

কৃষকসভার স্মারকলিপি

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর : কৃষকদের থেকে ধান কেনার সময় ধলতা নেওয়া বন্ধ করার দাবি সহ মোট পাঁচ দফা দাবিতে সারা ভারত কৃষকসভার গঙ্গারামপুর থানা কমিটির পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর কৃষক বাজারে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষকসভার গঙ্গারামপুর থানা কমিটির সম্পাদক মণীন্দ্রনাথ সরকার, শীতেশ গুহ, সুবীরকুমার দাস প্রমুখ।

ম্যানেজিং কমিটি সমবায়ে

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ পিপলস কোঅপারেটিভ সোসাইটির পাঁচজনের ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হল। নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে প্রদীপ চৌধুরী, সহ সভাপতি প্রদ্যুৎ সাহা এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সোনালি চট্টোপাধ্যায়। অহিন সরকার, পারমিতা বণিক বসাক ও মনোজ সাহা বোর্ড সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

মোহভঙ্গ তরুণীর, পুশ ব্যাক পুলিশের

প্রেমের টানে অনুপ্রবেশ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৮ ডিসেম্বর : প্রেম মানে না কোনও বারণ। হৃদয়ের 'মামলায়' কাঁটাতারও তুচ্ছ। ভালোবাসার টানে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে এলেন এক তরুণী। তা-ও চোরাই পথে দুই দেশের দালালদের মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে। কিন্তু দেশছাড়ার পর তাঁর মোহভঙ্গ হল। আইনি জটিলতা ও টানাপোড়েনে শেষ হল সীমান্তপারের এই প্রেমকাহিনী।

ভারতে এসে ওই তরুণী জানতে পারলেন, তাঁর 'ভিনদেশি তারা'-র গাঁটছড়া অন্য এক নারীর কাছে বাঁধা। অর্থাৎ কিনা, তিনি বিবাহিত। প্রতারিত হয়েছেন জানতে পেরেও ওই তরুণী বিয়ের দাবিতে নাছোড়বান্দা ছিলেন। চাপের মুখে ওই ব্যক্তিও তরুণীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলে সেখানে নতুন সমস্যা দেখা দেয়। ওই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা কোনওভাবেই বিষয়টি মানতে পারেন না। হস্তক্ষেপ করতে হয় পুলিশকে। বৃহস্পতিবার তরুণীকে পতিরাম থানার মাধবপুর সীমান্তে বিএসএফ ও বিজিবি ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করা হয়েছে। পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংবো বলেন, 'ওই তরুণী চোরাই পথে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। আমরা তাঁকে বাংলাদেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছি।'

-এআই

২৭ বছর বয়সি ওই তরুণীর বাড়ি বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার ধামুরহাট থানার বেগুনবাড়ি এলাকায়। সমাজমাধ্যমে দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম থানার এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কয়েক মাসে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখতেন দুজন। প্রেমিকের সঙ্গে একবার দেখা করার আকাঙ্ক্ষায় ওই তরুণী ব্যাকুল হয়ে ভারতে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতে অনুপ্রবেশের পর তিনি ত্রিপুরায় প্রথমবার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করেন।

এরপর জেদ ধরেন, তিনি আর দেশে ফিরবেন না। বিয়ে করবেন ওই ব্যক্তিকে। কিন্তু সত্যিটা হল ওই ব্যক্তি বিবাহিত। দুই সন্তানের বাবা। তরুণী সহজেই বুঝতে পারেন, ওই ব্যক্তির 'মিষ্টি কথার' বশে আসলে তিনি ফাঁদে পা দিয়েছেন। তবুও মন তো মানে না। বিবাহিত পুরুষকেও বিয়ে করতে চান ওপার বাংলার তরুণী।

পরিস্থিতি এতটাই বেগতিক হয়ে ওঠে যে, ওই ব্যক্তিও আর রাজি না হয়ে পারেননি। তিনিও বাধ্য হয়ে বুধবার ওই তরুণীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে যান। ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে তরুণীর তীব্র বাগবিতণ্ডা হয়। খবর পেয়ে যায় পুলিশ। ওই তরুণীকে উদ্ধার করে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করা হয়। অপূর্ণ প্রেম ও একরাশ হতাশা নিয়েই আবার নিজের জন্মভূমির উদ্দেশে পাড়ি দেন তরুণী।

প্রেমকাহিনী

- সমাজমাধ্যমে পতিরাম থানার এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয় বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার এক তরুণীর
- ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, চলতে থাকে ফোনালাপ
- প্রেমের টানে দালালদের মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে চোরাই পথে ভারতে প্রবেশ করেন ওই তরুণী
- এসে জানতে পারেন, তাঁর প্রেমের পুরুষটি বিবাহিত
- বিএসএফ ও বিজিবির ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে পুশ ব্যাক করা হয় তাঁকে

মুহূর্ত।। মেঘালয়ের সোহরায় ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের কৌশিক নন্দী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তুড়িপাড়া এলাকায় অবৈধভাবে বানানো চোলাই ও বিপুল পরিমাণ মদ তৈরির সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করল বালুরঘাট থানার পুলিশ।

অনেকদিন ধরেই ওই এলাকায় অবৈধভাবে বানানো চোলাইয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন মহিলারা। আন্দোলনের ফলে মাঝে বেশ কিছুদিনের জন্য মদ বিক্রি বন্ধও ছিল। কিন্তু ফের কিছু ব্যবসায়ী গোপনে মদ তৈরি করে বিক্রি করতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে মহিলারা এক খদ্দেরকে ধরেও ফেলেন। বৃহস্পতিবার সকালে মহিলারা ওই মদ বিক্রেতাদের সামগ্রী নষ্ট করতে উদ্যত হলে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ মদ তৈরির সামগ্রী নষ্ট করে। মদ বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলাও রুজু করেছে পুলিশ।

মদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী দুই মহিলা রুমা সিং ও প্রিয়াংকা সিং জানান, তাঁরা তাঁদের পরিবারের ভবিষ্যৎ ও এলাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই তাঁরা মদের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছেন।

ডালখোলায় দুর্ঘটনা, আহত ২

ডালখোলা, ১৮ ডিসেম্বর : কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কম থাকায় বৃহস্পতিবার ভোরে ডালখোলা বাইপাসে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুজন। এদিন পরপর তিনটি লরি ও একটি বাস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। যদিও ঘটনার পর একটি লরি ও যাত্রীবাহী বাস ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা এক্রামুল হক বলেন, 'এদিন সকাল ৬টা নাগাদ ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ডালখোলা বাইপাসের হরিপুর সংলগ্ন এলাকায় পূর্ণিয়া মোড় অভিমুখী একটি লরিকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ট্যাংকার। এরপর সেই লরিটির পেছনে ধাক্কা মারে আরও একটি লরি এবং শেষে একটি দূরপাল্লার বেসরকারি বাস ওই তিনটি লরির পেছনে ধাক্কা মারে। আমরা পুলিশ ও দমকলকেন্দ্রে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে আসে।'

এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের সহোযোগিতায় দমকলের কর্মীরা ট্যাংকারে আটকে থাকা চালক ও সহকারী চালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে ডালখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পরে সেখান থেকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ পালিয়ে যাওয়া লরি ও বাসের খোঁজ শুরু করেছে।

বেতন না মেলায় ক্ষোভ

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : জল জীবন মিশনে কর্মরত বহু কর্মী দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সরকার নির্ধারিত হারে বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এবারে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বুধবার মিশনের কর্মীরা এমনটাই জানান। হেমতাবাদ ব্লকের জল জীবন মিশনের এক কর্মী গোপাল বর্মন বলেন, 'তিন বছর ধরে এই প্রকল্পের অধীনে একটি এজেন্সির কর্মী হিসেবে কাজ করছি। কিন্তু আমরা সরকার নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক পাচ্ছি না। প্রায় সাত মাস হল আমাদের পারিশ্রমিকও দিচ্ছে না। কিন্তু অন্য এজেন্সির কর্মীরা নিয়মিত ও সরকার নির্ধারিত হারে বেতন পাচ্ছেন। তাই আমরা এবার বৃহত্তরভাবে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' মিশনের কর্মী নিশা কর্মকারের কথায়, 'সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। তাই আন্দোলন ছাড়া উপায় নেই।'

খসড়া তালিকায় নেই ইটাহারের ৪২

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৮ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর পর গত মঙ্গলবার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু সেই তালিকায় নাম নেই ইটাহার ব্লকের সুরুন ১৫ নম্বর বুথের ৪২ জন ভোটারের। খসড়া তালিকায় নাম না থাকায় চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ওই ভোটাররা। এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে বিএলও'র কাছে জমা দেওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁদের নাম বাদ পড়ল তা বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও'র গাফিলতি বা ভুলের জন্যই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার ওই ভোটাররা সমস্ত নথিপত্র নিয়ে ইটাহারের বিডিও'র কাছে অভিযোগ জানান। বিডিও দিব্যেন্দু সরকার তাঁদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

এদিন ইটাহারের বিডিও'র কাছে অভিযোগ জানাতে এসে সুরুন গ্রামের বাসিন্দা আবদুল হান্নান বলেন, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আমার মা-বাবার এমনকি আমার নিজেরও নাম ছিল। বিগত নির্বাচনগুলিতে আমি ভোটও দিয়েছি। এবার এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে আমি নিজে বিএলও'র হাতে জমা দিয়ে এসেছি। কিন্তু খসড়া ভোটার তালিকায় আমার নাম নেই।' আবদুলের প্রশ্ন, 'এটা কীভাবে ঘটল?

> সুরুনের কিছু ভোটার আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের এনুমারেশন ফর্ম অসংগৃহীত বলে বিএলও রিপোর্ট করেছিল। তাই তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। তবে তাঁরা ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে জমা দিলেই তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দেওয়া হবে।
>
> **দিব্যেন্দু সরকার**
> *বিডিও*

এ তো অবাক কাণ্ড। এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার সময় তা দেখে বিএলও ইশাক আলি জানিয়েছিলেন, সব ঠিক আছে। তাহলে আমার নাম বাদ পড়ল কেন?' আরেক মহিলা ভোটার সাঞ্জু খাতুনেরও একই অভিযোগ। তিনি বলেন, 'বিএলও'র পাশেই আমাদের বাড়ি। সব কাগজপত্র ওঁর বাড়িতে গিয়ে জমা দিয়েছি। কিন্তু এই ভোটার তালিকায় আমাকে নিখোঁজ দেখাচ্ছে।'

স্থানীয় প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য আজাবীর রহমানের অভিযোগ, 'ভোটাররা নাম বাদ পড়ার কারণ জানতে চাইলে বিএলও কোনও সদুত্তর দিতে চাননি। উলটে দুর্ব্যবহার করেন। তাই আজকে সকলে বিডিও'র কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছেন। আমরা চাই এই প্রকৃত ভোটারদের নাম যথাযথভাবে তালিকায় যুক্ত করা হোক।'

ভুল বা গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করে বিএলও ইশাক আলির বক্তব্য, 'বিভিন্ন কারণে যাদের এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ করা যায়নি তাদেরই নাম খসড়া তালিকায় ওঠেনি। যাঁরা নাম বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ করছেন তাঁদের অনেকের নথিপত্র ঠিক ছিল না। কেউ দুই জায়গার ভোটার হয়ে ছিলেন। কারও লিংক পাওয়া যাচ্ছিল না। আবার কেউ সপরিবারে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকেন। বাড়িতে গিয়েও তাদের এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করা যায়নি।'

বিডিও দিব্যেন্দু সরকার বলেন, 'সুরুনের কিছু ভোটার আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের এনুমারেশন ফর্ম অসংগৃহীত বলে বিএলও রিপোর্ট করেছিল। তাই তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। তবে তাঁরা ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে জমা দিলেই তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দেওয়া হবে।'

আবর্জনার স্তূপে আগুন

কালিয়াচক, ১৮ ডিসেম্বর : নারায়ণপুর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে বেশ কয়েকটি প্লাস্টিকের গোডাউন আছে। ওই গোডাউনগুলির সমস্ত আবর্জনা জাতীয় সড়কের পাশে ফেলা হয়। আবর্জনা জমতে জমতে পরিণত হয়েছে স্তূপে। বৃহস্পতিবার সকালে এই আবর্জনার স্তূপে আগুন লেগে যায়। আগুন লাগার পর খবরর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিনও। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

দমকল আধিকারিক সুবীর সরকার বলেন, 'গোডাউন মালিকদের অসচেতনতার জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে। বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। রাস্তার পাশের জায়গা আবর্জনা ফেলার জন্য নয়, আবর্জনা ফেলার জন্য নির্দিষ্ট জায়গা আছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

এই ঘটনার জন্য স্থানীয়রাও গোডাউন মালিকদের দায়ী করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা ফজলু শেখ বলেন, 'গোডাউন মালিকরা সমস্ত আবর্জনা রাস্তার পাশে ফেলছেন। এবং মাঝেমধ্যেই ওই আবর্জনায় আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছেন। বিষাক্ত ধোঁয়ায় মানুষের অসুবিধা হচ্ছে। প্রশাসনের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা।' বিগত কয়েকমাসে এই নিয়ে তৃতীয়বার আবর্জনার স্তূপে আগুন লাগল বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্বীকৃতি দাবি

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : কিষান জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতির দাবিতে সংসদে সরব হলেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খান চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার ইশা খান চৌধুরী জানান, মালদা জেলার একটা বড় অংশজুড়ে কিষান জনজাতির মানুষ বসবাস করেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা নিজেদের জাতিসত্তার স্বীকৃতির দাবিতে লড়াই-সংগ্রাম করে আসছেন। তাঁদের এই ন্যায্য অধিকারের দাবি আমি সংসদে তুলেছি। পাশাপাশি, ব্যক্তিগতভাবে কেন্দ্রের আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী জুয়াল ওরামের সঙ্গে দেখা করে লিখিতভাবে বিষয়টি নিয়ে দাবি জানিয়েছি।' কিষান জাতি সেবা সমিতির মালদা জেলা সম্পাদক আশিস মন্ডল জানান, মালদা জেলার মানিকচক, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল এলাকা একটা সময় বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ছিল।

বিশ্রামকক্ষে তালা, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে প্রশ্ন

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ১৮ ডিসেম্বর : বুনিয়াদপুর রেলস্টেশনে প্রথম শ্রেণির বিশ্রামকক্ষের পরিষেবা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে পরপর দূরপাল্লার ট্রেন ধরার জন্য যাঁরা স্টেশনে অপেক্ষা করেন, তাঁদের বাধ্য হয়ে প্ল্যাটফর্মেই সময় কাটাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। অধিকাংশ

> বয়স্ক কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত কষ্টকর এবং অমানবিক। বিশ্রামঘরে আলো জ্বলছে অথচ বাইরে তালা দেওয়া। এমনটা কেন হবে?
>
> **মিতা চক্রবর্তী, *যাত্রী***

দিন সন্ধ্যার পর বিশ্রামকক্ষে বাতি জ্বালানো থাকলেও গেটে তালা থাকে। শীতের এই মরশুমে সন্ধ্যার পর বাইরে অপেক্ষা করা যাত্রীদের পক্ষে আরও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্রামকক্ষ থাকা সত্ত্বেও বন্ধ কেন, প্রশ্ন তুলছেন যাত্রীরা।

প্রবীণ ব্যক্তি, মহিলা ও শিশুদের নিয়ে ভ্রমণকারী পরিবারগুলিকে সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। লাগেজ নিয়ে ঠান্ডা মেঝেতে বসে বা দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে যাত্রীদের। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন অনেকে। দূরপাল্লার ট্রেনের এক যাত্রী মানস সরকার বলেন, 'বিশ্রামের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় প্ল্যাটফর্মেই কুয়াশার মধ্যে বসে থাকতে হচ্ছে। এমনকি প্ল্যাটফর্মে শৌচালয়ও নেই।' আরেক যাত্রী মিতা চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'বয়স্ক কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত কষ্টকর এবং অমানবিক। বিশ্রাম ঘরে আলো জ্বলছে অথচ বাইরে তালা দেওয়া। এমনটা কেন হবে?'

স্থানীয় বাসিন্দা বিপ্লব পোদ্দারের দাবি, বুনিয়াদপুর স্টেশন এনএসজি ৫ ক্যাটিগোরির একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন হওয়া সত্ত্বেও যাত্রী পরিষেবার এই ঘাটতি দীর্ঘদিন ধরে মেটানো হয়নি। সম্প্রতি কাটিহার ডিভিশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রমেশ কুমার বুনিয়াদপুর স্টেশন পরিদর্শনে আসেন। এই বিষয়টি তাঁকে জানানো হলে তিনি স্টেশনমাস্টারকে বিশ্রাম কক্ষ খোলার পরামর্শ দেন। তাতেও সুরাহা হয়নি। এনিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন যাত্রীরা। তাঁদের বক্তব্য, ন্যূনতম পরিকাঠামো ও যাত্রী পরিষেবা নিশ্চিত করা রেলের দায়িত্ব। অবিলম্বে বুনিয়াদপুর স্টেশনে প্রথম শ্রেণির বিশ্রামকক্ষ খুলে দেওয়া না হলে ভবিষ্যতে অসন্তোষ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তাঁরা।

এ বিষয়ে স্টেশনমাস্টার অসিত দাসের সাফাই, নিয়মিত খোলা হয়। বুধবার এক যাত্রী বিশ্রামকক্ষ থেকে বেরিয়ে তালা লাগিয়ে চলে যাওয়ার কারণে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ ছিল।

বুনিয়াদপুর স্টেশনের বিশ্রামকক্ষে তালা। -সংবাদচিত্র

গালভরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও রাস্তা হয়নি বামনকুরিয়ায়

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর : এলাকার কাঁচা রাস্তা পাকা করার দাবিতে পথ অবরোধ করলেন গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ৮ নম্বর বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে গ্রামের শতাধিক গ্রামবাসী পথ অবরোধ করেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ৮ নম্বর বাসুরিয়া পঞ্চায়েতের সর্বমঙ্গলা দিলীপ মিল থেকে বামনকুরিয়া পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এতে সমস্যায় পড়ছে গ্রামের প্রায় ৩০০-র বেশি পরিবার।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ১৫ বছর ধরে রাস্তা পাকা হওয়ার গালভরা প্রতিশ্রুতি পেলেও এখনও তা হয়নি। এই নিয়ে এলাকার বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

এক অবরোধকারী তথা স্থানীয় বাসিন্দা কালামুল ইসলাম বলেন, '১৫ বছর ধরে বামনকুরিয়া গ্রামের প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বর্ষার সময় হাঁটু পর্যন্ত কাদা জমে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষকে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। গ্রামের কোনও রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলেও সমস্যায় পড়েন রোগীর পরিজনরা। বিষয়টি বিধায়ক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানানো হয়েছিল। তাঁরা কোনও কাজই করেননি। তাই বাধ্য হয়ে এদিন আমাদের পথ অবরোধ করতে হয়েছে। এরপরেও প্রশাসন পদক্ষেপ না করলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে।' একই সুর শোনা গেল অপর এক অবরোধকারী তথা স্থানীয় বাসিন্দা আজাউদ্দিন মিয়াঁরও। তিনি জানান, রাজ্য সরকার পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তা করছেন বলে শুনেছি।

বামনকুরিয়াতে অবরোধে স্থানীয়রা।

কিন্তু আমাদের এই রাস্তার সংস্কার করা হয়নি।

বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডলের কথায়, 'গ্রামবাসীরা ন্যায্য দাবি নিয়ে এদিন পথ অবরোধে শামিল হয়েছেন। রাস্তাটি সংস্কারের জন্য একাধিকবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু এতদিনেও সংস্কার না হওয়ায় আমারই খারাপ লাগছে। তবে বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করে যাতে রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

প্রশিক্ষণ শিবির

গাজোল, ১৮ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় একটি প্রশিক্ষণ শিবির। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৫০ জন প্রাণীপালক। গাজোল ব্লক ক্যাম্পাসের ধরণীধর সরকার সভাগৃহে ওই শিবির আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের মালদা জেলা ডেপুটি ডিরেক্টর অমরচন্দ্র মাঝি, জেলা ভেটেরিনারি আধিকারিক সুকান্ত সাহা, গাজোল প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের আধিকারিক শান্তনু পান্ডা, ভেটেরিনারি অফিসার গৌরসুন্দর চন্দ প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে সকলকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

পাঁচালির প্রচার

গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুরে উন্নয়নের পাঁচালি নামে একটি প্রচার কর্মসূচির সূচনা করল তৃণমূল। ওই কর্মসূচির প্রচারের জন্য গঙ্গারামপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয় থেকে গঙ্গারামপুর ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্দেশে ১১টি টোটো রওনা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শংকর সরকার, ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতিরা।

অন্যদিকে, বালুরঘাটেও একই কর্মসূচির সূচনা হয়।

বিদ্যেশ্বরী মন্দিরের দেবীপীঠে বাৎসরিক মহাযজ্ঞ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৮ ডিসেম্বর : শুক্রবার থেকে শুরু হল একান্নতম দেবীপীঠ বলে পরিচিত পতিরাম বিদ্যেশ্বরী মন্দিরে তিনদিনব্যাপী মহাযজ্ঞ। এই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে আত্রেয়ী নদী থেকে জল সংগ্রহ করে মন্দিরে আনা হয়েছে। প্রতি বছর পৌষ মাসের বকুল অমাবস্যা তিথিতে একান্নজন কিশোরী লাল পাড় শাড়ি পরে একান্নটি শঙ্খ ও ঢাক বাজিয়ে নদী থেকে জল সংগ্রহ করে আনে। সঙ্গে ছিলেন শতাধিক ভক্ত। নদী থেকে জল এনে সেই জল দিয়ে দেবীকে অভিষেক করা হয়।

এই পীঠস্থানে সতীর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল পতিত হওয়ায় এটিও একটি দেবীপীঠ বলে পরিচিত।

ওই মন্দিরে দেবীর কোনও মূর্তি নেই। একটি বেদিতে দেবীর আরাধনা করা হয়। ভক্তরা তাতে শাড়ি চড়িয়ে দেবীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভক্তদের বিশ্বাস, এই বেদিতেই দেবী বিদ্যেশ্বরী বিরাজমান।

তিনদিন ধরে ওই মহাযজ্ঞ ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা ও জেলার বাইরে থেকেও হাজার হাজার ভক্ত আসেন। তিনদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। পীঠস্থানের পেছনে রয়েছে ভৈরবকুণ্ড। এখানে ভৈরবরূপী শিবের পুজো করা হয়।

পতিরাম বিদ্যেশ্বরী মন্দির

আত্রেয়ী নদী থেকে জল নিয়ে মন্দিরে যাচ্ছেন ভক্তরা।

কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত সাহা বলেন, 'প্রতি বছরের মতো এবারেও তিনদিনব্যাপী যজ্ঞ হবে। ওই তিনদিন ধর্মমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। আমাদের অনুষ্ঠানে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে।'

লোককথা অনুযায়ী, মায়ের উপাসনা শুরু করেছিলেন মুরারিমোহন ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের কুশী অমাবস্যা তিথিতে তিনি অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে নদীপথে দেবীকে পুজো করতে আসতেন। মুরারিমোহন ভট্টাচার্য দেবী কামাখ্যার নির্দেশে গৃহত্যাগ করেন এবং কামাখ্যাধামে বারো বছর সাধনা করেন। পরে দেবীর নির্দেশে আত্রেয়ী নদীর তীরে আসেন। দেবী তাঁকে ওই স্থানেই গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের নির্দেশ দেন।

এরপর একদিন সন্ধ্যায় আত্রেয়ীর তীরে জঙ্গলে তিনি উজ্জ্বল ছটা দেখে বুঝতে পারেন সেখানেই দেবীর অবস্থান। এরপর জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে দেবীর নিত্যপুজো শুরু করেন। পরবর্তীতে মুরারিমোহনের এক কন্যা জন্ম নেয়। তিনি কন্যার নাম রাখেন বিদ্যেশ্বরী। বিদ্যেশ্বরী তাঁর বাবাকে পুজোর কাজে সাহায্য করত।

বাবা অসুস্থ থাকায় বিদ্যেশ্বরী একদিন দেবীকে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে যায়। তারপর থেকে তার আর খোঁজ মেলে না। তারপর একদিন ভোর রাতে মুরারিমোহনকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বিদ্যেশ্বরী জানায়, সে মহামায়ার সঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছে। তার পরনের লাল পাড়ের শাড়িটি দেবীর স্থানে ছড়ানো রয়েছে। তারপর থেকে এই স্থানটিকে একান্নতম দেবীপীঠের মর্যাদায় পুজো করা হয়।

মুকুল আর নয়

মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আর কোনও পদক্ষেপ করবে না বিধানসভা। প্রথমে সিদ্ধান্ত ছিল, এই রায়ের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করবে বিধানসভা।

সীমান্তে সোনা

বৃহস্পতিবার নদিয়া জেলার মালুয়াপাড়া সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিএসএফ ৫১০ গ্রাম সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছে। যার আনুমানিক মূল্য ৬৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ১০০ টাকা। ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মসজিতে স্বস্তি

ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ তৈরির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

পঞ্চম শ্রেণি

রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত ২৩৩৮টি প্রাথমিক স্কুলে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণি চালু করল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এখন থেকে পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ থাকলে পঞ্চম শ্রেণিকে প্রাথমিকের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

অভিযোগে জেরবার কমিশন

সিইও-র দপ্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : ঢক্কানিনাদই সার? অবৈধ ভোটার ধরতে এআই সহ নানা অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ছাঁকনি তৈরি করেছে কমিশন। কিন্তু খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কমিশন বুঝতে পারছে, সেই ছাঁকনি গলেও বেরিয়ে যেতে পারে বহু অবৈধ ভোটার। এই আবহে শুনানি শুরু হলে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে এই আশঙ্কায় সিইও দপ্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের সিদ্ধান্ত নিল কমিশন। কমিশনের এক কর্তা বলেন, 'কমিশনের লক্ষ্য তালিকায় কোনও অযোগ্য ভোটার থাকবে না। তার জন্যে সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, সেই সফটওয়্যার কোনও আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ।'

খসড়া তালিকা প্রকাশে পর এ পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ১০০ জনের মতো জীবিত ব্যক্তিকে মৃত হিসেবে তালিকায় দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ৭০-৮০ জনের মতো নাম পেয়েছি। মনে রাখতে হবে, এটা ৭ কোটি ৮ লক্ষের কিছু বেশি ভোটার তথ্যের গরমিল। তা সত্ত্বেও প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা পদক্ষেপ করেছি। এদিন এক ভোটারকে অশোকনগর ও শ্যামপুকুরের দুই তালিকায় নাম থাকার জন্যে শোকজ করেছে কমিশন।

এসআইআর হলে ১ কোটির বেশি অনুপ্রবেশকারী ও ভুয়ো ভোটাররা পালাবার পথ পাবে না। এমনটাই দাবি করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে বিজেপি নেতারা। তোড়ফোড় কম করেনি কমিশন। খসড়া তালিকায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়ার পর, ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারের তথ্য খতিয়ে দেখছে কমিশন। ২০০২-এর তালিকার সঙ্গে মিল না থাকা ৩১ লক্ষ ভোটারকে দিয়ে শুনানি শুরু করতে ২৪ জেলায় ২৯৪ জন ইআরও, ৩ হাজার ৫৯ জন এইআরও থাকা সত্ত্বেও আরও ২৮০০ অতিরিক্ত এইআরও চেয়েছিল কমিশন। এদিন কমিশনের সেই দাবিতে অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে ৫ হাজার ৮৫৯ জন এইআরও বা অতিরিক্ত এইআরও রয়েছেন। ২৯৪ ইআরওদের অধীনে তাঁরাই মূলত শুনানি করবেন। প্রত্যেক এইআরও দৈনিক সর্বাধিক ১০০টি করে শুনানি করতে পারবেন। অর্থাৎ দৈনিক ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার জনের শুনানি করা সম্ভব হবে। ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। অতিরিক্ত যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক দিব্যেন্দু দাসের মতে, রাজ্য সরকার এই অনুমোদন দেওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুনানি করা অনেকটাই সহজ হবে। কিন্তু পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, শুনানিতে গরমিল হওয়া তথ্য যাচাই করার জন্য যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁরা কি প্রকৃতই নিরপেক্ষভাবে তা করতে পারবেন? কারণ, এইআরওরা মূলত বিডিও এবং অতিরিক্ত এইআরও হিসেবে যাঁরা দায়িত্ব পেলেন, তাঁরা রাজ্য সরকারের গ্রুপ-বি ক্যাটিগরির অফিসার। জন্ম-মৃত্যু, জাতিগত শংসাপত্র থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারের প্রামাণ্য নথি এঁরাই ইস্যু করে থাকেন। ভুয়ো শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ, যাদের তাদেরকেই শুনানির দায়িত্ব দেওয়া কতটা সংগত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। নিয়ম অনুযায়ী, শুনানিতে পেশ হওয়া নথি জেলা শাসকের হাত ঘুরে তা তা পৌঁছোবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি তা যাচাই করে 'সঠিক' বলে রিপোর্ট দেয় তা অনুসন্ধান করে দেখার মতো পরিকাঠামো বা সময় কোনওটাই নেই কমিশনের। এই আশঙ্কার ব্যাপারে কমিশনের এক কর্তা বলেন, 'এটুকু বলতে পারি, কমিশন এসআইআর তার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করবে। পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকাও ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে।' অর্থাৎ সময়ের মধ্যে এসআইআর হয়তো শেষ হবে, কিন্তু এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারী ও ডুপ্লিকেট ভোটার কতটা নির্মূল করা যাবে তা নিয়ে সংশয় রয়ে গিয়েছে।

সিইও দপ্তরে আধিকারিক ও জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে সিইও।

শুনানি জট

- খসড়া তালিকায় একাধিক জীবিতকে মৃত বলে উল্লেখ
- দু-দিন কেটে গেলেও এখনও শুনানির নোটিশ ইস্যু করতে পারল না কমিশন
- কমিশনের নিয়মে শুনানির দায়িত্ব ইআরওদের, কিন্তু এখানে প্রায় ৬ হাজার এইআরও থাকছে শুনানিতে

বৃহস্পতিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বিজনেস কনক্লেভে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

বাণিজ্যে বসত...

বাংলার হৃতসম্মান ফিরিয়েছি : মমতা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে অনেক আগে থেকেই সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে বিজনেস কনক্লেভে ভাষণ দিতে গিয়ে ফের সেই বাঙালি অস্মিতাকেই হাতিয়ার করলেন মমতা। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে শিল্পে রাজ্যের ভাবমূর্তি যে উজ্জ্বল ছিল না, সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমি সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলাম। তখন দেখেছিলাম, চারপাশে বাংলার এমন একটা ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে যে, বাংলা যেন কিছুই করতে পারে না। চারিদিকে রটে গিয়েছিল, বাংলা নাকি লস্ট কেস। কিন্তু সেই হৃতসম্মান ও গৌরব আমরা ফিরিয়ে এনেছি। আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম, বাংলা একদিন বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। আজ ব্যবসায় বাংলা একমাত্র গন্তব্য।' নাম না করে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে মমতা বলেন, 'কিছু মানুষ বাংলার বদনাম করতে চায়। কিন্তু বাংলা কতটা এগিয়ে গিয়েছে, সেটা তারা জানে না। বাংলা এখন লজিস্টিক হাবে একনম্বর।'

এদিন একগুচ্ছ ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, সাগরদিঘিতে ৬৬০ মেগাওয়াটের সুপার ক্রিটিক্যাল থার্মাল ইউনিট তৈরি করা হচ্ছে। দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বীরভূম, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুরদুয়ার ও মালদায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ফেসিলিয়েশন সেন্টার তৈরি করা হবে। বেঙ্গল ডেয়ারির জন্য ৬৫৫৮ লক্ষ টাকা খরচ করে হরিণঘাটায় নতুন প্ল্যান্ট তৈরি করা হচ্ছে। আসানসোল ও বাঁকুড়ায় দুটি শিল্পতালুক তৈরির কাজ চলছে। উৎসধারা প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যারাকপুরের গান্ধিঘাটের সৌন্দর্যায়ন হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এদিনও শিল্পপতিরা প্রায় ৩৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন।' এরপরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'এই রাজ্যে গত ১৪ বছরে কোনও কর্মদিবস নষ্ট হয়নি। কিন্তু এই রাজ্যের ব্যবসায়ীরা সবসময়ই আতঙ্কে থাকেন। তাঁরা কাজ করবেন কী করে?' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা মিনি সিনেমা পলিসি তৈরি করেছি। ১০টি জেলায় আমরা আজ শপিং মলের উদ্বোধন করলাম। আমি শিল্পপতিদের বলব, আপনারা একটা করে নিন। শুধু আমাদের দুটো ফ্লোর দিন। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের সামগ্রী বিক্রি করবেন। জিন্দাল গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে, ওরা ১৬ হাজার কোটি টাকায় আরও একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট করবে। দেউচা পাচামির কাজ চলছে। বাধ্যতামূলক না হলেও এই রাজ্যে সরকারি কর্মচারীদের বছরে ৮ শতাংশ হারে আমরা ডিএ দিই।'

এদিনের বিজনেস কনক্লেভে আইটিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী, গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, হর্ষ নেওটিয়া সহ দেশ ও বিদেশের শিল্পপতি ও হাই কমিশনাররা উপস্থিত ছিলেন।

বিজনেস কনক্লেভেও বঞ্চনার প্রচার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার 'বিজনেস কনক্লেভ'কে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা ভোটে তাঁর সরকার ও দলের 'প্রচার মঞ্চ' হিসেবে বেছে নিলেন। রাজ্যে তাঁর আমলে সার্বিক উন্নয়নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার সঙ্গে দেশি-বিদেশি শিল্পপতি ও বণিক মহলের প্রতিনিধিদের সামনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এরাজ্যের প্রতি বঞ্চনার কথা তুলে ধরলেন তাঁর ভাষণে। আগামী বছরের শুরুতে রাজ্যের বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দিল্লির বঞ্চনা যে আবার তাঁদের প্রচারের অন্যতম প্রধান অস্ত্র হবে, তাও পরোক্ষে বোঝালেন তিনি। শিল্প সম্মেলন যে এই অভিযোগ তোলার প্রত্যক্ষ মঞ্চ হতে পারে না, সেটা বুঝেই 'কৌশলী' মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে উপস্থিত শিল্প ও ব্যবসায় জড়িত মানুষকে জানালেন, এত কিছুর মাঝেও তাঁর সরকারের অগ্রগতি এতটুকু বাধা পায়নি। শিল্পবান্ধব পরিবেশ ও পরিস্থিতি রয়েছে তাঁর সরকারের আমলে। সরকারি উদ্যোগে কোনও খামতি নেই। এ ব্যাপারে শিল্পপতিদের আস্থা অর্জনে তাঁর সরকার সফল হয়েছে বলেও জোরগলায় দাবি করেছেন তিনি।

তাঁর সরকার ও দলের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির অপপ্রচারের কথাও এদিন উঠে আসে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, 'এরা বাংলাকে বদনাম করতে কুৎসা করে।'

চপ-মুড়ি হাতে চাকরিপ্রার্থীরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চা ও ঘুগনি বিক্রির নিদানকে কটাক্ষ করে হাতে চপ-মুড়ির ঠোঙা, সিঙ্গাড়া ও কেটলি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন চাকরিপ্রার্থীরা। প্রতীকী আন্দোলন করে বৃহস্পতিবার এই নতুন চাকরিপ্রার্থীরা তুলে ধরলেন তাঁদের বঞ্চনার কথা। বুধবার ব্যবসায়ীদের সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, হাজার টাকায় দু'টি চায়ের কেটলি কিনে চা তৈরি করেও বড় ব্যবসায়ী হওয়া যায়। তাঁর কথার সূত্র ধরেই এদিন স্কুল সার্ভিস কমিশনের পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ইন্টারভিউতে সুযোগ না পাওয়া নতুন চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী বলছেন চপ-মুড়ি বিক্রি করতে। ওঁর কথা মেনে নতমস্তকে রাস্তায় নেমেছি। আমাদের হকের চাকরি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ঘুরপথে চাকরি পেলেই পুরো নম্বর। তার থেকে চপ, সিঙ্গাড়া বিক্রি করাই ভালো।' একই সঙ্গে বিকাশ ভবনের সামনে দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থানে এদিন এলেন মালদা নিবাসী ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীন চাকরিহারা শিক্ষিকা শুক্লা বিশ্বাস।

চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাসের সঙ্গে শুক্লা ও তাঁর পরিবার বিকাশ ভবনে শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শুক্লা জানান, মানবিকতার খাতিরে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁরা। আধিকারিকরা বিষয়টি খতিয়ে দেখারও আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাতিলের দাবিতে মিছিল করে নতুন চাকরিপ্রার্থী সন্দীপ কুণ্ডু বলেন, 'আমাদের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেয়েও অধিকাংশ ইন্টারভিউতে ডাক পাননি। অভিজ্ঞতার জন্য এসএসসি যদি অতিরিক্ত নম্বর দেয়, তাহলে নতুনদের পরীক্ষায় বসানোর কী অর্থ? ১ লক্ষ শূন্যপদ বাড়ানো হোক। নয়তো বেঁচে থাকার জন্য হাতে চপ-মুড়ি-চা নিয়েই বসে থাকতে হবে।' চাকরিহারা শিক্ষকদের যদিও পালটা দাবি, নতুনরা পরীক্ষার এই নিয়মের কথা আগেই জানতেন। পুরোনোদের সঙ্গে সংঘাতের বদলে তাঁদের উচিত বঞ্চনার কথা এসএসসির কাছে তুলে ধরা।

বঞ্চনার অভিযোগে সরব হয়েছেন বিশেষভাবে সক্ষমরাও। বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থানরত তোজ্জামেল শেখের অভিযোগ, '২০১৯ সালের গেজেটে একশো পয়েন্ট রোস্টার অনুযায়ী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য কোনওরকম সংরক্ষণ বা জাতভিত্তিক ভাগ করা হয়নি। শুধুমাত্র এসসি-এলডিসিপি ক্যাটিগোরির জন্য সংরক্ষণ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে জেনারেল, ওবিসি ও এসটি ক্যাটিগোরির শারীরিক প্রতিবন্ধীরা কোনওরকম সংরক্ষণ পাচ্ছেন না। তাই লিখিত পরীক্ষায় ৬০-এর মধ্যে ফুল মার্কস পেয়েও আমি চাকরি পাইনি।' জাতগত ক্যাটিগোরি না রেখে সব বিশেষভাবে সক্ষমের জন্য একই নিয়ম কার্যকর করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। তাঁদের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করুন। নয়তো টেট, এসএসসি সহ সমস্ত সরকারি পরীক্ষাতেই এভাবে বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকতে হবে।'

বিকাশ ভবনের মালদার শুক্লাও

চপ-মুড়ি হাতে আন্দোলনে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ফরেন্সিক সাহায্য নিচ্ছে সিট, কোর্টে পিছোল শুনানি

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : যুবভারতীর ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনের তরফেও তদন্তে যাতে কোনওরকম ত্রুটি না থাকে, সেই পদক্ষেপই করা হচ্ছে। তাই ওই দিন ঠিক কী কী ঘটেছিল, তার গোড়ায় যেতে চাইছেন সিটের তদন্তকারী আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই স্টেডিয়ামের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্ত এগোতে ফরেন্সিকের সাহায্য নিচ্ছেন সিটের প্রতিনিধিরা। এই ঘটনায় রাজনৈতিক তর্জা কম চলছে না। কোনওপ্রকার খামতি ছাড়াই পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকেও রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডিজি রাজীব কুমার, বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার মুকেশ, ক্রীড়াসচিব রাজেশ সিনহা শোকজের জবাবও জমা পড়েছে নবান্নে। তবে আদালতের নজরদারিতে তদন্ত চেয়ে মেসি কাণ্ডে যে তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল তা এদিন পিছিয়ে গিয়েছে।

এই ঘটনার সূত্রপাত সম্পর্কে জানতে চাইছে সিট। ঘটনার দিন কারা বিশৃঙ্খলা শুরু করেছিল, কোন জায়গা থেকে বোতল ছোড়া শুরু হয়েছিল, কাদের কাছে গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড ছিল, কত জন দর্শক ছিলেন ওইদিন, কারা প্রথম বোতল ছুড়েছিলেন সমস্তটাই জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, স্টেডিয়ামের নীচের টিয়ার থেকে প্রথমে বোতল ছোড়া হয়। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে যে ব্লক থেকে ঝামেলার সূত্রপাত তাঁদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। মাঠে উপস্থিত থাকা সকলের কাছে গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে সিট। ফরেন্সিক দল যে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেছে স্টেডিয়াম ঘুরে সেগুলিও খতিয়ে দেখা হবে।

ওই দিন যাঁরা সম্পত্তি ভাঙচুর করেছে তাঁদেরকে শনাক্তকরণ করার পদক্ষেপ শুরু করেছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ জানতে চাইছে, স্টেডিয়াম ভাঙচুরের পর যাঁরা বিভিন্ন সম্পত্তি নিয়ে বাইরে গিয়েছেন তাঁরা কারা? এদের শনাক্ত করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। বিভিন্ন সংস্থার কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আর এদিনই ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত তিনটি মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে অন্য শুনানি থাকায় রাজ্যের তরফে আইনজীবী হাজির ছিলেন না তাই মামলা পিছিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার মামলাগুলি শুনবে বলেছে হাইকোর্ট। আর এদিন এই ঘটনার জেরে সুনাম নষ্টের অভিযোগে লালবাজারে মেল করে অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের প্রধান উত্তম সাহার একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে দাবি করেন, শতদ্রু দত্তের পিছনে সৌরভের হাত রয়েছে। প্রাক্তন অধিনায়ককে প্রতারক বলেন ওই ব্যক্তি। এই অভিযোগে লালবাজারের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

যুবভারতী কাণ্ড

স্বেচ্ছা সম্পর্কে ধর্ষণ অভিযোগ গণ্য নয়

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : স্বেচ্ছায় দীর্ঘসময় ধরে প্রাপ্তবয়স্করা শারীরিক সম্পর্ক বজায় রেখেও পরবর্তী কালে বিয়ের প্রতিশ্রুতি পালন না হলে সেটা ধর্ষণের অভিযোগ হিসেবে গণ্য নয়। একটি মামলার রায়দানের সময় এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'শুধুমাত্র বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে তাকে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে সম্মতি বলা যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা দীর্ঘসময় ধরে যদি শারীরিক সম্পর্কে থাকেন, তাহলে পরবর্তীতে বিয়ে না হলে ধর্ষণের অপরাধ আনা যায় না।' এই যুক্তিতে এক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রাক্তন বান্ধবীর দায়ের করা মামলা খারিজের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

আবেদনকারী ও তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকার মধ্যে সমাজমাধ্যমে ২০১৫ সালে পরিচয় হয়। তারপর তা শারীরিক সম্পর্কে গড়ায়। পরবর্তীতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি ছড়িয়ে দেওয়া ও ধর্ষণের অভিযোগ এনে বীরভূমের সাইবার ক্রাইম থানায় ২০২১ সালে এফআইআর দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে ২০২৩ সালে ১৬ মে নিম্ন আদালত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে মামলা খারিজ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অভিযুক্ত আবেদনকারী।

তাঁর আইনজীবীর যুক্তি, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০২০ সালে তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকা অপর একজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর বিবাহিত জীবন যাতে ব্যাহত না হয়, তাই এই অভিযোগ এনেছেন। যদিও প্রাক্তন প্রেমিকার তরফে আইনজীবীর দাবি, মহিলার স্বামী ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে একাধিকবার তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বারণ করেছেন। আবেদনকারীর ফোনে থাকা ছবিও মুছে ফেলতে বলেছেন।

এই মামলারই রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি জানান, এফআইআরেই দু'জনের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের কথা স্বীকার করা হয়েছে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'সম্পর্ক স্বেচ্ছায় এগিয়েছিল। বিবাহ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সামনে আসতেই দ্বন্দ্ব শুরু হয়। প্রথম থেকেই আবেদনকারীর প্রতিশ্রুতি ভুয়ো ছিল তা প্রমাণ করা যায়নি। অভিযোগকারিণী ভয় পেয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন তেমনটাও নয়। বরং এটি প্রেমের সম্পর্কের স্বাভাবিক পরিণতি।' আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, শুধুমাত্র বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ধর্ষণ বলা যায় না। শুরু থেকেই বিয়ের অনিচ্ছা বা যৌন লালসা মেটাতে ভুয়ো প্রতিশ্রুতি যতক্ষণ না প্রমাণিত হয়। তাই নিম্ন আদালতের চার্জ গঠনের নির্দেশটিও খারিজ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের

মিনি পাকিস্তান বনাম বঙ্কিমদা

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : একদিকে প্রধানমন্ত্রীর 'বঙ্কিমদা', অন্যদিকে কলকাতা পুরসভার মেয়রের 'মিনি পাকিস্তান'। এই ইস্যুতেই বৃহস্পতিবার উত্তাল হল কলকাতা পুরসভা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী 'বঙ্কিমদা' বলায় নিন্দা প্রস্তাব আনা হয়েছিল কলকাতা পুরসভায়। ওই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর 'সাংস্কৃতিক আক্রমণ'-এর প্রতিবাদে সকলকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আলোচনায় শাসকদলের শেষ বক্তা মেয়র ফিরহাদ বলেন, 'ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। যাঁরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল হিন্দু মহাসভা।' এই মন্তব্যের পরই ফিরহাদের উদ্দেশে বিজেপি কাউন্সিলার সজল ঘোষ বলেন, 'আপনিও তো কলকাতার একটি অংশকে মিনি পাকিস্তান বলেছিলেন।'

সজলের এই মন্তব্যে মেজাজ হারিয়ে ফিরহাদ বলেন, 'যদি একটা ফুটেজ কোথাও দেখাতে পারেন যে, আমি মিনি পাকিস্তান উচ্চারণ করেছি, তাহলে আমি ইস্তফা দেবা। আমি মুসলমান। আমার দেশ ভারতবর্ষ। পাকিস্তান আমার শত্রু।' তখন বিরোধী বেঞ্চ থেকে বিজেপি কাউন্সিলার মীনাদেবী পুরোহিত পালটা চিৎকার শুরু করেন। ফিরহাদকে সামলাতে যান কাউন্সিলার তথা রাসবিহারীর বিধায়ক দেবাশিস কুমার। অন্যদিকে, মীনাদেবী পুরোহিতকেও বসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন সজল ঘোষ। এরপর চেয়ারপার্সন মালা রায় এক কাউন্সিলারকে গান করার অনুরোধ করেন। এরপরই অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়।

কলকাতা পুরসভায় তর্জা ববি-সজলের

এত আলো আগে দেখিনি... পার্ক স্ট্রিটে। - দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রশংসায় প্রণব বর্ধন

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো প্রকল্প স্থাবর সম্পদ তৈরি না করলেও মানবসম্পদ তৈরিতে বড় ভূমিকা নেয়। বুধবার এমন মন্তব্য করেছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন। একইসঙ্গে দিনে ১২ ঘণ্টা কাজের প্রস্তাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো ভাতা দেওয়ার প্রকল্প নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে নানা বিতর্ক শুরু হয়েছে। এমন সময়ে প্রণব বর্ধন জানিয়েছেন, মানবসম্পদের উন্নয়নে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প বড় ভূমিকা নিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, 'এই প্রকল্পের প্রাপ্ত অর্থে একটি শিশুর শিক্ষা ও খাদ্যের সংস্থান করতে পারেন কোনও মা।' তাঁর মতে, একে শুধু দানখয়রাতি ভাবলে ভুল করা হবে। এর মাধ্যমে মানবসম্পদ গড়ে তোলা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরিতে বড় ভূমিকা নিতে পারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প। মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মতো বিজেপিশাসিত রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প চালু হয়েছে। যাকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি।

প্রণব বর্ধন দীর্ঘদিন ধরেই নির্দিষ্ট আয়ের নীচে থাকা মানুষের হাতে অর্থ তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করে আসছেন। এদিন প্রণববাবু বলেন, 'স্বল্প মেয়াদে এই ধরনের প্রকল্প সুফল দিতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদের জন্য তিনি স্থায়ী কর্মসংস্থান তৈরির ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর আফসোস, এর জন্য যে পরিকাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন, তা নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলেরই কোনও মাথাব্যথা নেই।'

এর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি রাজ্যে চালু হওয়া ১২ ঘণ্টা কাজের শিফট নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন এই অর্থনীতিবিদ। তাঁর মতে, অতিরিক্ত কাজের চাপ শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, যা দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। একইসঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যতে কাজের সুযোগ কেড়ে নিতে পারে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এই অর্থনীতিবিদ।

জিএসটি নিয়ে অমিতের ওপর ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : জিএসটি ব্যবস্থা চালু করায় রাজ্য সরকারের লোকসান হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে এই কারণের জন্য রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা প্রধান উপদেষ্টা অমিত মিত্রর ওপর কিছুটা ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি বাবদ প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু রাজ্য সরকার তার প্রাপ্য পায় না। এই নিয়েই অমিত মিত্রর ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে মমতা বলেন, 'এখন আর রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোনও কর নেই। দেশে শুধুমাত্র একটাই কর আছে জিএসটি। জিএসটি যখন এসেছিল, প্রথমে সকলে ভেবেছিল রাজ্যগুলির ভালো হবে। এই অমিত মিত্র আমাকে বলেছিলেন, অভিন্ন কর কাঠামো হলে রাজ্যের উপকার। এখন ওঁকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। ২০ হাজার কোটি টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে আমার রাজ্য থেকে। এর উত্তর দিতে হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী যখন এই কথা বলছিলেন, তখন অমিতবাবু মঞ্চেই ছিলেন। বিজনেস কনক্লেভের প্রারম্ভিক ভাষণও তিনি দেন। কিন্তু যখন মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলছিলেন, কিছুক্ষণ থমকে যান অমিতবাবু। মমতার প্রশ্নের জবাবে অমিত মিত্র বলেন, 'সংসদে কেন্দ্র জানিয়েছে, জিএসটিতে ২ লক্ষ কোটি টাকা প্রতারণা হয়েছে।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী পালটা বলেন, 'আপনি বলছেন ২ লক্ষ কোটি, কত লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে, কে জানে! আপনিই বলুন, জিএসটিতে লাভ হয়েছে নাকি ক্ষতি?'

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন মমতা। জিএসটি থেকে প্রাপ্য অর্থও কেন্দ্র দেয় না বলে মুখ্যমন্ত্রী খোদ বিধানসভায় অভিযোগ করেছেন। এদিন তিনি ফের এই ইস্যুতেই সরব হলেন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২১০ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ পৌষ ১৪৩২

দাওয়াই নিয়েও প্রশ্ন

যুবভারতীর বিশৃঙ্খলায় পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত যা হওয়ার তা তো হয়েই গিয়েছে। তার ওপর ওই ঘটনার ৭২ ঘণ্টা পর নিরপেক্ষ তদন্তের যুক্তি দেখিয়ে ক্রীড়া দপ্তর থেকে অরূপ বিশ্বাসের অব্যাহতি আরও হাস্যকর। 'ফুটবলের রাজপুত্র' লিওনেল মেসির কোমর ঘেঁষে সারাক্ষণ দাঁড়ানোর কারণে নেট দুনিয়ায় তিনি এখন 'ছবি বিশ্বাস' নামে সমালোচিত। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর ভূমিকাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।

এই চরম বিশৃঙ্খলার দায় এড়াতে পারেন না পুলিশ ও প্রশাসনের বড় কর্তারাও। তাঁদের কয়েকজনকে শোকজের মধ্যে তাই অস্বাভাবিক বা অসংগতি কিছু নেই। শোকজের সেই তালিকায় আছেন ডিজিপি রাজীব কুমার, বিধাননগরের সিপি মুকেশ কুমার। বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশের এডিসি অনীশ সরকারের বিরুদ্ধে। ফুটবল পাগল কলকাতা ও বাঙালির পরিচিতি সর্বজনবিদিত। সেই কলকাতার যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠান পণ্ড হয়ে যাওয়া লজ্জাজনক বৈকি।

বিশৃঙ্খলার কারণে মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছানোর আগেই অনুষ্ঠান ভন্ডুল হয়ে যায়। মেসির নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে নিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান। মুখ্যমন্ত্রী যদিও তড়িঘড়ি মেসি এবং ফুটবলপ্রেমীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গড়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বিশৃঙ্খলার জন্য দোষী কারা- মুখ্যমন্ত্রীর কমিটির রিপোর্টে কি তার উত্তর মিলবে? কমিটি কি পারবে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশ করতে?

বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার অধিনায়ককে একঝলক দেখার জন্য যুবভারতীতে সেদিন সকাল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় ছিলেন হাজার হাজার মেসিভক্ত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য তো বটেই, প্রতিবেশী নেপাল থেকেও এসেছিলেন মেসির অনুরাগীরা। হোটেলে নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচি সেরে মেসি স্টেডিয়ামে পৌঁছানো মাত্র তাঁর সঙ্গে সেলফি তোলা, তাঁর গা ঘেঁষে থাকার জন্য রাজ্যের দুই মন্ত্রী, তাঁদের পরিবার, তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য কয়েকজন নেতা এবং পুলিশ আধিকারিকদের কার্যত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়।

'ফুটবলের রাজপুত্র'-কে সামনে থেকে একবার দেখার জন্য ২৫-৩০ হাজার টাকা দিয়েও কেউ কেউ টিকিট কেটেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, অতিরিক্ত পাওনা হিসেবে মেসির বাঁ পায়ের জাদুও একটু-আধটু দেখার সুযোগ মিলবে। কিন্তু মেসির চারপাশে জনারণ্যে সেসব কিছুই জোটেনি তাঁদের ভাগ্যে। বদলে জুটেছে পুলিশের লাঠি। যুবভারতী মাঠে আমন্ত্রিতের তালিকায় ছিলেন মাত্র বারোজন। সেখানে অত মানুষের মাঠে ঢুকে পড়াটাই বিস্ময়কর।

কলকাতা ব্যর্থ হলেও কিন্তু হায়দরাবাদ, মুম্বই ও দিল্লিতে মেসির অনুষ্ঠান পুরোপুরি সফল হয়। ফলে সমালোচনা, নিন্দার ঝড় উঠেছে বাংলায়। শুধু বিরোধীরা নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষ গর্জে উঠেছেন। মেসিকে নিয়ে রাজ্যের দুই মন্ত্রীর দড়ি টানাটানি থেকেই গণ্ডগোলের সূচনা বলে খবর বেরিয়ে এসেছে। ফলশ্রুতিতে তিন ঘণ্টা ধরে তাণ্ডবে কোটি কোটি টাকার লোকসান হয়েছে।

১৯৭৭-এ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে কলকাতায় এসেছিলেন ফুটবল সম্রাট পেলে। তারপর বিভিন্ন সময়ে এসেছেন মারাদোনা, অলিভার কান, রোনাল্ডিনহো সহ বহু কিংবদন্তি। যুবভারতীর মতো ঘটনা এর আগে কখনোই ঘটেনি। মুখ্যমন্ত্রী গঠিত তদন্ত কমিটি ইতিমধ্যে মাঠ পরিদর্শন করেছে। আয়োজক সংস্থার প্রধান শতদ্রু দত্তকে ঘটনার পরপরই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ভাঙচুরের অভিযোগে পরে আরও ছ'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তৃণমূলের একাংশ বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেও ঘাসফুল শিবিরেই অরূপ-সুজিতের ভূমিকার নিন্দা করা হচ্ছে। দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বিরোধীদের বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে যুবভারতীর ঘটনা। যা আগামী নির্বাচনের আগে তৃণমূলের পক্ষে অস্বস্তির কারণ হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দলের কেউ দুষ্টুমি করলে তাঁর কাছে দুষ্টু মিষ্টি ওষুধ আছে। প্রশ্ন হল, সেই ওষুধে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীর এই মারাত্মক ব্যাধি সারবে তো?

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

মহাশ্বেতা জন্মশতবর্ষে বাঙালি চুপ কেন?

গত ১৪ জানুয়ারি-আসন্ন ১৩ জানুয়ারি, মহাশ্বেতা দেবীর জন্মশতবর্ষ। বাংলায় এ নিয়ে এখনও কোনও সাড়াশব্দ নেই।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের পরে বিংশ শতাব্দীর সেকেন্ড হাফে মাঠে নেমে বাংলাভাষার কোন 'লেখক' নিজেই একটি আস্ত 'সাহিত্য' হয়ে উঠেছিলেন? এই লেখকের উত্তর, মহাশ্বেতা দেবী। এই উত্তরের সঙ্গে যাঁরা দ্বিমত পোষণ করেন, হাত তুলুন! আর্জেন্টিনীয় সাহিত্যিক, হোর্হে লুই বোর্হেজ-কেও এরকম ভাবা হয়। ১১ মাস কেটে গেলেও এমন সিংহবিক্রমী বাঙালি লেখক-সমাজকর্মী, মহাশ্বেতা দেবীর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের তেমন কোনও উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই বাংলায়! বাংলাদেশের খবর জানি না। কিন্তু বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের একটু লজ্জায় ফেলছে না কি? মহাশ্বেতা দেবী জন্মেছিলেন, ১৯২৬-এর ১৪ জানুয়ারি। সেই হিসেবে ২০২৫-এর ১৪ জানুয়ারি থেকে ২০২৬-এর ১৩ জানুয়ারি, বছরজুড়েই তাঁর জন্মশতবর্ষ। কিন্তু বাংলায় এই শতবর্ষ উদযাপনের এখনও পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেই, সাড়াশব্দ নেই। অনেক হতাশার মাঝে এ নিয়েও ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে মহাশ্বেতা দেবীর অসংখ্য ভক্তমহলে, পাঠককুলে।

শুধু বাংলার নয়, এমনকি শুধু ভারতবর্ষে বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেই নয়, মহাশ্বেতা দেবী গোটা বিশ্বেরই একজন অন্যতম প্রধান 'লেখক তথা সমাজকর্মী' হিসেবে বিবেচিত হন। জীবদ্দশায়ই ইউরোপ-আমেরিকার ভারত বিষয়ক স্কলারদের কাছে তিনি প্রায় কিংবদন্তী এবং ভারতীয় প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে তিনি 'দিদি', 'মারাং দাই' হয়ে উঠেছিলেন। শ্রদ্ধা ও আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হবে, এটাই প্রত্যাশিত ছিল। জন্মশতবর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বাঙালি সাহিত্যপ্রেমীরা নিবিড়ভাবে তাঁর সাহিত্যের শাস্ত্রীয় ভাস্কর্য এবং ভারতীয় সাহিত্যের নতুন দিগদর্শনে মেতে উঠবেন, এটাই তো প্রত্যাশিত ছিল।

এতদিনে এটা তো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ঋত্বিক ঘটক, মণীশ ঘটক ও শচীন চৌধুরীর উত্তরসূরি, অরণ্যের অধিকারের প্রবক্তা, হাজার চুরাশির মা'র কণ্ঠ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বরেণ্য ঢাকাইয়া বাঙালি, বিশিষ্ট ভারতীয় সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী, মহাশ্বেতা দেবী শুধু বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ নয়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধজুড়েই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সমসাময়িক জনজীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে যে সাহিত্য, তার অন্যতম মহীরুহসম প্রতিনিধি হয়ে ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা আমাদের মা-বাবারা পড়তেন, আমরা পড়ি, আমাদের পরের প্রজন্ম শুধু নয়, তারপরের সময়ের কিশোর-কিশোরীরাও 'ঝাঁসির রানী', 'অরণ্যের অধিকার', 'হাজার চুরাশির মা' পড়েন। এটা নতুন করে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকের অনুবাদের সুবাদে মহাশ্বেতা দেবীর লেখা ইংরেজি-হিন্দি থেকে শুরু করে সুইডিশ, জার্মান, জাপানি, ফরাসি, ইতালীয়, তামিল, কন্নড়, মারাঠি, তেলুগু, গুজরাটি, ওডিশা, অসমিয়া এমনকি হো বা লেপচার মতো জনজাতির পাঠকরাও পড়েন। গোটা পৃথিবীজুড়ে এখনও পর্যন্ত অন্তত চারটি প্রজন্ম মহাশ্বেতার পাঠক। লেখা ও সমাজকর্ম মহাশ্বেতার কাছে পূর্ণ সময়ের 'কাজ' ছিল, অবসর বিনোদন বা রোমান্স নয়! বলা যায়, তিনি 'আর্ট ফর আর্ট সেক' নয়, 'আর্ট ফর পিপলস সেক'- তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন! এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত মহাশ্বেতা দেবী রচনাবলীর ২৫টি খণ্ড তার প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন হল, মহাশ্বেতা দেবী কেন বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সংসারে গুরুত্বপূর্ণ? এর উত্তর ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের দিকপালরা ভালো জানেন। এই লেখকের মতে, আমরা যদি প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের লেখা 'আলালের ঘরের দুলাল' দিয়ে শুরু করি তাহলে বাংলা উপন্যাসের ১৬৭ বছর বয়স হল। তারপর ১৮৬৫-তে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী এসেছে। পরপর উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, সতীনাথ ভাদুড়ি, সুবোধ ঘোষের মতো শক্তিমান ঔপন্যাসিকেরা বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। তবুও অনেকেই বলেন, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে রাজ করেছেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্য তো জমে গেল, ওই বিংশ শতাব্দীর সেকেন্ড হাফে। এই যুগে দাপটের সঙ্গে 'ঝাঁসির রানী' নিয়ে আবির্ভূত হলেন ঢাকাইয়া মহাশ্বেতা দেবী। একের পর এক ব্যতিক্রমী লেখা, ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজ-জনজাতি-জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাস ও গল্প নিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের নতুন টেরোড্যাকটিল, বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের সেরা গণ-লেখিকা। এবার বলা হল, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ যদি তারাশঙ্করের হয়, তাহলে দ্বিতীয়ার্ধ মহাশ্বেতা দেবীর ইনিংস। বলা হয়, মহাশ্বেতা দেবী এসে বাংলা সাহিত্যের সীমানা সম্প্রসারিত করলেন, পালটে দিলেন সাহিত্যের তথাকথিত ভূগোল! তো, বাংলা সাহিত্যের এই বীরাঙ্গনার জন্মশতবর্ষ আমরা সেলিব্রেট করব না তো কী করব?

মহাশ্বেতার আগে রমাপদ চৌধুরীর 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ', তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'-এও আদিবাসীদের 'জীবন' আছে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে সেই জীবন 'জীবন্ত' হয়ে উঠে এসেছিল। আমরা আদিবাসী-জীবনের মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি ও তাঁদের ঐতিহাসিকতা বুঝেছিলাম। আমরা বুঝেছিলাম, এই আদিবাসীদের বা প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে কারা রাজনীতিটা করেন! মহাশ্বেতার সাহিত্যের এই অন্তর্দৃষ্টি ভারতের ঐতিহ্য-ইতিহাস, লোকজীবন, উপকথা, মৌখিক সাহিত্যকে বলা যায়, প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছে। এটা শুধু বাংলায় নয়, ভারত তথা আন্তর্জাতিক মহলে মহাশ্বেতা দেবীকে অনন্য করে তুলেছে। ফলে সকলেই জানেন, ভারতের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, পদ্মশ্রী, পদ্মবিভূষণ, জ্ঞানপীঠ থেকে শুরু করে ফিলিপিন্সের রামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার, ফরাসি সরকারের অফিসার অফ দি অর্ডার অফ আর্টস অ্যান্ড লেটার্স অ্যাওয়ার্ড, সার্ক সাহিত্য পুরস্কারের মতো বহু পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। ২০০৯-এ মহাশ্বেতার নাম ম্যান বুকার ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কারের জন্যও বিবেচিত হয়েছিল। যদিও ১৯৯৭ সালে দিল্লিতে, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার তুলে দিতে গিয়ে, নেলসন ম্যান্ডেলা মহাশ্বেতাকে বলেছিলেন, 'এসব পুরস্কারে আমাদের কী আসে যায়'!

পুরুলিয়া-মেদিনীপুরের লোধা-শবর বা ভারতের 'ডিনোটিফাইড ট্রাইব'-দের 'ডিএনটি' তকমা ঘোচানোর জন্য গণেশ দেবী ও লক্ষ্মণ গায়কোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর আন্দোলন না হলে আজকেও এ দেশের ৪০০-রও বেশি জনজাতি গোষ্ঠীর কপালে অপরাধপ্রবণ আদিবাসীর কালোদাগ থাকত! মহাশ্বেতা দেবীর হস্তক্ষেপ না থাকলে বুধন শবর হত্যার বিচার, চুনি কোটালের আত্মহত্যার বিচার হত কি না সন্দেহ! এজন্য তিনি আদিবাসীদের 'মারাং দাই' হয়ে আছেন। মহাশ্বেতা দেবী নিজেই বলেছিলেন, 'খেরিয়া-শবর সমিতিই আমার জীবনের শেষ বাস স্টপ'! ভারতে কোনও বাঙালি ব্রাহ্মণ নারীকে এদেশের আদিবাসীরা ধর্মনিরপেক্ষভাবে মা ডেকেছেন, এটা নজিরবিহীন! সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন ও তারপর ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনেও মহাশ্বেতা দেবীর ভূমিকা সবাই জানেন। এসব সামাজিক-রাজনৈতিক সক্রিয়তা আর সাহিত্য নিয়েই মহাশ্বেতা দেবীর জীবন। ফলে সব মিলিয়েই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তিনি আলোচিত হন; আমাদেরও তাঁকে সেভাবেই বুঝতে হবে, চিনতে হবে, জানতে হবে!

মহাশ্বেতা দেবী আরেকটি যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল, বাংলা ভাষার একঝাঁক তরুণ লেখককে তিনি ভিন্নধারার সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে নলিনী বেরা, অমর মিত্র, অভিজিৎ সেন, কিন্নর রায় উল্লেখযোগ্য। মহাশ্বেতা দেবীর উদ্যোগেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি, মনোরঞ্জন ব্যাপারী একজন সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। এও বলা হয় মহাশ্বেতার কাজ থেকে প্রেরণা পেয়েই বিশ্বখ্যাত চিন্তাবিদ, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর পৃথিবীবিখ্যাত থিসিস, Can Subaltern Speak রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। মহাশ্বেতা তাই লেখকদের আদর্শ, সমাজকর্মীদেরও কাছে সমানভাবে বরেণ্য। তাই বাংলার প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, প্রতিটি সারস্বত চর্চাকেন্দ্রে, প্রতিটি পত্রিকা দপ্তরে, প্রকাশনে এমনকি ভারতের সংসদেও মহাশ্বেতা দেবী জন্মশতবর্ষ যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপিত হওয়া উচিত। অন্তত আগামী কিছুদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলার প্রতিটি জনপদে পালিত হোক, মহাশ্বেতা জন্মশতবর্ষ!

জয়া বচ্চন, অনুপম খের অভিনীত গোবিন্দ নিহালনির 'হাজার চৌরাশি কি মা' (১৯৯৮), ডিম্পল কাপাডিয়া, রাখী গুলজার, রাজ বব্বর, আমজাদ খান অভিনীত কল্পনা লাজমির 'রুদালি' (১৯৯৩) সহ সংঘর্ষ (১৯৬৮), বায়েন (১৯৯৩), মাটি মায় (২০০৬), উল্লাস (২০১২)-এর মতো ভিন্নমাত্রার সিনেমাগুলোও মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকে অনেক বেশি মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছিল। অনেক তথ্যচিত্র সহ তাঁর জীবন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র, অরিন্দম শীলের 'মহানন্দা'-ও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

২০১৬-র ২৮ জুলাই, ৯০ বছর বয়সে মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণ ঘটে। ১৯৫৬ সালে, ৩০ বছর বয়সে ঝাঁসির রানী প্রকাশের পর থেকেই তিনি বিখ্যাত হতে শুরু করেন। তারপর একে একে নটী, কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭), হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪), অরণ্যের অধিকার (১৯৭৭), চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর (১৯৮০), টেরোড্যাকটিল পূরণ সহায় ও পিরথা (১৯৮৯), মার্ডারের মা (১৯৯২), রুদালি (১৯৯৩) এবং এরকম প্রায় শতাধিক উপন্যাস ও ২০০-রও বেশি গল্প এবং প্রচুর রিপোর্তাজধর্মী লেখায় ও আদিবাসীদের জন্য তাঁর জীবনভর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মধ্যে বেঁচে ছিলেন, বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন!

(সামাজিক-নৃতত্ত্বের গবেষক ও সাহিত্যকর্মী)

আজ

১৮৭৩

বিখ্যাত চিকিৎসক স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৩৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন দেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল।

আলোচিত

যদি কেউ একটা ভিডিও বা বক্তব্য দেখাতে পারে যে, আমি কলকাতাকে 'মিনি পাকিস্তান' বলেছি, তাহলে আজই ইস্তফা দেব। আমি মুসলমান হতে পারি, কিন্তু আমার দেশ ভারত। পাকিস্তান আমার শত্রু। এই ধরনের মন্তব্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আঘাত করে।

- ফিরহাদ হাকিম

ভাইরাল/১

'রাজা সাহেব' সিনেমার গানমুক্তি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন নিধি আগরওয়াল। হায়দরাবাদের লুলু মল থেকে বেরোনোর সময় চিঁড়েচ্যাপ্টা অবস্থা দক্ষিণী নায়িকার। ভক্তরা ছবি তুলতে তাঁর গায়ে ঢলে পড়েন। কোনওক্রমে তাঁকে গাড়িতে তোলা হয়।

ভাইরাল/২

হিমাচলে অলৌকিকভাবে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পর্যটকদের। পাহাড়ে বাসটি পার্ক করা হয়েছিল। পর্যটকরা বাসে ওঠার সময় হঠাৎ সেটি পিছনে গড়াতে গড়াতে খাদের দিকে এগোয়। ভয়ে কয়েকজন বাইরে লাফান। ভিতরে অন্যরা চিৎকার করতে থাকেন। কয়েকটি গাছে বাসটি আটকে যাওয়ায় রক্ষে।

জনমন জনমত

ঝুঁকে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি

ইসলামপুর শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং জনপ্রিয় বাসস্টপ পিডব্লিউডি মোড়। এই মোড়ের রাস্তা দিয়ে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের চলাফেরা। বাসযাত্রীরা তো বটেই, ছাত্রছাত্রীরাও যাতায়াত করে এই রাস্তা দিয়ে। এই মোড়ে চায়ের আড্ডা চোখে পড়ার মতো। এককথায়, খুব ব্যস্ত এই মোড়।

জনসাধারণের এই প্রিয় মোড়ে প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের ইলেক্ট্রিকের বহু পুরোনো মরচে ধরা লোহার পোল তারসমেত অর্ধেক হেলে রয়েছে ভয়ংকরভাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের তরফে সেই মরচে পড়া লোহার পোল সরাতে কোনও প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় প্রশাসন নির্বিকার দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে পড়ি।

পম্পা দাস, থানা কলোনি, ইসলামপুর।

গ্রন্থাগারে জেলার কবি-সাহিত্যিকদের বই রাখা উচিত

পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় বইমেলা শুরু হয়েছে। এই মেলা জেলার কবি ও সাহিত্যিক সহ বইপ্রেমী পাঠকদের কাছে যেন দুর্গোৎসব। কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁদের সারাবছরের সাহিত্যচর্চার ফসল পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন এবং জেলার বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিন স্টলে সেগুলো ম্যাগাজিনের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। পাশাপাশি জ্ঞানপিপাসু পাঠককুল তাঁদের চাহিদার বই হাতের নাগালে পেয়ে যান। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, জেলার সরকারপোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোর অধিকাংশ জেলার কবি ও সাহিত্যিকদের প্রকাশিত সেইসব পুস্তক ক্রয়ের ব্যাপারে উৎসাহ দেখান না। স্কুলের গ্রন্থাগারগুলিও মেলায় বই কিনতে আসে না অর্থের জোগান না থাকায়। জেলার কবি ও সাহিত্যিকদের প্রকাশিত বই জেলার প্রতিটি সরকারপোষিত গ্রন্থাগার ও স্কুলে থাকা উচিত বলে মনে করি। তাতে বর্তমান প্রজন্মের পাঠক সেইসব বই যেমন নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগ পাবেন, তেমনই পরবর্তী প্রজন্মের পাঠক জানতে পারবেন জেলার কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনী সম্পর্কে।

সরকারপোষিত গ্রন্থাগারগুলোর পরিচালন সমিতির কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। অভিজ্ঞতায় লক্ষ করেছি, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিলেও তা মানা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যা খুবই হতাশাজনক।

অমিয়কুমার চৌধুরী, বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।

রাজনীতির আয়নায় আমাদের 'বন্দে মাতরম'

একবিংশ শতকেও ভারত ধর্মান্ধতায় নিমগ্ন। যে ধর্মান্ধতার জন্য 'বন্দে মাতরম' আক্রান্ত হয়েছে।

পরিমল দে

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়। সেই ধর্মের ভূত আমাদের তাড়া করে চলেছে আজও। ৭ ডিসেম্বর ব্রিগেডে হল পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। পালটা, লক্ষ কণ্ঠে কোরান পাঠের হুংকার শোনা গেল। গান্ধিজি বলেছিলেন, ধর্ম ছাড়া রাজনীতি হয় না। গান্ধিজি কথিত সেই ধর্ম হল সত্য ও নৈতিকতা। গীতা অন্তরাত্মার নীরব নিভৃত একক পাঠ ও আত্মোপলব্ধির বিষয়। কিন্তু ভোট এলে ব্রিগেডে যে গীতা পাঠ হয়, তা আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। একবিংশ শতকে ভারত ধর্মান্ধতায় নিমগ্ন। যে ধর্মান্ধতার জন্য 'বন্দে মাতরম' আক্রান্ত। যে বন্দে মাতরম ও ভারতবর্ষ আসলে সমার্থক। সেই বন্দে মাতরম আজ ভারতের সংসদে বিতর্কের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করে যে সংসদের গরিমা নষ্ট করলেন।

মূল বন্দে মাতরমের পুরোটা জাতীয় গান হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়ী করেছেন কংগ্রেস, মহাত্মা, জওহরলাল নেহরু, এমনকি পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সংবিধান অনুযায়ী ভারত কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ। অথচ হিন্দু দেবদেবীর জয়ধ্বনি রয়েছে বলে বন্দে মাতরম-এর পুরো অংশটি জাতীয় গান হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি বলে বিজেপির অভিযোগ।

বন্দে মাতরম গানটি স্বরলিপি সহ প্রথম প্রকাশিত হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের 'বালক' পত্রিকায়। ১৮৯৬-এ ঠাকুরবাড়ির কাছে বিডন স্কোয়ারে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রথম দিন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে গানটির

প্রথম দুটি স্তবক গেয়েছিলেন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'তখন কবির কণ্ঠ ছিল যেমন মিষ্ট, তেমনই তীক্ষ্ণ। সে যুগে মাইক্রোফোন আবিষ্কৃত হয় নাই। কবির কণ্ঠ প্যান্ডেলের দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত শোনা গিয়েছিল।'

গিরিজাশংকর রায় চৌধুরীর 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশি যুগ' বইটির সূত্রে জানা গেল, ১৮৯৩-এ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের পায়ের কাছে বসে রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরমের দুটি স্তবকই তাঁকে শুনিয়েছিলেন। এটাও সত্য যে মহম্মদ আলি জিন্না বন্দে মাতরম গানটির কঠোর বিরোধিতা করেছিলেন প্রথম দুটি ছাড়া বাকি স্তবকগুলিতে হিন্দু দেবদেবীর জয়ধ্বনি থাকায়। অন্যদিকে, গান্ধিজির মত ছিল, প্রথম দুটি স্তবক পৃথিবীর যে কোনও দেশের জাতীয় সংগীতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। ১৯৩৭-এর ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বন্দে মাতরমের যে অংশে হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ আছে, তা নিয়ে আলোচনা হয়। মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের উপস্থিতিতে সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতামত গ্রহণ করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন পণ্ডিত নেহরু। সর্বধর্ম ও বহুত্ববাদকে স্মরণে রেখে রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরমের প্রথম দুটি স্তবককে জাতীয় গান হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মত দেন।

এই চিন্তনের মধ্যে সেকালের জাতীয় নেতৃবৃন্দের এবং রবীন্দ্রনাথের মতো দার্শনিকের বাস্তববোধ প্রতিফলিত হয়েছে। সংসদে প্রধানমন্ত্রী ইংল্যান্ডের 'গড সেভ দি কিং' জাতীয় সংগীতটির উল্লেখ করে পরোক্ষে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছেন। তবে কি তিনি জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা' নিয়েও প্রশ্ন তুলতে চাইছেন? ধর্মান্ধতার অন্ধকার দেশে। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ/ যাঁরা অন্ধ সবচেয়ে বেশি চোখে দেখে তারা।'

(লেখক গান্ধিবাদের গবেষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২২

পাশাপাশি : ১। লেখার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৩। যা দিয়ে বৃত্তাসুর বধের অস্ত্র তৈরি হয় ৫। পঞ্চতীর্থের অন্যতম ৬। অস্থির, ব্যাকুল, অসহিষ্ণুতা ৮। উন্নত প্রজাতির ভেড়া ১০। দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা সংশয় ১২। দুই পক্ষের বিবাদ মীমাংসা ১৪। অভিরুচি, খেয়াল ১৫। একগুঁয়ে বা বলবান ১৬। গুরুতর বা বিপজ্জনক।

উপর-নীচ : ১। কাজ শুরু বা আরম্ভ ২। আকারে খুব বড় এবং ভারী ৪। স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন বা চিন্তাশীল ব্যক্তি ৭। একজন অপ্সরা, ফলের নামও হতে পারে ৯। মাটি কেটে উঁচু করে রাখা ১০। ঘাস দিয়ে তৈরি পর্দা ১১। কৃষ্ণসার হরিণের চামড়া ১৩। চোখে দেখা বা প্রত্যক্ষ করা।

সমাধান ■ ৪৩২১

পাশাপাশি : ১। চাকতি ৩। খিদমত ৪। তল্লাট ৫। কেপমারি ৭। লাখ ১০। কলা ১২। কানপাতা ১৪। পশম ১৫। সন্ধ্যারতি ১৬। নব্বই।

উপর-নীচ : ১। চারতলা ২। তিতলি ৩। খিটকেল ৬। মানিক ৮। খনন ৯। সীতাপতি ১১। লাগসই ১৩। আমন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলার বকেয়ায় নিরুত্তর কেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিনের বকেয়া অর্থপ্রদানের প্রশ্নে কেন্দ্রের অবস্থান এখনও ধোঁয়াশাতেই রইল। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বাংলাকে টাকা দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি কেন্দ্র। এ কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তাঁর বক্তব্যেই ধরা পড়েছে পরস্পর বিরোধিতা। বৃহস্পতিবার লোকসভায় বিকশিত ভারত–গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা 'জি রাম জি' বিল পাশ হওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে শিবরাজ একদিকে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্প চালু করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।' কিন্তু মনরেগার বকেয়া অর্থপ্রদান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'টাকা দেওয়ার বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তদন্ত শেষ হওয়ার পর যে টাকা ন্যায্য বলে বিবেচিত হবে, শুধু সেই টাকাই পাবে পশ্চিমবঙ্গ।' অর্থাৎ কেন্দ্র-রাজ্য চাপানউতোরের দীর্ঘ অধ্যায়ের শেষে কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হল তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলার বকেয়া পাওনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই থাকবে।

গগনযান '২৭-২৮ সালে

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : আত্মনির্ভর ভারত মানববাহী মহাকাশযান 'গগনযান' মিশনের প্রস্তুতির একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে। মিশনের লক্ষ্যমাত্রা ২০২৭-২৮ সাল। ওই অভিযানে তিন মহাকাশচারীকে পাঠাবে ভারত। এজন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ভারতের তৈরি রকেট ও মডিউল। বৃহস্পতিবার সংসদে এই তথ্য দিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি জানিয়েছেন, ২০৩৫-এর মধ্যে ভারত মহাকাশে অন্তরীক্ষ স্টেশন তৈরি করে ফেলবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইসরোর তরফে প্রয়োজনীয় কঠিন পরীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। জিএসএলভি এমকে-৩-এর উন্নত সংস্করণ এইচএলভিএম৩। গগনযানে এটাই ব্যবহার হচ্ছে। সেজন্য উড়ানের আগে এর প্রপালশনের উপাদান, কাঠামোগত অংশগুলি নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতার মান পূরণের পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়েছে। সফল হয়েছে বাকি পরীক্ষাতেও। এমনকি ক্রু এস্কেপ সিস্টেম (সিইএসও) পরীক্ষাও হয়েছে। এই সিস্টেমে মহাকাশযানে কোনও সমস্যা হলে প্যারাসুটের সাহায্যে মহাকাশচারীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যাবে। সেই পরীক্ষাও সম্পূর্ণ হয়েছে। দেশীয় ইঞ্জিন মহাকাশচারীদের নিয়ে যেতে প্রস্তুত কি না, তা পরীক্ষা করতে এটি ১৪ হাজার সেকেন্ডের জন্য চালানো হয়েছিল। পরীক্ষায় ইঞ্জিন পুরো নম্বর নিয়ে সফল হয়েছে। মহাকাশে তেরঙা ওড়ানো এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

স্ট্যাচু অফ ইউনিটি-র ভাস্কর প্রয়াত

লখনউ, ১৮ ডিসেম্বর : চলে গেলেন বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তির কারিগর রামভাঙ্জি সুতার। বুধবার নয়ডায় নিজের বাসভবনে কিংবদন্তি ভাস্কর মারা গিয়েছেন। বয়স হয়েছিল ১০০। গুজরাটে 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি'-র প্রধান নকশাকার-শিল্পী রাম সুতার শুধু সর্দার প্যাটেল নন, মহাত্মা গান্ধি, আম্বেদকরের কালজয়ী ভাস্কর্য গড়েছেন, যার মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট ভারতীয় শিল্পকলার অনুপম দিকগুলি। শিল্পীর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

লিলির মধ্যে বক যথা... *বৃহস্পতিবার মরিগাঁওতে।*

খুলনা, রাজশাহির ভিসা কেন্দ্রেও তালা

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে উগ্র ভারত বিরোধিতার অস্ত্রে ক্রমাগত শান দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে। তার জেরে 'মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাসে' প্রশ্নের মুখে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। ভারতীয় আধিপত্য বিরোধী জুলাই ৩৬ মঞ্চের ডাকে ভারতীয় হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভের জেরে বৃহস্পতিবার খুলনা ও রাজশাহির ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জানানো হয়েছে, 'বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে আজ রাজশাহি ও খুলনার ভারতীয় ভিসা আবেদনকেন্দ্র বা আইভিএসি বন্ধ থাকবে। যাঁরা এদিন স্লট বুক করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিলেন তাঁদের পরে কোনওদিন স্লট দেওয়া হবে।' তবে এদিন ঢাকার ভিসা কেন্দ্রটি ফের চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশে মোট ৫টি ভিসা কেন্দ্র রয়েছে। বাকি দুটি রয়েছে চট্টগ্রাম ও সিলেটে।

এদিকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন সংসদের বিদেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর ভারতের জন্য বর্তমানে ভারতের কাছে সবথেকে বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছে। কমিটির মতে, পরিস্থিতি সার্বিকভাবে অরাজকতার দিকে না গেলেও ভারতকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কেন্দ্রকে কমিটির তরফে একাধিক সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে অসন্তোষ কীভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে, চরমপন্থী ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির উত্থান কীভাবে হচ্ছে তার পাশাপাশি চিন ও পাকিস্তানের প্রভাব বৃদ্ধি এবং শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগের আধিপত্য ভেঙে পড়ার দিকে নজর রাখতে বলেছে কমিটি। থারুরের কমিটি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভারত যদি এই পরিস্থিতিতে সময় থাকতে পদক্ষেপ না করে ঢাকায় রণকৌশলগত দিক থেকে ব্রাত্য হয়ে পড়বে।

কমিটি বলেছে, ভারতকে শুধুমাত্র 'নীরব কূটনীতি' করলে চলবে না। বাংলাদেশে ভারতের কৌশলগত স্থান ধরে রাখতে উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঢাকাকে আরও আকর্ষণীয় সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন'স নেকের সুরক্ষায় বাড়তি নজর দেওয়ার এবং বাংলাদেশে বিদেশি শক্তির সামরিক ঘাঁটি তৈরির প্রচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

বুধবার হাইকমিশন অভিমুখে ভারত বিরোধী গোষ্ঠীর বিশাল মিছিল বের করার ঘটনায় তড়িঘড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ঢাকার ভিসা কেন্দ্রটি। বিষয়টি ভালো চোখে নেয়নি নয়াদিল্লি। এদিন ইউনূসপন্থী গোষ্ঠীগুলি রাজশাহির ভিসা কেন্দ্রের দিকে একটি মিছিল বের করেছিল। সহকারী হাইকমিশনারের বাসভবনের দিকে মিছিল এগোতেই বিক্ষোভকারীদের বাধা দেয় পুলিশ।

বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে যেভাবে ভারত বিরোধী বিক্ষোভ দানা বাঁধছে তার নেপথ্যে পাকিস্তানের আইএসআই-এর হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে অসমের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী আলফা প্রধান পরেশ বড়ুয়াকে ইতিমধ্যে চিন থেকে বাংলাদেশে পুনর্বাসনের তোড়জোড় শুরু করেছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতেই পরেশকে পুনর্বাসনের চিন্তাভাবনা চলছে। এই অবস্থায় হাসিনা-পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় দাবি করেছেন, রিগিং করে ভোটে জিতে কট্টর ইসলামি মৌলবাদীদের ক্ষমতায় আনতে চাইছেন ইউনূস। সেজন্য ভারতকে যে হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে সেটা বাস্তব বলে দাবি করেছেন হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়।

পরেশ বড়ুয়ার পুনর্বাসনে মরিয়া পাকিস্তান

থারুর কমিটির সুপারিশ

- বাংলাদেশে অসন্তোষ কীভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে, চরমপন্থী ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির উত্থান কীভাবে হচ্ছে
- চিন ও পাকিস্তানের প্রভাব বৃদ্ধি এবং শেখ হাসিনার আওয়ামী লিগের আধিপত্য ভেঙে পড়ার দিকে নজর রাখতে হবে
- ভারত যদি এই পরিস্থিতিতে সময় থাকতে পদক্ষেপ না করে ঢাকায় রণকৌশলগত দিক থেকে ব্রাত্য হয়ে পড়বে
- শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন'স নেকের সুরক্ষায় বাড়তি নজর দেওয়ার এবং বাংলাদেশে বিদেশি শক্তির সামরিক ঘাঁটি তৈরির প্রচেষ্টাকে রুখতে হবে

বিচারকদের প্রবণতায় উদ্বেগ ■ এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়

অবসরের মুখে রায়দানে 'স্লগ ওভারে ছক্কা'

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : বিচারপতিদের অবসরগ্রহণের ঠিক আগে বিভিন্ন মামলায় রায়দানের প্রবণতাকে ক্রিকেটের স্লগ ওভারে ছক্কা হাঁকানোর সঙ্গে তুলনা করল সুপ্রিম কোর্ট। উত্তরোত্তর এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশও করেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। ওই বেঞ্চের বাকি দুই সদস্য হলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি এম পাঞ্চোলি।

মধ্যপ্রদেশের এক নিম্ন আদালতের বিচারকের আবেদনের শুনানি চলছিল সেখানে। ওই বিচারক অবসর নেওয়ার ১০ দিন আগে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। ওই বিচারকের কিছু নির্দেশ ঘিরে প্রশ্ন ওঠায় একটি ফুল কোর্ট বৈঠকে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বিচারক। সেই মামলায় শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'আবেদনকারী অবসরের ঠিক আগে ছক্কা মারতে শুরু করেছেন। এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা।' প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বক্তব্য, 'অবসরের আগে বিচারকদের বেশি করে নির্দেশ দেওয়ার একটি প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে।'

৩০ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ওই বিচারকের অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুটি নির্দেশ নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় অবসরের আগেই ১৯ নভেম্বর তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওই বিচারকের আইনজীবী বিপিন সাংঘি শীর্ষ আদালতে জানান, তাঁর মক্কেলের কর্মক্ষেত্রে খুব ভালো রেকর্ড রয়েছে। হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর প্রশ্ন, কোনও বিচারবিভাগীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁর নির্দেশের জন্য এমন পদক্ষেপ করা যায় কি?

তিনি বলেন, যে নির্দেশগুলিকে উচ্চতর আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় এবং তা সংশোধনের সুযোগ থাকে, এমন নির্দেশের জন্য কীভাবে একজন আধিকারিককে দায়িত্ব থেকে সরানো যেতে পারে? সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য এই মামলা শুনতে চায়নি। হাইকোর্টকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

অশিক্ষক কর্মীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় গণ-ছাড় নয়

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বয়সের ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত কলকাতা হাইকোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ খারিজ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, আইনি জটিলতায় আটকে থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নতুন করে আবেদনের ক্ষেত্রে সকল 'অশিক্ষক কর্মচারী' পরীক্ষার্থীকে ঢালাও বয়সের ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এই ছাড় বিবেচনার পথ খোলা রাখা হয়েছে।

গত বছর কলকাতা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ (বিচারপতি অমৃতা সিনহা-র বেঞ্চ) নির্দেশ দিয়েছিল, দীর্ঘসূত্রিতার কারণে যে সমস্ত যোগ্য প্রার্থী (অশিক্ষক কর্মচারী)-র বয়স পেরিয়ে গিয়েছে, এসএসসি-র পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁদের বয়সের ছাড় দিতে হবে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা গড়ায় শীর্ষ আদালতে।

বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের (বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি অলোক আরাধের) পর্যবেক্ষণ, নিয়োগের নিয়মাবলি বা 'রিক্রুটমেন্ট রুলস' অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা বজায় রাখা জরুরি। ঢালাও ছাড় দিলে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও আইনি ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে।

এই রায়ের ফলে হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর নতুন বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষায় থাকা বহু প্রার্থী এই সিদ্ধান্তে হতাশ। তাঁদের দাবি ছিল, দুর্নীতির কারণে নিয়োগ আটকে থাকায় তাঁদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়েছে, তাই বয়সের ছাড় পাওয়া তাঁদের ন্যায্য অধিকার।

তবে আদালত জানিয়েছে, বিশেষ পরিস্থিতি বা মানবিক কারণে ব্যক্তিগত আবেদন খতিয়ে দেখে কমিশন ছাড় দিতে পারে, কিন্তু তা কোনও সাধারণ নিয়ম হিসাবে গণ্য হবে না। এর ফলে বয়সের গণ্ডিতে আটকে থাকা বহু যোগ্য প্রার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হল।

ওমানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি ভারতের

মাসকট (ওমান), ১৮ ডিসেম্বর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া শুল্কের মোকাবিলায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে পারে ভারত। ত্রিদেশীয় সফরে বৃহস্পতিবার ওমানে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মার্কিন কাঁটা এড়াতে ভারত ও ওমান সুসংহত অর্থনৈতিক অংশীদারি সমঝোতা (সিইপিএ) চুক্তি সই করেছে, যা দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রে এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এর ফলে দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জনগণের সঙ্গে জনগণের সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ওমানের সুলতান হাইথাম বিন তারিকের উপস্থিতিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে সই করেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল ও ওমানের শিল্প, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রী কায়েস বিন মোহাম্মদ আল ইউসুফ। জানা গিয়েছে, চুক্তিতে নয়া বৃদ্ধির সুযোগ উন্মোচনে উভয় দেশের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

ওমানের সুলতানের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদি।

মোদি বলেছেন, 'এই চুক্তি ২১ শতকে আমাদের অংশীদারিকে এক নতুন আত্মবিশ্বাস ও শক্তি দেবে। এটি কেবল বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে না, বরং দু-দেশের যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবনের সুযোগ তৈরি করবে।'

ওমান হল পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার প্রবেশদ্বার। চুক্তির ফলে ভারতীয় পণ্য ও পরিষেবা সহজেই উপসাগরীয় অঞ্চলে পৌঁছোতে পারবে। জানা গিয়েছে, ওমান ৯৮.০৮ শতাংশ শুল্কমুক্ত সুবিধা ভারতকে দিচ্ছে, যা মূল্যের দিক থেকে ভারতের ৯৮.৩৮ শতাংশ রপ্তানি সেদেশে অন্তর্ভুক্ত করবে। এর ফলে উপকৃত হবে ভারতের শ্রমনির্ভর ক্ষেত্রের পণ্য বস্ত্র, জুতো, রত্নরাজি, অলংকার, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, প্লাস্টিক, আসবাবপত্র, কৃষিপণ্য, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অটোমোবাইল। ভারতীয় সংস্থাগুলি ওমানের প্রধান পরিষেবা সেক্টরগুলিতে ১০০ শতাংশ সরাসরি বিনিয়োগ করতে পারবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাম না করে ট্রাম্পকে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলি ধুঁকছে। ভারত দ্রুত এগোচ্ছে।'

প্রিয়াংকার সঙ্গে সাক্ষাতে গড়করির 'ভাই-বোন' রসিকতা

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : কংগ্রেস নেত্রী তথা সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে ধরা দিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে গড়করির দপ্তরে আয়োজিত এই বৈঠকে উঠে এল হালকা মেজাজের রসিকতা থেকে শুরু করে মন্ত্রীর নিজের হাতে রাঁধা বিশেষ পদের প্রসঙ্গ।

এদিন লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব চলাকালীন প্রিয়াংকা গান্ধি নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ওয়েনাডের সড়ক প্রকল্পের বিষয়ে গড়করির কাছে সাক্ষাতের সময় চান। গড়করি তাঁকে জানান, তাঁর দপ্তরের দরজা সবসময় খোলা। এরপরই মন্ত্রীর দপ্তরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন প্রিয়াংকা।

বৈঠকের পরিবেশ ছিল বেশ খোলামেলা। সেখানেই প্রিয়াংকার দাদা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে টেনে রসিকতা করেন গড়করি। হাসতে হাসতে তিনি বলেন, 'ভাইয়ের কাজ করে দিয়েছি, বোনেরটা না করলে বলবেন যে করিনি।' উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই রাহুল গান্ধি রায়বেরেলির রাস্তার বিষয়ে গড়করির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মন্ত্রীর এই মন্তব্যে হাসির রোল ওঠে উপস্থিত সকলের মধ্যে।

শুধু কথায় নয়, আপ্যায়নেও খামতি রাখেননি গড়করি। ইউটিউব দেখে নিজের হাতে চাল দিয়ে তৈরি একটি বিশেষ পদ রেঁধেছিলেন মন্ত্রী। প্রিয়াংকাকে সেই পদটি চাটনি দিয়ে পরিবেশন করা হয় এবং গড়করি নিজে সেটি চেখে দেখার অনুরোধ জানান। বৈঠকে ওয়েনাডের ছয়টি সড়ক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। গড়করি আশ্বাস দেন যে, কেন্দ্রের আওতাধীন প্রকল্পগুলো তিনি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন।

খাওয়ালেন নিজের হাতে রাঁধা পদ

মুসলিমদের সূর্যপ্রণামের পরামর্শ

লখনউ, ১৮ ডিসেম্বর : হিন্দু শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পরিবেশগত কারণে এদেশের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সূর্যপ্রণাম করা উচিত। পুজো করা উচিত নদীগুলিকেও। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নেতা দত্তাত্রেয় হোসাবোলে একথা বলেছেন। মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের সন্ত কবীর নগরে এক অনুষ্ঠানে একথা তিনি বলেন যে, 'মুসলিম ভাইয়েরা সূর্যপ্রণাম করলে তাঁদের কি ক্ষতি হবে? এর মানে তো এই নয় যে তাঁদের মসজিদে যেতে বাধা দেওয়া হবে। হিন্দু শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সকলের পক্ষে কথা বলে।'

হোসাবোলের দাবি, সূর্যপ্রণাম আসলে যোগার অংশ। বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যভিত্তিক একটি অনুশীলন। আরও বলেন, 'এতে মুসলিমদের কী ক্ষতি হবে? যাঁরা নমাজ পড়েন তাঁরা যদি প্রাণায়াম করেন তা কি ভুল? আমরা বলব না, তুমি এটা করলে নমাজ পড়তে যেতে পারবে না।' তাঁর মতে, এই ধরনের চর্চা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয়তাবোধকে আরও মজবুত করে। হোসাবোলের মন্তব্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সমালোচকদের একাংশের মতে, এটি ধর্মীয় স্বকীয়তায় হস্তক্ষেপের শামিল। অন্যদিকে সংঘ সমর্থকরা বিষয়টিকে দেশপ্রেমের অংশ হিসেবে দেখছেন।

সংঘ নেতার মন্তব্যে বিতর্ক

কেরলে আসুন, শুক্লাকে আর্জি থারুরের

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : কুয়াশার কারণে বুধবার লখনউয়ে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিসিসিআইয়ের এগজিকিউটিভ বোর্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজীব শুক্লাকে শীতকালে কেরল সহ দক্ষিণ ভারতে ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজনের আর্জি জানালেন তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর।

বৃহস্পতিবার থারুর হাসিমুখে শুক্লাকে বলেন, 'রাজীবজি আমি বলছিলাম যে জানুয়ারিতে উত্তর ভারতের পাশাপাশি কেরলেও আসুন।

শুধু এই সময়টাতে কেরলে ম্যাচ দেওয়া হোক।' তখন শুক্লা হাসতে হাসতে বলেন, তাহলে সমস্ত ম্যাচই কেরলে পাঠিয়ে দিই। এই কথায় হেসে ফেলেন থারুর। তিনি বলেন, 'তাতে তো আমাদের পক্ষে ভালো হত।

শীতকালে দক্ষিণ ভারতে ম্যাচের আয়োজন করা উচিত। কারণ, সেখানে কোনও কুয়াশার সমস্যা নেই। বলই যদি দেখা না যায়, তাহলে খেলা হবে কীভাবে?' শুক্লা অবশ্য জানিয়েছেন, ১৫ ডিসেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ম্যাচগুলি উত্তর ভারতের বদলে দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

তথ্যের ধোঁয়াশায় বাতাসের বিষে নাভিশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : দূষণের বিষ ঢাকা পড়ছে পরিসংখ্যানের ধোঁয়াশায়!

ঘন কুয়াশায় ঢাকা এখন দিল্লি সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা। দৃশ্যমানতা বিপজ্জনকভাবে কমে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালেও বাতিল হয়েছে বহু উড়ান। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বৃহস্পতিবার অন্তত ২৭টি বিমান বাতিল এবং ৪০টি উড়ানের সময়সূচি বদলানো হয়েছে। ব্যাহত হয়েছে রেল পরিষেবাও। এর জেরে হাজার হাজার যাত্রী বিমানবন্দরে আটকে পড়ে চরম ভোগান্তির শিকার হন। যাত্রী-রোষ সামাল দিতে মুহুর্মুহু নির্দেশিকা জারি হলেও পরিস্থিতি নিয়ে তেমন হেলদোল নেই কী উড়ান সংস্থা, কী প্রশাসনের!

দূষণ সংকটের গভীরতা সাধারণ মানুষের কাছে যতটা প্রকট, সরকারি পরিসংখ্যান ও ভাষ্যে তার প্রতিফলন ততটাই ক্ষীণ। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ও দেশি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত সরকার বায়ুদূষণ দমনের চেয়ে 'হেডলাইন ম্যানেজমেন্ট' বা সংবাদ শিরোনাম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষা করতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। অস্বচ্ছ তথ্যের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে এক ভয়াবহ জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়।

তীব্র দূষণ

- দূষিত বাতাসের প্রভাবে ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যু
- বায়ুদূষণ মাপার মানদণ্ড শিথিল করে সত্য চাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ ল্যানসেটের রিপোর্টে
- দিল্লিতে '২০০ দিন ভালো বাতাস'-এর দাবি ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়, দাবি পরিবেশবিদদের

বিশেষজ্ঞদের মতে, বায়ুর গুণমান মাপার সেন্সরগুলির অবস্থান এবং তথ্য প্রকাশের পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে এমনভাবে সাজানো হচ্ছে, যাতে আসল চিত্রটি ঢাকা পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার যখন দিল্লিতে '২০০ দিন ভালো বাতাস'-এর দাবি করছে, তখন পরিবেশবিদরা বলছেন যে সবচেয়ে দূষিত মাসগুলিকে হিসাবেই রাখা হয়নি। অন্যদিকে, ভারতের বায়ুদূষণ মাপার মানদণ্ড বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকার তুলনায় অনেক বেশি শিথিল।

২০১৯ সালে শুরু হওয়া 'জাতীয় পরিষ্কার বায়ু কর্মসূচি' (এনসিএপি) কাগজে-কলমে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও এর অগ্রাধিকার নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। প্রকল্পের সিংহভাগ চলছে 'ধর তক্তা মার পেরেক' নীতিতে। অর্থ খরচ হচ্ছে জল ছিটানো বা ধুলো কমানোর মতো যান্ত্রিক ও সাময়িক ব্যবস্থায়। অথচ দূষণের প্রধান উৎস যে যানবাহন ও শিল্প থেকে নির্গত কার্বন, তাতে রাশ টানার কর্মকাণ্ডে বরাদ্দ নামমাত্র। এই চরম উদাসীনতার মাশুল দিতে হচ্ছে আমজনতাকে। 'ল্যানসেট'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দূষিত বাতাসের প্রভাবে ভারতে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যু হচ্ছে।

পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে, বায়ুদূষণ নিছক পরিবেশ সমস্যা নয়, এটি জাতীয় জরুরি অবস্থাও বটে। দিল্লি বিমানবন্দরের অচলাবস্থা প্রমাণ করে, বিষাক্ত বাতাস দেশের অর্থনীতি ও দৈনন্দিন পরিকাঠামোকেও অচল করে দিচ্ছে। অসম্পূর্ণ তথ্য বা বিজ্ঞাপনী প্রচারের মাধ্যমে এই বিশাল সংকটকে ঢেকে রাখা আর সম্ভব নয়। বাতাসকে পুনরায় নিঃশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হলে তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং কঠোর দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

পঞ্জাবে জিতল আপ

চণ্ডীগড়, ১৮ ডিসেম্বর : পঞ্জাবের পঞ্চায়েত ভোটে বড় জয় পেল আপ। রাজ্যের ২২টি জেলা পরিষদের ৩৪৭ জোন বা আসনে এবং ১৫৩ পঞ্চায়েত সমিতির ২৮৩৮টি জোনের নির্বাচন হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত ৩১৭টি জেলা পরিষদের জোনের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। তাতে আপ ২০১টিতে, কংগ্রেস ৬০টি, শিরোমণি অকালি দল ৩৯টি, বিজেপি ৪টি জিতেছে। পঞ্চায়েত সমিতিতেও ৫০ শতাংশের বেশি আসনে জিতেছে আপ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কংগ্রেস। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান রাজ্যবাসীকে জয়ের অভিনন্দন জানিয়েছেন। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, 'আমাদের দলের এই ফল আদতে মান সরকারের কাজের ওপর গ্রামীণ পঞ্জাবের সমর্থনের সিলমোহর।'

পুষ্টিতে ভরপুর সজনের আবাদ

সজনের শুঁটি বা ডাঁটা, পাতা এবং ফুল সবজি হিসেবে খাওয়া চলে। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে ১০০ গ্রাম সজনে পাতা ও ডাঁটাতে আছে নিম্নলিখিত খাদ্যগুণ।

খাদ্যোপাদান	ডাঁটায়	পাতায়
কার্বোহাইড্রেট	৩.৭ গ্রাম	১৩.০৪ গ্রাম
প্রোটিন	২.৫ গ্রাম	৬.৭ গ্রাম
ফ্যাট বা চর্বি	০.১ গ্রাম	১.৭ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	৩.০ মিগ্রা.	৪৪০ মিগ্রা
ফসফরাস	১১০ মিগ্রা.	৭০ মিগ্রা
লোহা	৩.৩ মিগ্রা	৭ মিগ্রা
ভিটামিন-এ	১৮৪ আই.ইউ.	১১৩০০ আই. ইউ
ভিটামিন-সি	১২০ মিগ্রা	২২০ মিগ্রা
নিকোটিনিক অ্যাসিড	০.২ মিগ্রা.	০.৮ মিগ্রা.

উপকারিতা

সজনের পাতা হল গ্রাম এলাকার গরিব মানুষের অত্যন্ত উপকারি শাকপাতা। এটি যেমন পুষ্টি গুণ আছে, তেমন যথেষ্ট। পাতা শাক হিসেবে খেলে উচ্চরক্তচাপের মতো মারাত্মক সমস্যায় বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আবার কবিরাজি মতো সজনের ফুল হল হাম-বসন্তের মতো ঘরোয়া রোগের কাছে মহৌষধ। এর পাতায় জীবাণু অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রয়েছে। গ্রাম এলাকার সাঁওতাল আদিবাসীদের মধ্যে সজনে পাতা শাক হিসেবে খাওয়ার প্রচলন আজও আছে। সজনে শাক খেলে সর্দি-কাশি সারবে, খাবার অরুচি দূর হবে এবং খিদে বাড়বে। লোহা সমৃদ্ধ পাতা ও ডাঁটা খেলে দেহের মধ্যে রক্তাল্পতার মতো রোগে দারুণ কাজ দেবে।

জলবায়ু ও মাটি

সজনে হল ভারতবর্ষের সবজি ফসল। এর জন্ম এই দেশে। এটি হল মূলত ক্রান্তীয় অঞ্চলের গাছ। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শরৎ ঋতুতে এই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা যায়। শীতকালে গাছ বিশ্রাম নেয় এবং শীতের শেষে গাছের পাতা ঝরে পরে। আবার বসন্তের আগমনে গাছের পাতাবিহীন ডাল থোকা থোকা সাদা ফুলে ভরে ওঠে. গ্রীষ্মের শুরু থেকেই ডাটা পাওয়া যায়। সজনের ক্ষরা সহনশীল ক্ষমতা আছে। মূলত উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের জমিতে সজনের চাষ করা যাবে। প্রায় সব ধরনের মাটিতে এর চাষ করা যাবে। তবে মাটিকে সু-নিকাশি হতেই হবে। কাঁকুড়ে, এঁটেল, কাদা ও বেলে দোয়াশ এই সব ধরনের মাটিতে সজনে চাষ করা যাবে।

জাত

এই রাজে সজনের দুটি প্রকার রয়েছে। একটি হল লাজনে ও অপরটি হল সজনে। লাজনের গাছে প্রায় সারা বছর ফুল আসে এবং বছর ভর ডাটা পাওয়া যায়। এটির ডাটা আকারে ছোট এবং রং হল লালচে সবুজ। অন্যদিকে সজনের ডাটা হল সবুজ। এটির ফল বছরে একবার অর্থাৎ বসন্ত চা। আর গাছে ফল উৎপন্ন হয় গ্রীষ্মকালে। তবে এখন সারা বছর চাষ করার উপযোগী সজনের উন্নত জাত কৃষি বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

বংশ বিস্তার

সজনের গাছ তৈরির জন্য বিশেষ করে খাটতে হয় না।

স্থানীয় উন্নত মানের গাছ থেকে ডাল কেটে, সেই ডাল মাটিতে পুঁতে দিলেই সহজে লেগে যাবে। এমনভাবে তৈরি গাছে দু'বছরের মধ্যেই ফুল ও ফল চলে আসবে।

সজনের ডাটা তোলা শেষ হবার পর অর্থাৎ গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে ৫ ফুট লম্বা মাপের ডাল গাছ থেকে কেটে নেওয়ার পর পুকুর পাড় বা ভেজা জায়গাতে পুঁতে দিতে হবে। কাটা ডালের খোলা মাথা পাঁকমাটি বা মাটি ও গোবরের মাখা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

কিছুদিনের ডাল থেকে ডালপালা গজাতে শুরু করবে।

পরিপক্ক ফলের বীজ থেকেও চারা তৈরি করা যাবে। এমন গাছে ফল ধরতে ৪-৫ বছর সময় লেগে যাবে।

জমি তৈরি

সজনে চাষের জন্য খুব ভালো করে জমি তৈরি করার দরকার হয় না। তবে গভীরভাবে জমির মাটি একচাষ দিয়ে আগাছা তুলে ফেলে মাটিকে ২০-৩৫ দিন রোগ সারিয়ে নিতে হবে। বর্ষার আগে ৮-১০ ফুট দূরে দূরে ৫০x৫০x৫০ সেমি. মাপের গর্ত খুঁড়ে নিতে হবে।

গাছ বসানো

বর্ষার শুরুতে আগে থেকে তৈরি করা গর্তের তৈরি কাটিং বা চারাগুলি বসিয়ে দিতে হবে। বিকেল বেলায় চারা বসানো উচিত।

সার প্রয়োগ

চারা বসানোর আগে গর্ত প্রতি ১০-১২ কেজি পচানো গোবর বা কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করে গর্তের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা বসানো ১-২ মাস পরে গাছ প্রতি ৫০ গ্রাম এনপিকে ১০:২৬:২৬ প্রয়োগ করতে হবে। আবার প্রথম প্রয়োগের ২-৩ মাস পর আরও ৫০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরেই গাছের গোড়ার মাটিতে জল দিতে হবে। বর্ষাকালে জল প্রয়োগের দরকার হয় না।

পরিচর্যা

(১) চারা বসানোর প্রথম দিকটায় চারাগাছকে ঠিকমতো সোজা রাখতে বাঁশের ঠেকনা ব্যবহার করতে হবে।

২) চারা বসানোর সময় নীচের দিকের ডালপালা ভেঙে দিতে হবে।

(৩) চারাগাছের গোড়ার চারপাশে থাকা আগাছা তুলে ফেলতে হবে।

(৪) গোড়ার মাটি প্রথম দিকটায় খুসিয়ে আলগা করে করে দিতে হবে।

(৫) বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে সেটা দেখতে হবে। প্রয়োজনে জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ফসল তোলা

যদিও ডাল থেকে লাগানো গাছে প্রথম বছরে ফুল আসে তবুও অধিক ফলনের কথা মাথায় রেখে প্রথম দুইবছর ফল বা ডাটা তোলা যাবে না। ফুল ভেঙে দিতে হবে। তৃতীয় বছর থেকে ফল বা ডাটা তোলা উচিত।

ফলন

একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে ২৫-৩০ কেজি পাতা শাক এবং ৩০ কেজি ডাটা পাওয়া যাবে।

মুড়ি চাষ

বয়স্ক গাছের প্রধান কাণ্ডের ২-২.৫ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত মাটির উপরিভাগে রেখে বাকী অংশ কেটে ফেলতে হবে। প্রধান কাণ্ড থেকে ৩-৪টি ডালকে বাড়তে দিয়ে বাকীগুলিকে কেটে ফেলা হবে। ৩-৪টি ডালকে বাড়তে দিয়ে সেই ডাল থেকে ডাটা উৎপাদন করা যাবে।

রোগপোকার সমস্যা

সজনে চাষের পোকার মধ্যে শুয়োপোকার উপদ্রব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। এই পোকার লার্ভা বা কীড়া গাছের কচি পাতা এমনকি ডালও খেয়ে ফেলে। কেবল পাতার প্রধান শিরাটি দেখতে পাওয়া যায়। শুঁয়োপোকা দলবদ্ধ অবস্থায় গাছের গোড়ায় লেগে থাকে। ২% সার্ফের দ্রবণ দিয়ে শুয়োপোকার উপর প্রয়োগ করলে বা আগুনের শিখায় পুড়িয়ে দিলে এগুলিকে মেরে ফেলা যাবে।

পরিচিত আগাছার বৈশিষ্ট্য ও নিয়ন্ত্রণ

হাজারদানা

এটি একবর্ষজীবী দ্বিপত্রবিশিষ্ট চওড়া পাতা বিশিষ্ট আগাছা। ২০-৬০ সেমি লম্বা গাছ। গাছের গোঁড়া থেকে শাখা ছাড়ে। তেঁতুলপাতার মতো পাতা। প্রতিটি পর্বসন্ধি গোঁড়া থেকে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ ফুল বের হয়। পুরুষ ফুল অসংখ্য এবং ফুল ডাঁটার মাথায় বের হয়। পুষ্ট ফুলের নীচে ফল ধড়ে। পাতার নীচে গুটিকয়েক গোলাকার ছোট ফল ধরে। ফল প্রথমে সবুজ পরে ধূসর-হারুন রং ধারণ করে। তাই একে হাজারদানা বলা হয়। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। জুন-নভেম্বর মাসে গাছে ফল ধরে। অন্যান্য প্রজাতিও দেখা যায়। হাজারদানাকে সবজি খেত ও বাড়ির আঙ্গিনায় দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

১. বীজ তৈরির আগে নিড়ান দিয়ে আগাছা তুলে ফেলা উচিত।

২. পতিত জমিতে কেটে পুঁতে দেওয়া হয়।

৩. সকল ক্ষেত্রে অ্যালাকোর/ ফ্লুরোক্সিলিন কার্যকরী।

৪. পতিত জমিতে ৪-ডি দ্রব্য, প্যারাকোয়াট প্রয়োগ করা যায়।

ছোট কুকশিমা

এটি একবর্ষজীবী চওড়া পাতা খাড়া আগাছা। ৩০-১০০ সেমি লম্বা হতে পারে। গাছের গোড়ার দিকে শাখা ছাড়ে। গোড়ার পাতা বড় এবং পরবর্তীতে পাতা সরু। গাছের লোমশ কাণ্ড দেখা যায়। বীজের চাকার মতো রং লাল টুকটুকে থাকে। সেপ্টেম্বার-মার্চ মাসে বেগুনি রঙের ছোট ফুল, সবজিখেত, বাড়ির ফসল, গোঁফসার থেকে দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

১. বীজ তৈরি হওয়ার আগে নিড়ান দিয়ে আগাছা তুলে ফেলা হয়।

২. সকল থেকে অ্যালাকোর / ফ্লুরোক্সিলিন / পেন্ডিমিথালিন প্রয়োগ করা যায়।

হাতি শুঁড়

একবর্ষজীবী চওড়া পাতা বিশিষ্ট আগাছা। ২০-১০০ সেমি লম্বা হতে পারে। শাখা ছাড়া গাছ ছোট গোঁড়া মতো হয়। শাখার গায়ে লোমশ শির বার হয়। শিরের ডগা নীচের দিকে বাঁকা হয়। শিরের ওপর ভাগে সাদা বা বেগুনি রঙের ফুল ফোঁটার মতো থাকে। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। জুন-নভেম্বর মাসে ফুল ফোটে। উঁচু জমি, সরিষা খেত, বাড়ির ফসল, রাস্তার ধারে, পতিত জমিতে দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

১. বীজ তৈরির আগে নিড়ান দিয়ে আগাছা তুলে ফেলা উচিত।

২. পতিত জমিতে কেটে পুঁতে দেওয়া হয়।

৩. সকল ক্ষেত্রে অ্যালাকোর/ ফ্লুরোক্সিলিন কার্যকরী।

৪. পতিত জমিতে ৪-ডি দ্রব্য, প্যারাকোয়াট প্রয়োগ করা যায়।

কেশুত

একবর্ষজীবী চওড়া পাতা বিশিষ্ট শাকজাতীয় আগাছা। ৩০-৬০ সেমি লম্বা হতে পারে। খুবই শাখা ছাড়া। মাঝের মধ্য খাঁড়িতে বয়ে যায়। কাণ্ড লালচে রঙের এবং রোঁয়াযুক্ত। শাখার ডগাতে সারা বছর সাদা ফুল ধরে। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। রসযুক্ত জায়গায় জন্মায়। নালী, ধান খেত, গোঁফসার থেকে ও ফসল খেতে দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

১. ধান জমি ভালো করে পচিয়ে কাঁদা করে রোপণ করলে আগাছা ক্ষতি হয় না।

২. প্রয়োজন মতো হাত নিড়ান দেওয়া যায়।

৩. ফসল খেতে অ্যালাকোর/ পেন্ডিমিথালিন/ফ্লুরোক্সিলিন প্রয়োগ কার্যকরী।

হেলঞ্চা

একবর্ষজীবী চওড়া পাতা লতানো আগাছা। জলের বা আর্দ্রস্থানের বিখ্যাত আগাছা। মাটির ভেদর মতো বিস্তৃত হয়। প্রতি গাঁট থেকে শিকড় জন্মায়। বেশি সংখ্যায় শাখা-প্রশাখা ছাড়ে। সাদা ফুল ধরে ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে। কাটলে ছিন্ন অংশের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। জলাজমিতে, সাঁতারুপটে জন্মাতে, ধান জমিতেও দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

১. ধান জমি পচিয়ে কাদা করে রোপণ করা উচিত।

২. নিড়ান দিয়ে আগাছা কমানো হয়। যদি গোড়া থেকে কাটা অংশ থাকে তবে নতুন আগাছা জন্মায়।

৩. পেন্ডিমিথালিন / প্রীতিলাকোর / অক্সিফ্লোরফেন ধান খেতে প্রয়োগ করলে কার্যকর হয়।

বন টোপারি

একবর্ষজীবী চওড়া পাতা বীজু শ্রেণির আগাছা। ৩০-৭৫ সেমি লম্বা হয়। নরম গাছ; প্রথমদিকে লংকা গাছের মতো দেখতে লাগে। মে-নভেম্বর মাসে হলুদ রঙের ফুল ধরে। ফলটি বেলুনের মতো ফাঁপা আবরণীতে ঢাকা থাকে। ফলটি ফাটলে বীজ ছড়ায়। অস্পৃষ্টভাবে সমতল জমি পছন্দ করে। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। সবজি, বাগিচা ফসল, পতিত জমিতে দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

১. ফল ধরার আগে উপড়ে ফেলে নিষ্কুল করা প্রয়োজন।

২. হাত নিড়ান কার্যকরী।

৩. আগাছানাশক হিসেবে ফসল খেতে অ্যালাকোর / পেন্ডিমিথালিন কার্যকরী।

শুষনি

বহুবর্ষজীবী চওড়া পাতা ফার্ন। জলাভূমির লতানো আগাছা। একটি পাতার চারটি পাপড়ি থাকে। মাটির ওপর এদের রাইজোমিক শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। স্পোর থলে জোড়া জোড়া থাকে। রাইজোম, শিকড়, কাণ্ডের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। ধান খেত ও জলাভূমিতে দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

১. গ্রীষ্মকালীন গভীর লাঙল দিলে মূল ও রাইজোম রোদে শুকিয়ে যায়।

২. জমিতে হাত নিড়ান কার্যকরী।

৩. ধান জমিতে প্রয়োগ করা আগাছানাশক- পাইরাজো, সালফোফুরন, পেন্ডিমিথালিন, সিনিনিথালিন, প্রেটিলাক্লোর প্রয়োগ কার্যকরী।

দাদমারি

একবর্ষজীবী চওড়া পাতা আগাছা। জলাভূমির খাড়াই আগাছা। ৩০-৬০ সেমি পর্যন্ত উচ্চতা হয়। কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা চার পাশে ছড়িয়ে পড়ে। পাতাগুলি সরু লম্বা পাতার মতো। গাছের আকৃতি শাখুর মতন। ফুলগুলি গুচ্ছাকারে। বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। ধান খেত ও জলাভূমিতে দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

১. গ্রীষ্মকালীন গভীর লাঙল দেওয়া জরুরি।

২. ফুল ফোটার আগে হাত নিড়ান দিয়ে আগাছা তুলে ফেলা।

৩. ধান জমিতে সিনিনিথালিন/ অক্সিফ্লোরফেন/পেন্ডিমিথালিন/ ইথ্যাক্সী সালফোফুরন প্রয়োগ কার্যকরী।

সবজিতে কৃষি বিষ, আমাদের কর্তব্য

কুণাল নন্দী

আমরা যারা দৈনিক বাজার থেকে সবজি কিনে খাই তারা অধিকাংশই বাজারের চকচকে সবজির দিকে ঝুঁকে থাকি, আবার সেখান থেকেও বেছে বেছে বেশি চকচকে সবজিই কিনে থাকি। তবে বাস্তবে বাজারে আজকাল যত ঝকঝকে সবজি পাওয়া যায় সেটি তত বেশি কৃষি বিষযুক্ত। বরঞ্চ ঝকঝকে নয় বিকৃত এবং পোকাযুক্ত সবজিগুলিই কম বিষযুক্ত।

এই কৃষি বিষ সম্পর্কে আমাদের বেশকিছু বিষয় জানা দরকার এবং উৎপাদক ও ক্রেতা উভয়েরই বিশেষ কিছু কর্তব্য পালন করা জরুরি।

বাজারে সবথেকে বেশি কৃষি বিষযুক্ত সবজিগুলি হল- টমেটো, ক্যাপসিকাম, বেগুন, ঢ্যারস এবং কাঁচালংকা। এগুলির হাইব্রিড জাতের হলে তাতে বিষের মাত্রা আরও বেশি থাকে। আবার মাঝারি কৃষি বিষযুক্ত সবজি হল- বরবটি, সিম, কাঁকরোল, পটল, উচ্ছে, শসা, বাঁধাকপি, ঝিঙে, পেঁয়াজকলি ইত্যাদি। একদম কম কৃষি বিষযুক্ত সবজি-চালকুমড়ো, মিষ্টিকুমড়ো, পুঁই, ডাটা, মিস্টিআলু, মুলো, পালং, ওল, বীট, গাজর, ওলকপি, কাঁচাকলা, পেঁপে, মোচা, ধনেপাতা, পেঁয়াজ, মটরশুঁটি, আদা, রসুন, কচু ইত্যাদি হিসেবে দেখা যাচ্ছে কম বিষযুক্ত। আমাদের উচিত দৈনিক খাদ্যতালিকায় সবজির ক্ষেত্রে এই সমস্ত সবজির ব্যবহার বাড়ানো।

আজকাল আধুনিক কৃষিকাজে কৃষকদের ফসল উৎপাদন করতে গেলে, কৃষি বিষপ্রয়োগ ছাড়া তা সম্ভব হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কৃষকদের উচিত ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা, কৃষকেরা অধিকাংশই কৃষিবিষ বিক্রেতার উপর নির্ভর করে থাকেন, এটা একদমই ঠিক নয়। তার কারণ, সঠিক মাত্রায় সঠিক ওষুধ সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহারে বিষক্রিয়া কম হবে এবং এতে ক্ষতিও অনেক কম হবে।

জৈব কীটনাশকের ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। যে কোনও বিষপ্রয়োগের অন্তত সাতদিন পর ফসল তুলে বাজারে বিক্রি করা উচিত।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। আধুনিক কৃষিকাজে আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, এর জন্য সুসংহত রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে চাষ করতে হবে এবং এতে অন্যকেও প্রভাবিত করতে হবে। কীটনাশক মুক্ত সবজি চাষের প্রতি অর্থাৎ জৈব চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে হবে, তবে সচেতন ক্রেতারা অবশ্যই বেশি দাম দিয়ে তা কিনবেন এতে কৃষকেরাও লাভবান হবেন এবং ক্রেতাদেরও অভ্যাস বাড়বে।

আবার কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। যেমন- বেশি কীটনাশকযুক্ত সবজি রান্নার আগে গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে।

বাজার থেকে সবজি কিনে এনে অন্তত ১৫ মিনিট জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর রান্না করতে হবে। বর্ষাকালে সবজিতে রোগজীবাণু বেশি থাকে তাই বর্ষায় বেশি শাকপাতা না খাওয়াই ভালো। যে সমসস্ত সবজিতে বেশি কৃষি বিষ থাকে সেগুলি নিজেরাই বাড়িতে কিচেন গার্ডেন করে অথবা টবে করে ফলানো চেষ্টা করতে হবে। আজকাল স্যালাড আমরা প্রত্যেকেই খেয়ে থাকি স্যালাড ব্যবহৃত টমেটো, বিন, ঢ্যাঁড়স, শসা অর্থাৎ স্যালাড কম যত খাওয়া যায় ততই ভালো। কৃষক ও ক্রেতা উভয়েরই এই বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিলে আমাদেরই মঙ্গল এটা আমাদের কর্তব্য বলেও মনে হয়।

বেশি কৃষি বিষযুক্ত সবজি

■ টমেটো, ক্যাপসিকাম, বেগুন, ঢ্যারস এবং কাঁচালংকা। এগুলির হাইব্রিড জাতের হলে তাতে বিষের মাত্রা আরও বেশি থাকে

মাঝারি কৃষি বিষযুক্ত সবজি

■ বরবটি, সিম, কাঁকরোল, পটল, উচ্ছে, শসা, বাঁধাকপি, ঝিঙে, পেঁয়াজকলি ইত্যাদি

একদম কম কৃষি বিষযুক্ত সবজি

■ চালকুমড়ো, মিষ্টিকুমড়ো, পুঁই, ডাটা, মিষ্টিআলু, মুলো, পালং, ওল, বীট, গাজর, ওলকপি, কাঁচাকলা, পেঁপে, মোচা, ধনেপাতা, পেঁয়াজ, মটরশুঁটি, আদা, রসুন, কচু

ছোট্ট তারা

কালিয়াগঞ্জের উত্তর চিড়াইলপাড়ার বাসিন্দা কৌশিকী সাহা (৯)। জেলা ও স্থানীয় স্তরে অঙ্কনে বেশ সুনাম অর্জন সহ একাধিক পুরস্কার পেয়েছে সে।

কেক দিয়ে যায় চেনা

স্পঞ্জ, বাটার, চকোলেট, শিফন, চিজ, রেড ভেলভেট, ক্যারট আরও কত কিছু। আচমকা শুনলে অবাক হবেন যে কেউ কিন্তু কেকপ্রেমী মাত্রই জানেন এইসব আসলে কী। এতদিন বড়দিনের বাজারে গ্রাহক ধরতে বড় কোম্পানি এবং স্থানীয় বেকারিগুলি এইসবের ওপরেই ভরসা রাখত। কিন্তু এবার মালদার বেকারিগুলি এবং দোকানগুলি ফিরে গিয়েছে বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম ফ্রুট কেকে। বড়দিনের স্বাদের তত্ত্বতালাশ করলেন **অরিন্দম বাগ**।

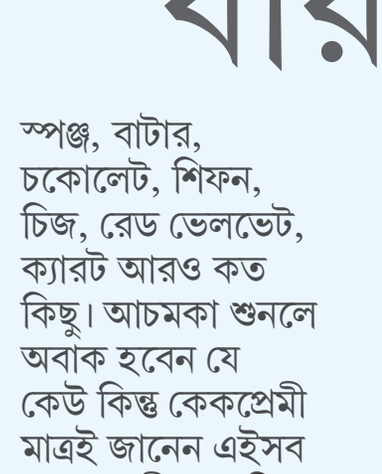

ক্রিসমাসের কাশফুল

ডিসেম্বর মানেই নতুন বছরের হাতছানি। উপরি পাওনা যিশুর জন্মতিথি। কয়েকবছর আগেও ক্রিসমাস নিয়ে মানুষের মধ্যে যে উন্মাদনা ছিল, সমাজমাধ্যমের কল্যাণে সেসব বেড়েছে শতগুণ। ক্রিসমাস নাইটে চার্চে সেলফি, সঙ্গে কেকের স্বাদ। বাড়তি পাওনা ইংরেজবাজার পুরসভার কার্নিভাল। সবমিলিয়ে বছরের শেষ সপ্তাহে শুধুই আনন্দ। আর উৎসব আছে কিন্তু জিভে মিষ্টির পরত নেই? সেটা কি হতে পারে! সেকারণেই বড়দিন আর বর্ষবরণের উদযাপনে রকমারি কেক এখন মাস্ট।

কেকের ধরন

মালদা শহরজুড়ে এই মুহূর্তে কেক তৈরির চূড়ান্ত ব্যস্ততা। যে দোকানে যত রকমের কেক সেই দোকানের আকর্ষণ তত বেশি। ফলে নতুন নতুন কেক তৈরিতে পিছু হটতে নারাজ বেকারি এবং কেকের দোকানগুলি। বাটার কেক, চকোলেট কেক, স্পঞ্জ কেক থেকে শুরু করে কোনওকিছুই সেখানে বাদ থাকছে না। তবে বড়দিনের বাজারে সবচেয়ে বেশি চাহিদা সেই ফ্রুট কেকেরই।

বিক্রেতাদের কথায়

মালদা শহরের ফুলবাড়ি মোড়ের নামকরা এক কেকের দোকানের মালিক মণিরুল হক বলেন, 'যত বেশি ধরনের কেক দোকানে রাখা যায়, তত বেশি গ্রাহকদের আকর্ষিত করা যায়। সেদিকে লক্ষ রেখেই আমরা সব ধরনের কেক তৈরি করছি। তবে বড়দিনে সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে ফ্রুট কেকের। অন্যদিনে আমরা ৩৫০-৪০০ ফুট কেক তৈরি করলেও ক্রিসমাসের সময়ে ৫০০-৬০০ ফ্রুট কেক তৈরি করে থাকি।' সেসবের দাম ৬০ টাকা থেকে শুরু করে ৩০০ টাকা পর্যন্ত হয় বলে তিনি জানান। তবে আরও বড় কেক নিতে হলে ক্রেতারা অডার দিয়ে যান বলে তিনি জানান। নেতাজি মোড় এলাকার আরেক কেক বিক্রেতা সাহিদ আনসারি বলছেন, 'ক্রিসমাস মানেই ফ্রুট কেক। গিফট দেওয়ার জন্য এই কেকই আদর্শ। তবে অনেক বাচ্চা ফ্রুট কেকের বদলে ক্রিম কেক খেতে পছন্দ করে। বাচ্চাদের আবদার রাখতে অভিভাবকরা নানা ডিজাইনের ক্রিম কেকও অর্ডার দিচ্ছেন।'

বড়দিনের স্পেশাল

মালদা শহরের কয়েকটি দোকানে সান্তাক্লজের কার্টুন সহ কেকের অর্ডার এসেছে। কিছু দোকানে আবার কেকের উপর ক্রিসমাস ট্রি-র আবদারও শোনা গিয়েছে। কোথাও আবার কেকের ওপর সান্তাক্লজের গাড়ি সাজানোর চিন্তাভাবনা চলছে। এটা যেন বেকারিগুলির নয়া উদ্ভাবনীরও সময়।

রোড শপ

বড়দিনের দু'একদিন আগে থেকেই মালদা শহরের বিভিন্ন ফুটপাথের ওপর নানা ধরনের কেকের পসরা নিয়ে হাজির হন অস্থায়ী বিক্রেতারা। বিশেষত চার্চগুলির সামনে লাইন ধরে বিক্রেতাদের বসে থাকতে দেখা যায়। তবে তাঁদের কাছে বেকারির তৈরি কেকের বদলে নামীদামি ব্র্যান্ডের কেকের সম্ভার বেশি থাকে। ওয়াইন কেক, রাম কেক, পাইনঅ্যাপেল কেক, চকোলেট কেক, স্ট্রবেরি কেক, অ্যাপেল কেক সহ কমবেশি সমস্ত ধরনের কেকই পাওয়া যায় ফুটপাথের অস্থায়ী এই দোকানগুলিতে।

নতুনদের চাহিদা

গত এক দশকে ক্রিসমাসের সময়ে কেকের চাহিদা বেড়ে ওঠার পিছনে যুবসমাজের অবদান অনেকটাই। শহরের এক তরুণ অনিকেত মণ্ডল বলেন, 'বর্তমান সময়ে আমরা প্রতিটা মুহূর্ত আনন্দে কাটাতে চাই। ক্রিসমাস এখন সকলের উৎসব। প্রতিটা উৎসবের স্পেশাল কিছু থাকে। ক্রিসমাসের ক্ষেত্রে সেটা স্পেশাল কেক। তাই পরিবারের পাশাপাশি বন্ধুদের সঙ্গেও বড়দিনের আনন্দে কেক স্থান পাবে। তবে যত ধরনের কেকই বাজারে আসুক না কেন, ফ্রুট কেকের স্বাদ কখনও কি ভোলা যায়?'

দিনে বাজার রাতে শুঁড়িখানা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : পুর মার্কেটের অর্ধনির্মিত বিল্ডিংয়ের তলায় দিনে বসে সবজি বাজার। আর রাতে বিল্ডিংয়ের ছাদ যেন হয়ে ওঠে অলিখিত শুঁড়িখানা। শুধু তাই নয়, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বিল্ডিংয়ের তলায় মাঝেমধ্যেই রীতিমতো দেহব্যবসাও চলে বলে অভিযোগ। কালিয়াগঞ্জ পুরসভা নিয়ন্ত্রিত এই বাজারকে ঘিরে একরাশ ক্ষোভ এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। কিন্তু, তাতে কোনও হেলদোল নেই পুর কর্তৃপক্ষের। বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন ধরে রাত হলেই দুষ্কৃতকারীদের হাতে চলে যায় এই পুর মার্কেট। মহিলাদের নিয়ে এসে নোংরামো চলে। স্থানীয় মানুষ রাতে ভয় পায় নিজের এলাকায় যাতায়াত করতে। স্থানীয় থানা, পুরসভাকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।' এই যন্ত্রণা থেকে স্থায়ীভাবে রেহাই পেতে এবার রায়গঞ্জ-বালুরঘাট রাজ্য সড়ক অবরোধের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন তাঁরা। অবশ্য, ঘটনার কথা স্বীকার করে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর সাফাই, 'দ্রুত মার্কেট বিল্ডিংয়ের ছাদে ওঠার দুটি সিঁড়ি সিল করে দেওয়া হবে। যাতে, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে কালিয়াগঞ্জ থানাকেও বিশেষ নজরদারি করার জন্য বলব।'

কালিয়াগঞ্জ শহরের তারাবাজার লাগোয়া রয়েছে পুর মার্কেটের এই অর্ধনির্মিত বিল্ডিংটি। কালিয়াগঞ্জের প্রথম তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডে তদানীন্তন পুর চেয়ারম্যান কার্তিকচন্দ্র পালের সময়কালে ১ নম্বর ওয়ার্ডে এই বিল্ডিংয়ের নির্মাণকাজ শুরু হয়। কিন্তু কবে এই কাজ সম্পন্ন হবে জানে না পুর কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে মার্কেটের ছাদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ভাঙা, খালি মদের বোতল। সেইসঙ্গে যেখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে তাসের সাহেব, বিবি, টেক্কা, গোলাম। সমস্ত পরিস্থিতি একনজরে দেখে যে কারও মনে হতেই পারে এই পুর মার্কেটটি যেন জুয়ার আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে।

দুষ্কৃতকারীদের ভয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুর মার্কেট সংলগ্ন এলাকার এক বাসিন্দা জানান, রাত হলেই অপরিচিত মুখের আমদানি হয় এই পুর মার্কেটের ছাদে। প্রতিদিন মদ, ড্রাগস, গাঁজার আসর বসে। বাড়ির সামনে বের হতে ভয় পায় বাড়ির মহিলারা। কিছুদিন আগে পুর মার্কেটের তলায় এক মহিলা এবং পুরুষকে অপ্রীতিকর অবস্থায় ধরে কালিয়াগঞ্জ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারাবাজার কমিটির সম্পাদক সুজিত সাহার কথায়, 'বাজারের নাইটগার্ডও এই ব্যাপারে আমাকে বহুবার নালিশ করেছেন। আমিও পুর কর্তৃপক্ষকে বলেছি। আসলে, মাছ ও সবজি বাজারে অনেক বিক্রেতার জিনিসপত্র রাতে থাকে। পূর্বে, বাজারে চুরির ঘটনাও ঘটেছে।' পুর মার্কেটে রাতে এই দুষ্কৃতকারীদের আড্ডা না তুলতে পারলে যে কোনওদিন বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা।

এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলার সোমা দেব চৌধুরী বলেন, 'থানা এবং পুরসভায় একাধিকবার অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগ কানে পৌঁছালে পুলিশ রাতে হানা দেয়। একটানা কয়েকদিন পুলিশ হানা দিলেই এই দুষ্কৃতকারীদের ঠেক বন্ধ হবে।'

পুর মার্কেটের অর্ধনির্মিত বিল্ডিংয়ের ছাদে ছড়িয়ে মদের বোতল।

আতঙ্কে বাসিন্দারা

- দীর্ঘদিন ধরে রাত হলেই দুষ্কৃতকারীদের হাতে চলে যায় পুর মার্কেট
- বিল্ডিংয়ের তলায় মাঝেমধ্যে দেহব্যবসার অভিযোগও উঠছে
- স্থানীয়রা রাতে ভয় পান নিজের এলাকায় যাতায়াত করতে
- স্থানীয় থানা, পুরসভাকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ

সচেতনতামূলক প্রচার

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হল বালুরঘাটে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাট থানা চত্বরে ব্যানার হাতে প্রচারে নামে কর্তৃপক্ষ। থানায় বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আসা ব্যক্তিদের আইনি পরিষেবা সম্পর্কে জানানো হয়। নাবালিকাদের বিয়ে রোধ সম্পর্কে সজাগ করা হয়। এদিনের প্রচার অভিযান থেকে জানানো হয়েছে, জেলা আইনি পরিষেবার তরফে অঞ্চল ও থানায় নিযুক্ত পিএলভি দ্বারা বিবাদের আপোষ নিষ্পত্তি সম্ভব। মহিলা, শিশু, কারাগারে বন্দি অথবা পুলিশ হেপাজতে থাকা ব্যক্তিদের বিনামূল্যে উকিল প্রদানের কথাও বলা হয়েছে এদিন।

স্মারকলিপি

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : ডাক বিভাগের উত্তর দিনাজপুর ডিভিশনের মানোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। বৃহস্পতিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন সাংসদ। রায়গঞ্জের উকিলপাড়ায় অবস্থিত মুখ্য ডাকঘরের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি জানান কার্তিক। পাশাপাশি, রায়গঞ্জ ব্লকের বিন্দোলে উপ ডাকঘর পুনর্নির্মাণ, ইসলামপুর সাব-অফিসে স্টাফ কোয়ার্টারের সংস্কার ও জলের ব্যবস্থা করা, কালিয়াগঞ্জ সাব-অফিসের সংস্কার, রায়গঞ্জ ব্লকের লক্ষণীয়া শাখা ডাকঘরের নতুন বিল্ডিং নির্মাণের দাবি জানানো হয়। টুঙ্গিদিঘি, হেমতাবাদ ও সুভাষগঞ্জ শাখা পোস্ট অফিসকে সাব-পোস্ট অফিসে উন্নীতকরণের দাবিও জানানো হয় সাংসদের তরফে।

টাকা উদ্ধার করে দিলেও ফি দিতে অস্বীকার

বুনিয়াদপুর, ১৮ ডিসেম্বর : এটিএমে খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধারে আইনজীবীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন শ্রম দপ্তরের এক অস্থায়ী কর্মী। সেই টাকা সুদ সহ আদায় করিয়ে দেওয়ার পর ফি দিতে অস্বীকার করায় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করলেন ওই আইনজীবী। এ নিয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযুক্ত ওই অস্থায়ী কর্মী বুনিয়াদপুর পুরসভায় শ্রম দপ্তরের হয়ে কর্মরত রয়েছেন। আইনজীবী বাবলু মিয়াঁর বক্তব্য, কয়েকমাস আগে বিশ্বজিৎ সরকার নামে ওই ব্যক্তি বুনিয়াদপুরে এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম থেকে ৮ হাজার টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু মেশিন থেকে টাকা না বেরোলেও অ্যাকাউন্ট থেকে ৮ হাজার টাকা ডেবিট হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে গিয়ে সুরাহা না হওয়ায় আইনজীবী বাবলুর দ্বারস্থ হন বিশ্বজিৎ। নির্দিষ্ট এক চুক্তিতে টাকা উদ্ধারে সচেষ্ট হন বাবলু। ৮ হাজার টাকা উদ্ধার হয়, সঙ্গে আরবিআই অ্যাক্ট অনুযায়ী অতিরিক্ত ১৬ হাজার ৪০০ টাকা পাইয়ে দেন তিনি। কথা ছিল সেই ১৬,৪০০ টাকা ও ফি বাবদ ২,০০০ টাকা বাবলুকে দেবেন বিশ্বজিৎ। কিন্তু সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেন তিনি। বাধ্য হয়ে তাঁকে আইনি নোটিশ পাঠান বাবলু। ইতিমধ্যে পুর প্রশাসককে লিখিতভাবে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ১৮,৪০০ টাকা পরিশোধ না করলে বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে শ্রম দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন ও মহকুমা প্রশাসনকে বিষয়টি অবগত করে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবেন বলে জানান বাবলু।

এদিকে বিশ্বজিতের বক্তব্য, 'ফি বাবদ আইনজীবীকে ১ হাজার টাকা এবং অতিরিক্ত ওই ১৬,৪০০ টাকার ৫০ শতাংশ দেওয়ার কথা ছিল। টাকাটা খরচ হয়ে গিয়েছে। এর জন্য সময় চেয়েছি। শীঘ্রই পরিশোধ করে দেব।' পুর প্রশাসক সমীর সরকার বলেন, 'বিশ্বজিৎবাবু শ্রম দপ্তরের স্টাফ। আমাদের এই দপ্তরে কাজ করে আসছেন। বিষয়টি আইনজীবীর সঙ্গে দ্রুত মিটিয়ে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।'

আইনের পথে

- এটিএম থেকে ৮ হাজার টাকা তুলতে গিয়েছিলেন বিশ্বজিৎ নামে এক ব্যক্তি
- টাকা না বেরোলেও অ্যাকাউন্ট থেকে ৮ হাজার টাকা ডেবিট হয়ে যায়
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে গিয়ে সুরাহা না হওয়ায় আইনজীবী বাবলুর দ্বারস্থ হন তিনি
- ফি বাবদ ২,০০০ টাকা আইনজীবীকে দেননি বলে অভিযোগ

তিনদিনে ধৃত ৯ কারবারি

মাদকাসক্তদের দৌরাত্ম্য রায়গঞ্জে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জের প্রতিটি ওয়ার্ডে মাদকের কারবার বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের তরুণ-তরুণীরাও হেরোইনের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ। এমনকি নেশায় আসক্ত অনেকেই টাকা জোগাড় করতে চুরি, ছিনতাই সহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও। তবে পুলিশ নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁদের দাবি, একের পর এক অভিযান চলছে। তাতে সাফল্যও মিলছে। রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বেশ্বর সরকার বলেন, 'মাদক পাচারচক্রের কারবারিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে।'

কয়েক বছর আগেও শহরে চোলাই, গাঁজার নেশার কারবার চলত। এখন হেরোইন, বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন, ট্যাবলেটের নেশার দিকে ছাত্র ও যুবরা আসক্ত হয়ে পড়ছে। শহরের একাধিক শিক্ষিত ভদ্র পরিবারের বাবা-মায়েরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নেশার কবল থেকে মুক্ত করতে গোপনে নেশামুক্তিকেন্দ্রে অবধি পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে ফিরালেও ফের তারা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। দেবীনগর, কলেজপাড়া, বীরনগর, শক্তিনগর, মিলনপাড়া সহ শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নেশার কারবারিরা সক্রিয় রয়েছে। এই বিষয়ে উত্তর দিনাজপুর নাগরিক কমিটির সম্পাদক তপন চৌধুরী বলেন, 'নেশার খরচ মাসে ৩০-৪০ হাজার টাকা। ছেলেমেয়েদের ওই টাকা কোনও অভিভাবক দিতে পারে? তাই শহরে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। আমরা পুলিশকে ওই কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেছি।' এক নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা কোঅর্ডিনেটর নয়ন দাস জানান, তাঁর ওয়ার্ডে কয়েকজন অল্পবয়সির অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ এই সর্বনাশা নেশা। পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নিতে বলেছেন তিনি।

এদিকে, গতকাল রাতে গোয়ালপাড়া থেকে লক্ষাধিক টাকার মাদক সহ পাচারচক্রের চার পান্ডাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই নিয়ে চলতি সপ্তাহে চারদিনে মোট নয়জনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। আগে গ্রেপ্তার হওয়া পাচারকারীদের জেরা করে পুলিশ গতরাতে ইটাহারের বাসিন্দা মজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে। রায়গঞ্জ শহর ও শহরতলি এলাকা ছাড়াও জেলার নানা প্রান্তে রাহুল, সাদ্দাম ও মজিবুররা হেরোইন সহ বিভিন্ন মাদক ছড়িয়ে দিচ্ছিল। সম্প্রতি দেবীনগরের একটি বাড়ি সহ রায়গঞ্জের বেশকিছু বাড়িতে চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশি তদন্তে সেসমস্ত ঘটনায় নেশাখোরদের যোগসাজশ রয়েছে বলে উঠে এসেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটার স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

নেশার হটস্পট

দেবীনগর, কলেজপাড়া, বীরনগর, শক্তিনগর, মিলনপাড়া, গোয়ালপাড়া, সুভাষগঞ্জ, গৌরী, বড়ুয়া, কমলাবাড়ি-১ ও ২।

পদত্যাগ

ডালখোলা, ১৮ ডিসেম্বর : ডালখোলা হাইস্কুলের পরিচালন কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন ডালখোলা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজনা দাসের স্বামী তপন দাস। বুধবার ছিল ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন। তৃণমূলের তরফে সুজনা দাসের নাম ঘোষণা হয়েছিল আগেই। শেষমেশ সুজনার নাম কেউই প্রস্তাব না করায় তিনি চেয়ারম্যান পদে আসীন হতে না পাড়ায় বৃহস্পতিবার তাঁর স্বামী পরিচালন কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন।

এবিষয়ে ডালখোলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকুমার বিশ্বাস বলেন, 'পরিচালন কমিটির বৈঠক ডেকে পদত্যাগপত্র গৃহীত হবে কি না তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' ডালখোলা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা ডালখোলা হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি আলি রেজা খান বলেন, 'পরিচালনা কমিটির বৈঠকে তপন দাসের পদত্যাগপত্র নিয়ে আলোচনা করার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বিজেপির জেলা নেতা ভজন দে'র কথায় স্ত্রীকে চেয়ারম্যান পদে বসানোর স্বপ্নভঙ্গই পদত্যাগের কারণ। সিপিএমের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সুজিত দে সরকার বলেন, বড় স্বার্থ পূরণ না হওয়ার কারণেই ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ করাটাই স্বাভাবিক। এটাই তৃণমূলি কালচার।

চিত্র প্রদর্শনী

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর কলেজ ফোটোগ্রাফি ক্লাবের পরিচালনায় বুধবার থেকে গঙ্গারামপুর কলেজে এক্সপোজার-টু শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর সূচনা হয়। চলবে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দীপককুমার জানা, গঙ্গারামপুর ফোটোগ্রাফি ক্লাবের কোঅর্ডিনেটর তথা অধ্যাপক সৌরভ শর্মাধিকারী প্রমুখ। আলোকচিত্র সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদেরকে আরও আগ্রহী করে তুলতে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

দুই তৃণমূল নেত্রীর বিরোধ প্রকাশ্যে

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের কমিটি গঠিত হল বৃহস্পতিবার। জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে কমিটির ৩৭ জনের নামের পাশাপাশি ২৭টি ওয়ার্ড সভানেত্রীর নাম ঘোষণা করেন শহর কমিটির সভানেত্রী শিল্পী দাস। এছাড়াও আগামীদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন তিনি।

যদিও এদিনের এই কর্মসূচির কথা জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সাহাকে আগে থেকে জানানো হয়নি বলে দাবি তাঁর। চৈতালি বলেন, 'আজ ১২টায় আমাকে জানানো হয়েছে। তার মধ্যে আমি বাইরে আছি। বিধায়ক হয়তো তাঁকে বলেছেন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করতে। শহর সভানেত্রী ভালো বলতে পারবেন।'

এনিয়ে শিল্পীর বক্তব্য, 'কলকাতার নজরুল মঞ্চে একটা প্রোগ্রাম ছিল, সেখানে আমরা যোগ দিয়েছিলাম। আমরা সবাই ফিরে এসেছি, কিন্তু বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান থাকায় জেলা সভানেত্রী আসেননি। তিনি বাসে রওনা দিয়েছেন, পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে। তাই কর্মসূচিটা সেরে ফেললাম। ওঁকে জানানো হয়েছিল। আমাদের কমিটি গঠনের তারিখটা আগে থেকে নির্ধারিত ছিল বলে আর পরিবর্তন করা যায়নি।' শুক্রবার তাঁরা জেলা সভানেত্রীর ডাকে বিধান মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন বলে জানান শিল্পী।

> আজ ১২টায় আমাকে জানানো হয়েছে। তার মধ্যে আমি বাইরে আছি। বিধায়ক হয়তো তাঁকে বলেছেন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করতে।
>
> **চৈতালি ঘোষ,** *জেলা সভানেত্রী*

চারাগাছ বেচে স্বনির্ভরতার পথে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ ডিসেম্বর : সবুজের ডাকে ফিরছে মানুষের মন। ছাদের কোণে হোক কিংবা বাড়ির সামনের সামান্য ফাঁকা জায়গায়-নিজের হাতে গাছ লাগানোর আনন্দে মেতে উঠছেন বহু মানুষ। সেই আগ্রহকেই পুঁজি করে স্বনির্ভরতার নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের মহিলা ও পুরুষরা। বালুরঘাটের সৃষ্টিশ্রীমেলায় শুধু হাতে বানানো শিল্পকর্ম নয়। নানা প্রজাতির ফুল, ফল ও সবজির চারা গাছ বিক্রি করেই নজর কেড়েছেন তাঁরা। এই অবস্থায় ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে নজর রেখে চারাগাছকে ঘিরে জীবিকার স্বপ্ন দেখছেন অনেকেই।

হাতে বানানো শিল্পকর্মের পাশাপাশি চারাগাছও যে স্বনির্ভরতার অন্যতম বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, তারই ছবি ধরা পড়ল বালুরঘাটের সৃষ্টিশ্রীমেলায়। মেলায় দেখা মিলছে আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, লেবু, পেয়ারা সহ একাধিক ফলের চারার। পাশাপাশি চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাদা, গোলাপের মতো মরশুমি ফুলের চারাও নজর কাড়ছে। শুধু তাই নয়, দেশি ধনে, পালং, কলাই, খেসারি, তিসি, মটরশুঁটি, মূলা, লাউ গাছের চারার পাশাপাশি সেই চাষ থেকে উৎপাদিত ফসলও প্রদর্শনীর জন্য সাজিয়ে রেখেছেন বিক্রেতারা। অনেকেই বলছেন, এতে ক্রেতাদের আস্থা আরও বাড়ছে।

তপনের রামচন্দ্রপুর থেকে আসা মোস্তফা সরকার জানান, গত ২২ বছর ধরে তিনি চারাগাছের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর কথায়, 'আগে এত চাহিদা ছিল না। এখন বাড়ির সামনে বা ছাদে টবে বাগান করার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে ফুল ও ফলের চারার বিক্রি ভালো হচ্ছে। ২০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত দামের চারা রয়েছে।' তবে সরকারি সাহায্য না পাওয়ার আক্ষেপও শোনা গেল তাঁর গলায়। তবু মেলায় সুযোগ দেওয়ার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি তিনি। আরেক বিক্রেতা শিল্পী সরকার বলেন, 'ইনডোর প্ল্যান্টের চাহিদা এবার বেশ চোখে পড়ছে। লংকা, গোলাপ ও বিভিন্ন প্রজাতির আমের চারাও ভালো বিক্রি হচ্ছে।'

ক্রেতাদের মধ্যেও উচ্ছ্বাস স্পষ্ট। বালুরঘাট শহরের বাসিন্দা অর্পিতা দে বলেন, 'ছাদবাগানের জন্য এখানে এক জায়গায় এত রকম চারা পাওয়া যাচ্ছে, সেটাই বড় কথা। দামও নাগালের মধ্যে।' গঙ্গারামপুর থেকে আসা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নীরেন সাহা জানান, ফলের চারা কিনেছেন। নিজের হাতে লাগানো গাছ থেকে ফল পাওয়ার আনন্দই আলাদা।

সব মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে চারাগাছ এখন শুধু সবুজের বার্তা নয়। বহু মানুষের রুজি-রোজগারের ভরসাও হয়ে উঠছে। যেখানে নতুন করে পথ দেখাচ্ছেন তপন ব্লকের উদ্যানপালকরা।

বালুরঘাটের সৃষ্টিশ্রীমেলায় বিক্রি বেড়েছে চারা গাছের। -মাজিদুর সরদার

হুমায়ুন-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রীর ইস্তফা

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদকে ‘চোর’ বলে কটাক্ষ

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৮ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি, স্বজনপোষণ সহ একাধিক অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দলের দাপুটে নেত্রী শাহনাজ বেগম। তিনি ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। বেলডাঙ্গায় হুমায়ুন যখন বাবরি মসজিদ তৈরির কথা ঘোষণা করেন, প্রথম থেকেই সমর্থন ছিল শাহনাজের। হুমায়ুন এখন নতুন দল ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শাহনাজ কি সেই দলে যোগ দেবেন? তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদে কোনও সম্ভাবনাকেই উড়িয়ে দিচ্ছে না রাজনৈতিক মহল।

হুমায়ুনকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা থেকে সাসপেন্ড করার পরপরই মুর্শিদাবাদে আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতা-নেত্রী দল ছাড়ার ইঙ্গিত দেন। এমনকি ওই সভামঞ্চের নীচ থেকে আওয়াজ তুলতে দেখা যায় বিক্ষুব্ধদের। আর সেই জল্পনা কিছুদিনের মধ্যেই সত্যি হল। আর শাহনাজ শুধু ইস্তফা দিয়েছেন তাই নয়, তিনি তৃণমূল জেলা পরিষদকে সরাসরি ‘চোর’ বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের চুরির সঙ্গে আমি কোনওভাবে যুক্ত থাকতে চাই না। এই চোর জেলা পরিষদের একজন অংশীদার হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই দুর্নীতি মেনে নেওয়া যায় না। তাই মেয়াদকাল পূর্ণ হওয়ার আগেই আমি সদস্যপদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। আমি উপরমহলে বহুবার জানিয়েছি, দলের শীর্ষ নেতৃত্বকেও জানিয়েছি, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।’

ইস্তফা প্রসঙ্গে শাহনাজের কথা, ‘ডিভিশনাল কমিশনার সাহেবকে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি। সোমপাড়া-১, সোমপাড়া-২, রামপাড়া-১ ও রামনগর বাছড়ার মানুষ ২০১৩ সাল থেকে টানা তিনবার একই আসনে আমাকে নির্বাচিত করেছেন। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে দলমত এবং জাতিবর্ণধর্মনির্বিশেষে অভিভাবক হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেছেন, দোয়া করেছেন। আপনাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভালোবাসা চিরদিন থাকবে।’

শাহনাজ এর আগেও ২০২৩ সালের ১৬ অগাস্ট তৃণমূলের জেলা মহিলা সভানেত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। শাহনাজের কথায়, ‘জীবনে কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করিনি। আগামীতেও করব না।’ এক সময় অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসের হয়ে শাহনাজ নিজের রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু করেন। তিনি কংগ্রেসের অনেক নেতা-নেত্রীকে নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। বলা হয়, তাঁর নেতৃত্বেই মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয় শাসকদল।

জি রাম-জি আইনে নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা

স্বচ্ছতা রক্ষায় অস্ত্র অ্যাপ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : ‘বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’ নিয়ে শাসক-বিরোধী তর্জা তুঙ্গে। নামবদল নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে। তবে ১০০ দিনের কাজের (১২৫ অবশ্য) নতুন রূপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ঠিক কী কী সুবিধা পাবেন তা অনেকাংশেই বিভিন্ন মহলের কাছে এখনও অস্পষ্ট। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, প্রকল্পে দুর্নীতির অসুর বধ করতে ডিজিটাল অস্ত্রে ভরসা রাখতে হচ্ছে।

গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার প্রকল্প থেকে জাতির জনকের নাম সরিয়ে কৌশলে রাম-নাম ঢোকানোর অভিযোগে যখন সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে ঠিক তখনই নতুন বিলের কর্মপদ্ধতি নিয়ে গ্রাম সংসদ এলাকার অনেকের কপালেই ভাঁজ পড়েছে। উপস্থিতির হিসাব রাখা এবং মজুরি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা রাখবে ডিজিটাল পদ্ধতি। দীর্ঘদিন গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিমে সুপারভাইজারের কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক অস্থায়ী কর্মীর কথায়, ‘বিলটা পুরো পড়া হয়নি। তবে যেটুকু বুঝেছি তাতে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এর বাস্তবায়ন এবং কাজ করানো ভীষণ রকমের চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেল বলেই মনে হচ্ছে।’ তবে প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই নিয়মগুলি কার্যকর হতে পারে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। কাজ না করে মজুরি নেওয়া বা মাস্টার রোলের মাধ্যমে মজুরি লুট অনেকাংশেই বন্ধ হতে পারে নতুন পদ্ধতিতে।

বন্ধ হওয়ার আগে একশো দিনের কাজ চলছে। -ফাইল চিত্র

ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের নতুন বিল অনুসারে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি সাতদিনের মধ্যে সমস্ত রকমের অভিযোগ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে বছরে ১২৫ দিনের কাজের নতুন প্রকল্পের সবথেকে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে ডিজিটাল নজরদারি এবং লেনদেন। এজন্য পূর্ণাঙ্গ মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে বলে খবর। সেই অ্যাপের মাধ্যমেই নতুন প্রকল্পের আবেদন, তা মঞ্জুর, বাস্তবায়ন এবং নজরদারি চালানো হবে। যাঁরা প্রকল্পে শ্রমিক হিসেবে কাজ করবেন তাঁদের কাজের সময় বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে নিজেদের হাজিরা নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে কাজ হবে সেই স্থানের জিও ট্যাগিং এবং উপগ্রহ চিত্র নিশ্চিত করার পরেই শুরু করা যাবে প্রকল্পের কাজ।

ডিজিটাল হাজিরার ব্যবস্থাতেও নতুনত্ব আসতে চলেছে। ২০২১-’২২ অর্থবর্ষে একশো দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ হওয়ার সময় দিনে দুইবার করে হাজিরা নেওয়ার পদ্ধতি চালু ছিল। নতুন প্রকল্পে অ্যাপের মাধ্যমে দিনে চারবার ডিজিটাল রিয়েল টাইম হাজিরা নেওয়া হবে। প্রতিদিন প্রকল্পের কাজে যাঁরা যুক্ত হবেন তাঁদের চারবার করে বায়োমেট্রিক দিয়ে উপস্থিতি প্রমাণ করতে হবে। এমনকি সমবেত এবং ব্যক্তিগত হাজিরা দিতে হবে অ্যাপে। একজন শ্রমিকের মুখের সামনে অ্যাপ ক্যামেরা ধরে তাঁর চোখ-খোলা বন্ধের ছবি তুলে রিয়েল টাইম লাইভ হাজিরা নেওয়া হবে দিনে চারবার। সব ঠিক থাকলে সপ্তাহ শেষে অ্যাকাউন্টে মজুরি পাবেন নথিভুক্ত শ্রমিক।

গ্রামীণ কাজের গ্যারান্টি স্কিম প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবিত নতুন বিলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ইস্যুতে সরব হলেন জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্ত। তিনি বলেন, ‘যৌথ সংসদীয় কমিটির রিপোর্টেই স্পষ্ট হয়েছিল যে, এরাজ্যে ভুয়ো জব কার্ডের মাধ্যমে শ্রম দিবস দেখিয়ে তৃণমূলের নেতারা মজুরির টাকা আত্মসাৎ করেন। নতুন প্রকল্পে সেসব বন্ধ হলে মানুষের উপকার হবে।’ জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করে গ্রামীণ মানুষের কাজের অধিকার ফিরিয়ে এনেছে তৃণমূল। সরকারি অর্থ নয়ছয়ের অভ্যাস রয়েছে বলেই কেন্দ্র জটিল আইন আনবে।’

যা যা সুবিধা

- ১০০ দিন নয়, গ্রামীন এলাকার মানুষ ১২৫ দিন কাজ করার অধিকার পাবেন
- নতুন প্রকল্পের সবথেকে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে ডিজিটাল নজরদারি এবং লেনদেন
- এতে প্রকল্পের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে তৎপর কেন্দ্র

গৃহীত সিদ্ধান্ত

- নতুন বিল অনুসারে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে
- ২০৪৭ সালে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তৃণমূল স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন করা হবে
- সর্বোপরি সাত দিনের মধ্যে প্রকল্পের সমস্ত রকমের অভিযোগ নিস্পত্তি করতে হবে

টাইগার হিল বয়কটে গাড়িচালকরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : পাহাড়-সমতল গাড়িচালকদের সমস্যা যেন মিটছেই না! সময়সীমার মধ্যে প্রশাসন তাদের দাবি না মানায় শুক্রবার থেকে টাইগার হিল বয়কটের ডাক পাহাড়ের সমস্ত গাড়িচালক সংগঠনের। এই পরিস্থিতিতে পর্যটনের ভরা মরশুমে পর্যটক হয়রানির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যদিও সমতলের গাড়িগুলি পর্যটক নিয়ে টাইগার হিলে যাবে বলে জানা গিয়েছে।

তবে শুধু বয়কটই নয়, এরপরেও দাবি পূরণ না হলে পাহাড়ের পরিবহণ সংগঠনগুলি আগামীদিনে পরিবার নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন এবং অনশনে বসার হুমকি দিয়েছে। এদিকে, পাহাড়-সমতল গাড়িচালকদের সমস্যার মধ্যে আরও সংগঠিত হতে শুরু করেছে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলি। সম্ভবত শুক্রবার শিলিগুড়ি, জয়গাঁ, তরাই, ডুয়ার্সের সমস্ত পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলি বৈঠকে বসে একটি মঞ্চ তৈরি করতে চলেছে।

ক্রমবর্ধমান এমন সমস্যা নিয়ে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান বলছেন, ‘সাংবাদিকদের মাধ্যমেই বিষয়টি জেনেছি। পাহাড়ের গাড়িচালকদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।’ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে সমতলের কোনও গাড়ি পর্যটক নিয়ে যেতে পারবে না। দার্জিলিংয়ের পরিবহণ সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ সংযুক্ত চালক সংঘের এই দাবিকে ঘিরেই পাহাড়-সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলির মধ্যে বিরোধ ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। সমস্যার সমাধান চেয়ে দু’পক্ষই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়। যদিও দার্জিলিং জেলা প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, পাহাড়-সমতলের সমস্ত গাড়ি সব জায়গায় চলাচল করবে। প্রশাসনের নির্দেশের পরেও পাহাড়ের গাড়িচালকরা বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি আটকাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এছাড়াও চালকদের হুমকি, গাড়ি ভাঙচুর করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

গত মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে সংযুক্ত চালক সংঘ বৈঠক করে প্রশাসনকে তাদের দাবি মানার জন্য ১৮ ডিসেম্বর সময়সীমা বেঁধে দেয়। তাদের দাবি ছিল, পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে শুধুমাত্র স্থানীয় গাড়িই চলাচল করতে পারবে। সমতলের গাড়িগুলিকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পর্যটকদের নামিয়ে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু প্রশাসন এই সময়সীমাকে পাত্তা দেয়নি। বৃহস্পতিবার বিকেলে দার্জিলিংয়ে ফের বৈঠকে বসে সংযুক্ত চালক সংঘ।

বৈঠক শেষে সংগঠনের নেতা পাসাং শেরপা বলেন, ‘প্রশাসনকে সময়সীমা দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে জিটিএ কোনও বৈঠক ডাকা বা আমাদের কোনও আশ্বাস না দেওয়ায় প্রত্যেকেই হতাশ। সেই জন্য আমরা শুক্রবার থেকে টাইগার হিল বয়কট করছি। পাহাড়ের কোনও গাড়ি পর্যটক নিয়ে টাইগার হিলে যাবে না। হয়রানির কথা ভেবে পর্যটকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।’

তিনি আরও জানান, আর কয়েকদিন অপেক্ষা করা হবে। তারপরেও পরিস্থিতির উন্নতি না হলে শুধু চালক বা মালিকরাই নয়, তাঁদের পুরো পরিবার নিয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবে। প্রয়োজনে অনশনও হবে। পাসাংয়ের অভিযোগ, ‘জিটিএ চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা পুরো বিষয়টি মিটমাটের জন্য ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহানকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি।’ যদিও রাজেশের পালটা বক্তব্য, ‘আলোচনার মাধ্যমে জটিলতা কাটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।’

থানায় কিশোরী

প্রথম পাতার পর

বাড়িছাড়া হতে হয়েছে বলে অভিযোগ। তারপর থেকে ওই বৃদ্ধা একাই একটি বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করে নিজের সংসার চালান।

এদিকে বাবা-মায়ের এই কর্মকাণ্ড দীর্ঘদিন দেখে চুপ করে থাকলেও, সম্প্রতি টেস্টে রেজাল্ট খারাপ হয় ওই নাবালিকার। সামনেই মাধ্যমিক। তাই বাবার এই ফুর্তির আসর বন্ধ করতে প্রতিবাদ করে ওই নাবালিকা। আর এতে ব্যাপক মারধর শুরু হয় ওই নাবালিকার উপরে। বাবা-মা দুজন মিলে তার উপরে নির্যাতন শুরু করে বলে অভিযোগ তার। এই নির্যাতনের পাশাপাশি ওই নাবালিকাকে আর পড়াশোনা করাবে না বলে জানিয়ে দেন তার বাবা-মা। তাকে জোর করে বিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। আর এতেই উপায় না পেয়ে গত মঙ্গলবার বাড়ি থেকে পালিয়ে ঠাকুমার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয় ওই নাবালিকা। বুধবার রাতে ঠাকুমার বাড়িতে গিয়ে তার বাবা-মা প্রবল তাণ্ডব চালালে, এদিন সকালে বাধ্য হয়ে বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হন তাঁরা। নাবালিকা নাতনির উপর নির্যাতন ও তার বাল্যবিবাহ রুখতে বালুরঘাট থানার পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা বলেন, ‘আমি প্রতিবাদ করায় আমাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আমি শান্তিতে থাকতে চুপ করে ছিলাম। এখন ওদের চোখের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওইটুকু মেয়ে। তাই আমি ওর পাশে দাঁড়িয়েছি। ওদের এই অত্যাচার কোনওভাবেই আমি আর মানব না।’

নাবালিকার কথায়, ‘বাবা-মার এমন ফুর্তির জন্যই আমার পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। টেস্টে খারাপ রেজাল্ট হয়েছে। শুধুমাত্র এই কথা বলাতেই, আমাকে মারধর করা হচ্ছে, জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।’

নববধূকে বিক্রি

প্রথম পাতার পর

ফলে যোগাযোগের কোনও সুযোগ ছিল না। দিল্লি থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে আসার পর আমার কাছে এলে, আমি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়েরের ব্যবস্থা করি। তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ধারার পাশাপাশি, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী খুনের চেষ্টা, অপহরণের মতো একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।’

এদিকে তরুণীর বাবা বলেন, ‘নগদ এক লক্ষ দশ হাজার টাকা, দেড় ভরি সোনা, পাঁচ ভরি রুপো ছাড়াও আসবাবপত্র দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। জামাইয়ের সঙ্গে মেয়ে দিল্লি যাওয়ার পর ফোন মারফত জানতে পারি, আমার মেয়ে নাকি অন্য এক তরুণের সঙ্গে পালিয়েছে। গতকাল মেয়ের মুখ থেকে জানতে পারি জামাইয়ের কুকীর্তির কথা। এরপর আইনজীবীর পরামর্শে কর্ণজোড়া সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। জামাই এখনও দিল্লিতে রয়েছে।’

এদিকে, কর্ণজোড়া সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

উল্কাপাত

প্রথম পাতার পর

একই উজ্জ্বলতায় দেখা গিয়েছে তাতে এটি যে উল্কাপাত, সে বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ নেই। চিনা রকেটের রি-এন্ট্রি নিয়ে একটি খবর ছড়াচ্ছে। তবে তা নেহাৎই গুজব। আজ কোনও চিনা রকেটের রি-এন্ট্রির তারিখ ছিল না। এ সংক্রান্ত যে ছবিটি দেখানো হচ্ছে সেটি আজকের নয়, কয়েক মাস আগের।’

এদিকে আকাশে আলোর বিচ্ছুরণ ও প্রচণ্ড শব্দের পরই বিভিন্ন জায়গা থেকে আগুনের গুজব ছড়াতে থাকে। কখনও হলদিবাড়ির বেরুবাড়ি, কখনও জলপাইগুড়ি শহরের কাছে তিস্তার স্পার এলাকা, কখনও ময়নাগুড়ির হেলাপাকড়িতে জ্বলন্ত কিছু মাটিতে আছড়ে পড়েছে বলে খবর রটে। তবে, বাস্তবে ওই জায়গায় কিছুই পাওয়া যায়নি। রাতে জানা যায়, গধেয়ারকুঠির বগরিবাড়ি এলাকায় জলঢাকা নদীর চরে মাটিতে জ্বলন্ত কিছু দেখতে পেয়েছেন কেউ কেউ। এদিন সন্ধ্যা থেকেই জলঢাকা নদীর চরের ওই এলাকায় হাতির দল বেরিয়েছে বলেও খবর ছিল। শ্রীকান্ত রায় নামে ধূপগুড়ির এক বাসিন্দার কথায়, ‘প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেয়েছি। কিন্তু জিনিসটা কী, তা বুঝতে পারিনি। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা ডঃ গোপীনাথ রাহা অবশ্য বলেন, ‘উত্তরবঙ্গের কোথাও উল্কাপাত সংক্রান্ত কোনও খবর আমাদের কাছে নেই।’

৮ মাস স্বস্তি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু আমরা চাই চাকরির স্থায়িত্ব। আমরা নির্দোষ। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কারণে আমাদের চাকরি গিয়েছে। যোগ্য হয়েও যাঁরা নথি যাচাইয়ে ডাক পাননি, তাঁদের আইন মেনে নিয়োগের ব্যবস্থা করুক সরকার। একজন যোগ্যও যেন বঞ্চিত না হন।’ খুশি নন রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর কে সি আর বিদ্যাপীঠের শিক্ষিকা কৃষ্ণ মৃত্তিকা নাথ। তিনি বলেন, ‘এভাবে আর ঝুলে থাকতে ভালো লাগছে না। স্থায়ী সমাধান চাইছি।’

হিন্দুত্ব দাওয়াই

প্রথম পাতার পর

স্বতন্ত্র পরম্পরাই আমাদের হিন্দু সংস্কৃতি।’ তাঁর স্পষ্ট কথা, ‘আজ যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে মানতে চান না, তাঁরাও কিন্তু হিন্দু পূর্বপুরুষদের বংশধর।’ উত্তরবঙ্গকে অনেক আগে থেকে পাখির চোখ করেছে আরএসএস। বিভিন্ন জেলায় একেবারে গ্রাম স্তরে সংঘের শাখা অনেক বেড়েছে। ভাগবতের এবারের সফরে স্পষ্ট, সংঘের ফোকাস এখন তরুণ প্রজন্মের ওপর। শুধু যুবদের সঙ্গে সংঘ প্রধানের বৈঠক তার প্রমাণ।

তিনি নিজেও বলেন, ‘ভবিষ্যতের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিক বা না নিক, অবশ্যম্ভাবীভাবে যুবসমাজের কাঁধেই পড়বে।’ প্রকৃত অর্থে যুবসমাজের এখনকার প্রবণতা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও কেরিয়ার সর্বস্বতা থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ভাগবত। বৃহস্পতিবারের সভায় তিনি যুবদের সতর্ক করে বলেন, ‘আমরা যদি কেবল নিজেদের জন্য কাজ করি, তবে কি আমি ও আমার পরিবার সত্যিই নিরাপদ থাকবে?’

মনে করা হচ্ছে, শুধু নিজের বা পরিবারের কথা ভাবলে একইসঙ্গে জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্বের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাঁর এই বক্তব্যের নেপথ্যে। শিলিগুড়ির সভায় সংঘের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের কর্তাদের পাশাপাশি বিজেপির নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি রাজু সাহা, সাধারণ সম্পাদক নান্টু পালকে দেখা গিয়েছে। ছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনও।

সংঘের দাবি, প্রায় সাড়ে সাত হাজার তরুণ এই সভায় এসেছিলেন। আরএসএস প্রধানের জন্যে সেবক রোডের সারদা শিশুতীর্থ স্কুল এলাকা নিরাপত্তায় মুড়ে দিয়েছিল পুলিশ। দুই দফায় মোট ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট ভাষণ দেন সংঘ প্রধান। প্রথম ধাপে তিনি ভাষণ দেন, দ্বিতীয় ধাপে যুবদের প্রশ্নের উত্তর দেন। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা তরুণদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তাঁদের অনেকেই বিজেপির সক্রিয় কর্মী।

নির্বাচনের আগে সংঘ প্রধানের সভা এবং যুবশক্তির প্রদর্শন আদতে রাজ্যের শাসকদলকে চাপে রাখতে বিজেপির কৌশল বলে মনে করা হচ্ছে। সভায় উপস্থিত ধূপগুড়ির বাসিন্দা সুভাষ বর্মনের বক্তব্য, ‘আমরা সংঘের সঙ্গে আছি, বিজেপির সঙ্গেও আছি।’ মালদার অনিন্দিতা সরকার বলেন, ‘মোহনজি হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার সৈনিক। ওঁর দেখানো পথে চলতে পারা আমাদের সৌভাগ্য।’

যুবসমাজের সামনে ভাষণে ভারত ও হিন্দুত্বকে একই পংক্তিতে বসান ভাগবত। সরসংঘচালকের ভাষায়, ‘যাঁর হৃদয়ে ভারতভক্তি নেই, তিনি হিন্দুই নন। ভারতের প্রতিটি ব্যক্তি ভারতের জন্য বাঁচবে, ভারতের জন্য মরবে, ভারতকে জানবে ও ভারতকে মানবে।’ এই প্রসঙ্গে তিনি টেনে আনেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগাওয়ারের প্রসঙ্গ। যিনি সংঘে ডক্টরজি সম্বোধনে পরিচিত।

সরসংঘচালক বলেন, ‘দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে ব্যক্তি নির্মাণের কাজের সূচনা করেন ডক্টরজি। সংঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে কাজ করে এগিয়ে চলেছেন।’ যুবদের উদ্দেশে তাঁর সরাসরি আহ্বান, ‘সংঘে আসুন, সংঘকে পরখ করুন এবং সবকিছু সঠিক মনে হলে সংঘের কাজে যুক্ত হন। আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা সাভারকার ও ডক্টরজিকে তিনি কার্যত ভারতের অন্য মনীষীদের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন।

ভাগবতের ভাষায়, ‘বীর সাভারকার, সুভাষচন্দ্র বসু ও লোকমান্য তিলকের মতো মহাপুরুষদের মতো ডক্টরজি উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজকে সংশোধন না করলে দেশের মুক্তি ও উন্নতির সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।’ বন্দে মাতরম বিতর্কের মাঝে তাঁর ‘কিশোর বয়সেই ডক্টরজি নাগপুরের বিদ্যালয়ে বন্দে মাতরম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন’ মন্তব্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে সংঘের পূর্বসূরিদের অবদানের দাবি সূক্ষ্মভাবে আছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বরং কংগ্রেসকে খাটো করার চেষ্টা স্পষ্ট তাঁর ভাষণে। ভাগবতের কথায়, ‘সমাজকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাগ্রত করার উদ্দেশে ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসকে ভারতীয় নেতারা নিজেদের করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বার্থের কারণে সেই রাজনৈতিক ধারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।’

কেন্দ্রকে গোল মমতার

প্রথম পাতার পর

এরপর বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনার পর সরকার রাজ্যসভাতেও বিলটি পাশ করিয়ে নেয়। শুক্রবার শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিন। এর মাধ্যমে কার্যত ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পকে ‘গান্ধিহীন’ করার পথে কেন্দ্র এগোল।

মমতার পাশাপাশি অন্য বিরোধী নেতা-নেত্রীরাও অভিযোগ করেন, মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলা শুধু একটি নাম পরিবর্তন নয়, এটি এক ঐতিহাসিক ও আদর্শগত ধারণা মুছে ফেলার চেষ্টা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ‘ইন্ডিয়া’ জোটের সাংসদরা সংসদ চত্বরে মিছিল করেন। সোনিয়া গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে সহ কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্ব ব্যানার-পোস্টার হাতে মিছিলে শামিল হন। তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক সাংসদও সেই মিছিলে ছিলেন। বিরোধীদের দাবি, গান্ধির নাম সরানো চলবে না, বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে হবে। তবে সরকার অনড় অবস্থানেই থাকে।

এদিন লোকসভার অধিবেশন শুরু হতেই অনেক সাংসদ মহাত্মা গান্ধির ছবি হাতে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। বিলের কপি ছেঁড়া হয়, স্লোগানে সংসদ সরগরম হয়ে ওঠে। নাম বদল নিয়ে প্রিয়াংকা কটাক্ষ করে বলেন, ‘এই সরকারের নাম বদল করার একটা বাতিক রয়েছে।’ পালটা শিবরাজের দাবি, কংগ্রেসই নেহরুর নামে একের পর এক প্রকল্পের নামকরণ করেছিল। ২০০৫ সালে ইউপিএ সরকার প্রকল্প চালু করলেও ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই গান্ধির নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রিয়াংকার পাশাপাশি ডিএমকে-র টিআর বালু, সপা-র ধর্মেন্দ্র যাদব, তৃণমূলের সৌগত রায়, জুন মালিয়ারা জানান, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল তড়িঘড়ি পাশ না করিয়ে সংসদীয় বা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক। কিন্তু সরকার সেই দাবি মানেনি। হইচইয়ের মধ্যেই ধ্বনিভোটে ‘জি রাম জি’ বিল পাশ করানো হয়। বিল পাশের পরেই স্পিকার গোটা দিনের জন্য লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেন।

প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশ বহন করতে হবে রাজ্যগুলিকেই বলে এতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান দাবি করেন, ‘বাস্তবে কাজের প্রয়োজন হলে রাজ্যগুলি অতিরিক্ত অনুদান চাইতে পারে। রাজ্যগুলি চাইলে নিজেদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারবে।’

মাখনায় বাংলা ব্রাত্যই

প্রথম পাতার পর

যাঁরা নিজেদের জমিতে চাষ করেন তাঁদের জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি ঋণের বন্দোবস্ত হয়নি বা কোনও ‘সাবসিডি’ও পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। চাষিদের অভিযোগ, কয়েক বছর আগে খরার সময় এলাকায় মাখনা চাষ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সে সময় জমি থেকে অনেকেই মাখনা তোলেননি। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করে কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন চাষিরা। কিন্তু সে সময় সরকার কিংবা ব্যাংক চাষিদের পাশে দাঁড়ায়নি।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় যে সমস্ত কারখানায় মাখনা প্রক্রিয়াকরণ হয় সেখানে স্থানীয় মহিলারা দৈনিক মজুর হিসেবে এই খই ঝাড়াই-বাছাই থেকে শুরু করে প্যাকেজিংয়ের কাজ করেন। কিন্তু অভিযোগ, ৮ থেকে ১০ ঘণ্টার বেশি তাদেরকে খাটিয়ে নেওয়া হলেও সরকারি নিয়ম মেনে পর্যাপ্ত মজুরিও দেওয়া হয় না।

প্রতিবছর হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা থেকে প্রায় ১০ লাখ বস্তা মাখনার খই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য এবং বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয় মাখনা। তার মধ্যে আমেরিকাও রয়েছে। দেশে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ মাখনা বিহার থেকে রপ্তানি হয়। বাকি ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মাখনা হরিশ্চন্দ্রপুর সরবরাহ করে। গত বছর ভারত থেকে ৬০০ টন মাখনা বিদেশে রপ্তানি হয়েছিল। কিন্তু এই উৎপাদনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের কোনও উন্নয়ন হয়নি। হরিশ্চন্দ্রপুর ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পবন কেডিয়া বলেন, ‘মাখনা প্রক্রিয়াকরণে সরকার অটোমেশন প্রক্রিয়া নিয়ে এসেছে ঠিকই তবে সেটা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে না। গতানুগতিক হাতে তৈরি মাখনার উপর আমাদের ভরসা রাখতে হচ্ছে।’

আরেক ব্যবসায়ী রুপেশ আগরওয়ালের কথায়, ‘মেশিনে তৈরি মাখনার উৎপাদনের পরিমাণ কম। এক কুইন্টালে চার থেকে সাড়ে চার বস্তা মাখনা খই তৈরি হয়। কিন্তু সেটা যদি হাতে তৈরি করা হয় তাহলে তার পরিমাণ বেড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ বস্তা হয় এবং সাইজে অনেক বড় পাওয়া যায়।’

গত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনি প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে মাখনাকে কেন্দ্র করে শিল্পাঞ্চল তৈরি করার। কিন্তু বছর গড়িয়ে গিয়েছে বাস্তবে কিছুই হয়নি। চলতি বছরে বাজেটে ১০০ কোটি টাকা খরচা করে বিহারে মাখনা বোর্ড হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এক্ষেত্রে সেই তিমিরেই। এই ব্যাপারে অগ্রগামী কিষানসভার জেলা সভাপতি অজিত সাহা বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মাখনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শিল্প স্থাপন হবে। শুনেছিলাম মাখনার আঁতুড় বারদুয়ারিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব গড়ে তোলা হবে। কিন্তু কোথায় কী?’

বড় অভাব সীমান্তের দুই পারে

প্রথম পাতার পর

বঙ্গবন্ধুর এক কথায় ইন্দিরা গান্ধি বাংলাদেশের একটা জেলাতেও সেনা রাখার পথে যাননি। রাখলে বাংলাদেশের কিছু করার ছিল না।

যাঁরা সত্যিকারের ভারতপ্রেমী, বোধ-বুদ্ধি আছে, তাঁরা অসহায়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কিছু বললেই তাঁদের দেগে দেওয়া হবে আওয়ামী ও হাসিনা ভক্ত বলে। ভারতে যেমন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরুরা সোচ্চার হলেই তাঁকে বলে দেওয়া হচ্ছে সনাতন-বিরোধী।

জাতীয় দিবসের পরদিনই যেভাবে ভারতীয় হাইকমিশন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় নেমেছিল ঢাকার কিছু তরুণ, তাতে মনে হয় ভারত-বাংলাদেশ কোনওদিন বন্ধু ছিল না। এটা আর একটা রাশিয়া-ইউক্রেন বা ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন। সবচেয়ে সমস্যায়, ডাক্তার দেখাতে আসার জন্য যে গুরুতর অসুস্থ বাংলাদেশিরা ভারতীয় ভিসার আবেদন করেছিলেন। ভিসা এখন দেওয়া বন্ধ। সেই অসহায় মানুষগুলোর কী হবে? এই বোধটাই আসলে ওপারের বহু নেতার নেই। হাসনাতের হুমকি, ‘ভারতীয় হাইকমিশনারকে লাথি মেরে বের করে দেওয়া উচিত ছিল।’ এরা চালাবে বাংলাদেশ? এপারেও কি বোধ আছে আর?

আমাদের এদিকে, দিনদুয়েক আগে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এক মুসলিম চিকিৎসক তরুণীকে চাকরির সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে তাঁর হিজাব ধরে টান দিলেন। হাসি হাসি মুখে। মানসিক অসুস্থতা বোঝাই যাচ্ছে। আর বাংলাদেশেও মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ অনেকেরই। ইউনূস সরকারের নারী বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন মুরশিদ যেমন বলেছেন, চব্বিশের আন্দোলনকারীরাও মুক্তিযোদ্ধা। যা শুনে তসলিমা নাসরিনের কটাক্ষ, ‘বাবা সারওয়ার মুরশিদ বেঁচে থাকলে কন্যাকে ত্যাজ্যকন্যা করতেন কি না জানি না।’

আমাদের এখানে বাংলার প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তাঁর চরম বিতর্কিত ভাই স্বরূপের স্ত্রী, সন্তানদের মাঠে এনে টেনে ঢুকিয়ে দিলেন মেসির পাশে। মুম্বইয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের স্ত্রী অম্রুতা ফড়নবিশ চুইংগাম চিবোতে চিবোতে অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে সেলফি তুললেন মেসির সঙ্গে। মেসির সামনেই নয়াদিল্লিতে গ্যালারির জনতা বিদ্রুপে ভরিয়ে দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তকে। ধোঁয়াশার জন্য ‘একিউআই’ ‘একিউআই’ বলে চেঁচিয়ে। আর বাংলাদেশে বিজয় দিবসে শহিদদের গণকবরের ওপর দাঁড়িয়ে নাচ-গানের রিলস তৈরিতে ব্যস্ত হলেন অনেকে। সাভারে জাতীয় সৌধের অনেক কবরে দাঁড়িয়েই সেলফি তুললেন বহু মানুষ। অকৃতজ্ঞ কিছু বাঙালির জন্য ফুলে ফুলে ভরা কিছু কবরকে বেমানানই দেখিয়েছে।

ভারত এবং বাংলাদেশ, দুটো দেশেই চোখের বদলে চোখ নেওয়ার দাবি তুলতে পিছপা নন কেউ। উত্তর ভারতের রেশ এখন পশ্চিমবঙ্গের বহু নেতার গলাতেও। আবার বাংলাদেশে সদ্য পদত্যাগী তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ভাষণ দিতে গিয়ে বলে দেন, ‘আমাদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। একটা লাশ পড়লে আমরা কিন্তু লাশ নেব। অত সুশীলতা করে লাভ নেই। কারণ অনেক ধৈর্য ধরা হয়েছে।’

বিজয় দিবসে বাংলাদেশের লক্ষ্মীপুরে মুক্তিযুদ্ধের গল্পে রাজাকারের পাঠ নাটক চলছিল। সেখানে নারী নির্যাতনের দৃশ্যে রাজাকারের চরিত্রে পাঞ্জাবি টুপি পরে অভিনয় করছিল কেউ। তাতেই আপত্তি তুলে নাটক ভন্ডুল করে দেন জামায়েত নেতারা।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম ভারতের নামে অকথ্য গালাগাল দেবে। এদিকে আইপিএলে মুস্তাফিজুর রহমান ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় কলকাতার টিমে যোগ দিলে হইহই করবে! অনেকে কলকাতাকে সমর্থন করবে ম্যাচের সময়। কেন তারা আইপিএল দেখা বয়কট করবে না? বলিউডের সিরিজে তাদের নায়ক আরিফিন শুভ অভিনয় করলে তা নিয়ে বিশাল লেখা বেরোবে। যেমন অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমে বিশাল খবর বেরোবে টালিগঞ্জ বা মুম্বইয়ের তৃতীয় শ্রেণির নায়িকাদের নিয়ে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রবীণ সৈনিকরা কলকাতায় বিজয় দিবসে এসে আন্তরিকভাবে বলেছেন, দুই দেশের তিক্ততা কমাতে হলে দু’পক্ষেরই মলম লাগানো দরকার। দু’পক্ষকেই অনেকটা ছাড়তে হবে। সেটা আদর্শ পরিস্থিতি। কতটা সম্ভব বাস্তবে, সেটাই প্রশ্ন। বাংলাদেশেই তো মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকরা যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছেন না এখন। ভারতও আবার দাদাগিরি দেখানো কমায়নি।

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ভারতের উপদেশে ক্ষিপ্ত বাংলাদেশের কর্তারা। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের মন্তব্য, ‘আমরা অত্যন্ত উঁচু মানের... মানুষ যাতে ভোট দিতে যায় এমন পরিবেশ তৈরি করতে চাই যে পরিবেশ গত ১৫ বছর ছিল না। গত পনেরো বছর যে সরকার ছিল তাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মধুর ছিল। ওই সময় যে প্রহসনমূলক নির্বাচন হয়েছিল তা নিয়ে ভারত একটি শব্দ উচ্চারণ করেনি। এখন সামনে একটা ভালো নির্বাচনের দিকে যাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের নসিহত করার তো কোনও প্রয়োজন নেই।’

তাঁরা একদিকে বলছেন, উচ্চমানের নির্বাচন হবে, প্রহসনমূলক নির্বাচন হবে না। আরেকদিকে শুরুতেই আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করে প্রহসনমূলক নির্বাচনের দিকে ঠেলে দিয়েছেন দেশকে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর মন্তব্য, আওয়ামী লিগের কাউকে দেখামাত্র গ্রেপ্তার করতে হবে। না করলে পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।’

একটা বড় পার্টি যদি নির্বাচনে না-ই লড়তে পারে, তাহলে কীসের ‘অত্যন্ত উঁচুমানের ভোট’ তৌহিদ সাহেব-জাহাঙ্গীর সাহেব? আপনাদের কথাই বলে দিচ্ছে, ‘নিহত’ আওয়ামী লিগকে আপনারা আজও কী পরিমাণ ভয় পান! এবং আবার সেই হাসিনা আমলের প্রহসনমূলক ভোট হতে চলেছে মুজিব-জিয়ার দেশে।

ওই যে আগেই লিখেছি, বোধের পিণ্ডি চটকানো চলছে চতুর্দিকে!

ফিরছেন বুমরাহ, সংশয়ে গিল

আহমেদাবাদ, ১৮ ডিসেম্বর : শুরুটা হয়েছিল ১৪ নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সে। সেই শুরু যে ক্রমশ ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় সিরিজে পরিণত হবে, কে আর জানত।

প্রথমে টেস্ট সিরিজ, পরে একদিনের ক্রিকেট ও সবশেষে চলতি টি২০ সিরিজের এখন শেষবেলা। অপেক্ষা আর একটা ম্যাচের। শুক্রবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কুড়ির ক্রিকেটে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চলতি সিরিজের ফয়সালা। জিতলেই সূর্যকুমার যাদবের হাতে উঠবে ফ্রিডম ট্রফি। আর শেষ টি২০ ম্যাচে ভারতের হার মানেই দক্ষিণ আফ্রিকা আরও মাথা উঁচু করে,

আজ জিতলেই সিরিজ সূর্যদের

বুকের ছাতি ফুলিয়ে ভারত থেকে বিদায় নেবে। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে নির্ধারিত থাকা টি২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে আইডেন মার্করামদের আত্মবিশ্বাস এভারেস্টের উচ্চতাকে ছাপিয়ে যাবে।

লখনউ বিতর্ক এখনও চলছে। চলবেও। ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে কুয়াশা ও বায়ু দূষণের কারণে গতরাতের একানা স্টেডিয়ামে ভেস্তে যাওয়া ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চার নম্বর টি২০ ম্যাচ। শীতের সময় ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে উত্তর ভারতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন করাই উচিত নয়, এমন দাবিও উঠে গিয়েছে। গতরাতের একানা স্টেডিয়ামে আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা, মোট ছয়বার মাঠ পর্যবেক্ষণের পর আম্পায়াররা ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাইশ গজের দৃশ্যমান্যতা ছিল খুব খারাপ। কয়েক হাত দূরের কিছু দেখা যাচ্ছিল না। অথচ, দেশের উত্তর প্রান্তে প্রতিবারই শীতের সময় এমন হয়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের রোটেশন পদ্ধতিতে লখনউ ম্যাচ পেলেও আগামীদিনে যেন ফের এমন ঘটনা না হয়, তা নিয়ে বোর্ডের অন্দরেও আলোচনা শুরু হয়েছে বলে খবর।

পায়ের চোটের অবস্থা কেমন? বন্ধু শুভমান গিলের কাছে কি সেটাই জানতে চাইছেন অভিষেক শর্মা। আহমেদাবাদে পৌঁছে গেলেন জসপ্রীত বুমরাহ।

লখনউ অস্বস্তির মধ্যে টিম ইন্ডিয়ার জন্য খারাপ-ভালো, দুই খবরই সামনে আসছে। ভালো খবর, ব্যক্তিগত কারণে মুম্বই ফিরে যাওয়া জোরে বোলার জসপ্রীত বুমরাহ আহমেদাবাদে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আগামীকাল সিরিজের শেষ টি২০ ম্যাচে বুমরাহ খেলবেন বলেই খবর। খারাপ খবরের কেন্দ্রে সেই শুভমান গিল। ইডেন টেস্টে ব্যাটিংয়ের সময় ঘাড়ে চোট পেয়ে ক্রিকেট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন। পরে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরলেও একেবারেই ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে। এহেন শুভমানের পায়ে চোট রয়েছে বলে খবর। ভারতীয় দলের তরফে গিলের নয়া চোট নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু লখনউয়ে গতরাতে খেলা হলে শুভমানকে প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে হত বলেই খবর। শুধু তাই নয়, আগামীকাল সিরিজের শেষ টি২০ ম্যাচেও প্রবলভাবে অনিশ্চিত গিল। তাঁর পরিবর্তে সঞ্জু স্যামসনকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শেষ টি২০ ম্যাচে আচমকা সুযোগ পেয়ে সঞ্জু রান করে দিলে ফের অস্বস্তিতে পড়তে হবে গিলকে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকেও।

শেষ ম্যাচ জিতলেই সিরিজ ড্র, এমন আবহে আগামীকাল নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে খেলতে নামার আগে প্রোটিয়ারা তাদের প্রথম একাদশে কোনও পরিবর্তন করবে কিনা, স্পষ্ট নয়। তবে প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছে যাওয়া ভারত সফরে মার্কো জানসেন, কুইন্টন ডি কক, কেশব মহারাজরা যে ক্রিকেট উপহার দিয়েছেন, টিম ইন্ডিয়াকে বারবার চাপে ফেলেছেন-মনে রাখবে ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার সৌজন্যে একদিনের সিরিজে হারতে হলেও দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট সিরিজ জয়ের পাশে কাল টি২০ সিরিজ ড্র করতে পারলে নিশ্চিতভাবেই গৌতম গম্ভীরদের গালে থাপ্পড় খেতে হবে।

টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক সূর্যকুমারের জন্যও আগামীকাল ফের পরীক্ষার মঞ্চ। ধরমশালায় তিন নম্বর ম্যাচে জয়ের পর ভারত অধিনায়ক নিজেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁর ব্যাটে রান না থাকার কথা। ছবিটা বদলানোর আপাতত শেষ সুযোগ আগামীকাল স্কাইয়ের জন্য। শেষ ২১ ইনিংসে ১১৯.৫ স্ট্রাইকরেটে ২৩৯ রান সূর্যের জন্য মোটেও ভালো বিজ্ঞাপন নয়। ফ্রিডম ট্রফি জয়ের পাশে স্কাই নিজের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে পারেন কিনা, মোদি স্টেডিয়ামে তারও পরীক্ষা হতে চলেছে আগামীকাল।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

পঞ্চম টি২০ আজ

সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** আহমেদাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

কুয়াশায় ম্যাচ বাতিল নিয়ে শুরু রাজনীতি

বুধবার ঘন কুয়াশায় লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের দৃশ্যমানতা ছিল খুব খারাপ।

লখনউ ও নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : অন্তহীন অপেক্ষা। বারবার মাঠ পর্যবেক্ষণ। শেষপর্যন্ত আড়াই ঘণ্টার অপেক্ষার শেষে ম্যাচ বাতিল।

ঘন কুয়াশা, সঙ্গে দোসর প্রবল দূষণ। যার জেরে গতরাতে লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামের দৃশ্যমানতা ছিল খুব খারাপ। কয়েক হাত দূরের কিছু দেখা যাচ্ছিল না। সন্ধ্যা সাতটায় খেলা শুরুর সময়ই বোঝা গিয়েছিল, ম্যাচ আয়োজন করা কঠিন। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। রাত ৯.২৫ মিনিট নাগাদ ষষ্ঠবার আম্পায়াররা মাঠ পর্যবেক্ষণের পর ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টি২০ ম্যাচ বাতিলের ঘোষণা করেন।

আর তারপর থেকে সমান্তরালভাবে দুটি বিষয় চলছে। এক, লখনউয়ের বাতিল ম্যাচকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে প্রবল রাজনীতি। দুই, ম্যাচ বাতিলের পর হতাশায় ডুবে ক্রিকেটপ্রেমীরা টিকিটের মূল্য ফেরতের দাবি যেমন তুলেছেন। তেমনই শীতের সন্ধ্যা থেকে রাতের বদলে কেন দিনের বেলায় ম্যাচ আয়োজনের কথা ভাবল না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, সেই প্রশ্নও তুলে দিয়েছেন।

লখনউয়ের মতো উত্তর ভারতের শহরে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে কুয়াশা, দূষণের কারণে দৃশ্যমান্যতা কমে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা। যার ফলে প্রতি বছরই ট্রেন ও বিমানে সফর করতে গিয়ে বহু মানুষ নিয়মিতভাবে সমস্যায় পড়েন। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, কেন ডিসেম্বর মাসে লখনউয়ে ম্যাচ দেওয়া হল। উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার অন্যতম শীর্ষকর্তা তথা বিসিসিআইয়ের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা আজ স্বীকার করে নিয়েছেন, আগামীদিনে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে উত্তর ভারতের কোনও শহরে ম্যাচ দেওয়ার আগে নতুনভাবে পর্যালোচনা হবে। শেষপর্যন্ত কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। তার মধ্যেই আজ কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর দাবি তুলেছেন, শীতের সময় কেরলে যাবতীয় ম্যাচ আয়োজনের। সংসদে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় শশী বলেছেন, 'এই শীতে উত্তর ভারতে ম্যাচ আয়োজনের বদলে কেরলে আসুন।'

> উত্তর ভারতে ডিসেম্বর ১৫ থেকে জানুয়ারি ১৫-র মধ্যে খেলা দেওয়া নিয়ে আমাদের নতুনভাবে ভাবতে হবে। সঙ্গে আমাদের রোটেশন পদ্ধতির কথাও মাথায় রাখতে হবে।
> - শশী থারুর

ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব। শশীর কথা শুনে তিনি পালটা বলেছেন, 'উত্তর ভারতে ডিসেম্বর ১৫ থেকে জানুয়ারি ১৫-র মধ্যে খেলা দেওয়া নিয়ে আমাদের নতুনভাবে ভাবতে হবে। সঙ্গে আমাদের রোটেশন পদ্ধতির কথাও মাথায় রাখতে হবে।' বোর্ড সহ সভাপতির কথা শুনে শশী বলেছেন, 'শুধু এই সময়টায় কেরলে ম্যাচ দেওয়া হোক।' পালটা দেন বিসিসিআই সহ সভাপতিও। রাজীব বলে দেন, 'তাহলে সব ম্যাচই আমরা কেরলে পাঠিয়ে দিই।' লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে ম্যাচ বাতিলের পর তার মধ্যে রাজনীতি যেমন ঢুকে পড়েছে। ঠিক তেমনই সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্ষোভও সামনে এসেছে আজ। অনেকেই শুভমান গিল, সূর্যকুমার যাদবদের দেখার জন্য বহুদূর থেকে লখনউ পৌঁছেছিলেন। কেউ বা গম বিক্রির টাকায় টিকিট কেটে মাঠে হাজির হয়েছিলেন। কুয়াশা ও বায়ু দূষণের জেরে সবাইকে হতাশ হতে হয়েছে। আর সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের সেই ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থা ও বিসিসিআইয়ের উপর।

হতাশায় ডুবে ক্রিকেটপ্রেমীরা

জয়ের গন্ধ পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

স্মিকোমিটার নিয়ে সরগরম অ্যাসেজ

জেমি স্মিথকে আউট দেওয়ায় মাঠেই ক্ষোভপ্রকাশ করলেন বেন স্টোকস।

অ্যাডিলেড, ১৮ ডিসেম্বর : 'ছাই'-এর যুদ্ধে গনগনে উত্তাপ। স্মিকোমিটারের অদ্ভুত, দুইমুখো 'আচরণে' সরগরম অ্যাসেজের চলতি তৃতীয় টেস্ট। এসবের মধ্যেই জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করেছে অস্ট্রেলিয়া।

বল-ব্যাটের সংযোগ দেখার জন্য আইসিসি স্মিকোমিটার ও হকআই-কে মান্যতা দিয়েছে। এই স্মিকোমিটারই অ্যাডিলেড টেস্টে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। বুধবার অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ক্যারির শট ইংল্যান্ডের উইকেটকিপার জেমি স্মিথের কাছে পৌঁছালেও মাঠের আম্পায়ার আউট দেননি। ইংল্যান্ড রিভিউ নিলে রিপ্লে-তে স্মিকোমিটার দেখায়, বল ও ব্যাটের মধ্যে ফাঁক রয়েছে। যার ফলে তৃতীয় আম্পায়ার ক্রিস গ্যাফনি মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন। সুযোগ কাজে লাগিয়ে সেই সময় ৭২ রানে থাকা ক্যারি শতরান করে ফেলেন।

বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়দিনে আরও একবার 'ভিলেন' স্মিকো। ইংল্যান্ড ইনিংসের ৪৪তম ওভারে প্যাট কামিন্সের বলে স্মিথের খোঁচা স্লিপে উসমান খোয়াজা তালুবন্দি করেন। অনফিল্ড আম্পায়ার নীতিন মেনন ক্যাচ নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিষয়টি গ্যাফনির কাছে পাঠান। খালি চোখে বল পরিষ্কার গ্লাভসে লেগেছে মনে হলেও স্মিকোমিটার বল ও স্মিথের গ্লাভসের সংযোগের কোনও 'স্পাইক' দেখাতে পারেনি। বরং দেখা যায়, বল স্মিথের হেলমেট ছুঁয়ে খোয়াজার কাছে গিয়েছে। গ্যাফনিও স্মিথকে নটআউট দেন। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মাঠেই অজি পেসার স্টার্ক বলেছেন, 'স্মিকোকে এখনই বাতিল করা উচিত। এটা ক্রিকেট ইতিহাসের জঘন্যতম প্রযুক্তি।'

দুই ওভার বাদে কামিন্সের বলে স্মিথের পুল শট অজি উইকেটকিপার ক্যারির কাছে পৌঁছায়। নিশ্চিত হওয়ার জন্য নীতিন ফের তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে পাঠান। এবার স্মিকোতে দেখা যায়, বল স্মিথের ব্যাটে লেগেছে। কিন্তু স্মিকোর তৈরি করা স্পাইকটি বল ব্যাটকে পেরিয়ে যাওয়ার পরের ছিল। প্রযুক্তির কাছে 'হার' মেনে স্মিথকে আউট দেওয়া ছাড়া গ্যাফনির কাছে কোনও উপায় ছিল না। এবার মাঠেই আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন ইংরেজ অধিনায়ক বেন স্টোকস।

স্মিথের আউট নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ইংল্যান্ডের বাকি ব্যাটাররা কামিন্স (৫৪/৩), স্কট বোল্যান্ডদের (৩১/২) সামনে ফের একবার 'আত্মঘাতী' হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যার ফলে অজিদের প্রথম ইনিংসে ৩৭১ রানের জবাবে দিনের শেষে ইংল্যান্ড দাঁড়িয়ে ২১৩/৮ স্কোরে। স্টোকস (অপরাজিত ৪৫) লড়াই চালালেও ইংল্যান্ড এখনও পিছিয়ে ১৫৮ রানে। বেন ডাকেট (২৯) ও অলি পোপকে (৩) ফিরিয়ে টেস্টে অজিদের মধ্যে দ্বিতীয় সবাধিক উইকেটশিকারি হয়ে যান নাথান লায়োন (৫৬৪)। টপকে যান গ্লেন ম্যাকগ্রাথকে। সবমিলিয়ে বিরাট কোনও অঘটন না ঘটলে অ্যাডিলেড টেস্ট জিতে ঘরের মাঠে অ্যাসেজ ধরে রাখা অস্ট্রেলিয়ার জন্য সময়ের অপেক্ষামাত্র।

গঞ্জালো গার্সিয়াকে নিয়ে গোলের সেলিব্রেশনে কিলিয়ান এমবাপে।

রোনাল্ডোকে তাড়া এমবাপের

মাদ্রিদ, ১৮ ডিসেম্বর : রিয়ালের জার্সিতে পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে তাড়া করছেন কিলিয়ান এমবাপে।

ভারতীয় সময় বুধবার রাতে কোপা ডেল রে-তে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল তালাভেরার বিরুদ্ধে ৩-২ গোলে জয় পেয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৪১ মিনিটেই পেনাল্টি থেকে এমবাপের করা গোলে এগিয়ে যায় জাভি অলন্সোর দল। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ম্যানুয়েল ফেরান্দোর আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান বাড়ায় তারা। ৮০ মিনিটে তালাভেরার হয়ে একটি গোল শোধ করেন নাহুয়েল আরোয়ো। ৮৮ মিনিটে রিয়ালের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন এমবাপে। ম্যাচের শেষলগ্নে তালাভেরার হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন গঞ্জালো ডি রেঞ্জো।

এই ম্যাচের পর চলতি বছরে রিয়ালের হয়ে মোট ৫৮টি গোল করেছেন এমবাপে। লস ব্লাঙ্কোসের হয়ে এক বছরে সবচেয়ে বেশি গোলের নজির রয়েছে রোনাল্ডোর। তিনি ২০১৩ সালে ৫৯টি গোল করেছিলেন। সেই রেকর্ড ভাঙতে এমবাপের দরকার দুটি গোল। শনিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে সেভিয়ার বিরুদ্ধে বছরের শেষ ম্যাচটি খেলবে রিয়াল। সেই ম্যাচে নিজের আদর্শ সিআর সেভেনকে টপকে যেতে চান ফরাসি তারকা।

কন্টিনেন্টাল কাপ জয় পিএসজি-র

দোহা, ১৮ ডিসেম্বর : বিশ্ব ক্লাব কাপ থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল। কিন্তু ফিফা ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপে খালি হাতে ফিরতে হল না প্যারিস সাঁ জাঁ-কে।

ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপের রোমহর্ষক ফাইনালে টাইব্রেকারে ২-১ গোলে ফ্ল্যামেঙ্গোর বিরুদ্ধে জিতে নয়া ইতিহাস লুইস এনরিকের ছেলেদের। সৌজন্যে গোলকিপার মাতভেই সাফোনভের বিশ্বস্ত হাত। প্রথমবার ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপের ফাইনাল খেলতে নেমে ৩৮ মিনিটে কভিচা কাভারাতস্কেইয়ার গোলে লিড নেয় পিএসজি। ৬২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ফ্ল্যামেঙ্গোকে সমতায় ফেরান জর্জিনহো।

টাইব্রেকার জুড়ে অবশ্য ছিল পিএসজি গোলকিপার মাতভেইয়ের দাপট। জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মার মতো গোলকিপার থাকা সত্ত্বেও এই রাশিয়ান খেলোয়াড়কেই প্রথম একাদশে সুযোগ দিয়েছিলেন এনরিকে। কোচের আস্থার প্রতিদান দিয়ে মাতভেই টাইব্রেকারে পাঁচটি শটের মধ্যে চারটি বাঁচিয়ে দলের শিরোপা জয় নিশ্চিত করেন। এই নিয়ে চলতি বছরে ষষ্ঠ খেতাব জিতল পিএসজি। এই কৃতিত্ব অন্য কোনও ফরাসি ক্লাবের নেই।

ট্রফি জিতে এনরিকে বলেছেন, 'ফিফা ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ জিতে ভালো লাগছে। চলতি বছরটা অবিস্মরণীয় কেটেছে। এই পারফরমেন্সের পুনরাবৃত্তি হবে বলে মনে হয় না।'

নেতৃত্বে অভিমন্যু, দলে অনুষ্টুপও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। বৃহস্পতিবার দল নির্বাচনি বৈঠকে বসেছিলেন বাংলা নির্বাচকরা। বৈঠকে হাজির ছিলেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা এবং অধিনায়ক অভিমন্যু। দলে রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ ব্যাটার অনুষ্টুপ মজুমদারকেও। তিন ম্যাচের স্কোয়াড আপাতত তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আলোচনার সময় শোনা গিয়েছিল, সামি হয়তো নাও খেলতে পারেন। তবে রাতের দিকের খবর, সামিকে পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রথম ম্যাচ থেকে তিনি খেলবেন কিনা তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। শুক্রবার থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলন শুরু করবে বাংলা। ২১ ডিসেম্বর তারা রাজকোট রওনা হচ্ছে। গ্রুপে বাংলার সব ম্যাচ রাজকোটে।

বিজয় হাজারে ট্রফি

সরকারিভাবে এদিন অবশ্য দল ঘোষণা করা হয়নি। তবে সূত্রের খবর, বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক চন্দ্রহাস দাসকে স্কোয়াডে রাখা হয়েছে। এছাড়াও দলে নেওয়া হয়েছে অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলা দলের হয়ে ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলা উইকেটকিপার-ব্যাটার সুমিত নাথকে। তবে তাঁর দলে থাকাটা নির্ভর করবে ফিটনেস টেস্টের ওপর। শুক্রবার তাঁর ফিটনেস টেস্ট হওয়ার কথা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে অভিজ্ঞ ব্যাটারের অভাবে ভুগতে হয়েছিল বাংলাকে। সেই কথা মাথায় রেখে অভিজ্ঞ মিডল অর্ডার ব্যাটার অনুষ্টুপকে নেওয়া হয়েছে।

২৪ ডিসেম্বর থেকে বিজয় হাজারে ট্রফির অভিযান শুরু করবে বাংলা। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ বিদর্ভ। এবার যথেষ্ট শক্তিশালী গ্রুপেই রয়েছে বাংলা। এলিট গ্রুপ 'বি'-তে বাংলার সঙ্গে রয়েছে বরোদা, অসম, জম্মু ও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, বিদর্ভ, চণ্ডীগড় এবং উত্তরপ্রদেশ।

শতরানের জন্য টম ল্যাথামকে অভিনন্দন ডেভন কনওয়ের।

ওপেনিংয়ে রেকর্ড কনওয়ে-ল্যাথামের

বে ওভাল, ১৮ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের প্রথমদিনেই জোড়া রেকর্ড গড়লেন কিউয়ি ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও টম ল্যাথাম। বৃহস্পতিবার টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিউয়ি অধিনায়ক ল্যাথাম। ওপেনিং জুটিতে কনওয়ের সঙ্গে ৩২৩ রানের পার্টনারশিপ গড়েন কিউয়ি অধিনায়ক। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে ওপেনিং জুটিতে এতদিন সবচেয়ে বেশি রানের পার্টনারশিপ ছিল ভারতের রোহিত শর্মা ও মায়াঙ্ক আগরওয়ালের। তাঁরা ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩১৭ রান করেছিলেন। সেই নজিরকে টপকে যান কনওয়ে-ল্যাথাম জুটি।

এদিন আরও একটি রেকর্ড গড়েছেন কিউয়ি ওপেনাররা। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এতদিন ওপেনিং জুটিতে সবচেয়ে বেশি রান ছিল চার্লস স্টুয়ার্ট ডেম্পস্টার ও জন আর্নেস্ট মিলসের। ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২৭৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার ৯৫ বছরের পুরোনো সেই নজির ভেঙে দিয়েছেন কনওয়েরা। আপাতত দিনের শেষে জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর করে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ৩৩৪/১। ল্যাথাম ১৩৭ রানে আউট হয়েছেন। ক্রিজে কনওয়ে (১৭৮) ও জ্যাকব ডাফি (৯)।

ঈশানের দাপটে চ্যাম্পিয়ন ঝাড়খণ্ড

পুনে, ১৮ ডিসেম্বর : ঈশান কিষানের ব্যাটিং দাপটে প্রথমবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে চ্যাম্পিয়ন ঝাড়খণ্ড। ফাইনালে তারা ৬৯ রানে হরিয়ানাকে হারিয়েছে। ৩ উইকেটে ২৬২ রান তোলে ঝাড়খণ্ড। ঈশান কিষান ৪৯ বলে করেন ১০১। মাত্র ৪৬ বলে শতরান পূর্ণ করেন তিনি। ১০টি ছয় ও ৬টি চারে ইনিংস সাজান ঈশান। এই ইনিংসের সুবাদে মুস্তাক আলির এক মরশুমে সবাধিক রানের মালিক হলেন তিনি। একইসঙ্গে টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় ব্যাটার হিসাবে ফাইনালে শতরানের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ঈশান ছাড়াও বড় রান পেয়েছেন কুমার কুশাগ্র (৩৮ বলে ৮১)। অনুকূল রায় ৪০ ও রবিন মিঞ্জ ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন। রানতাড়ায় নেমে হরিয়ানা ১৮.৩ ওভারে ১৯৩ রানে অল আউট হয়। সুশান্ত মিশ্র ও বাল কৃষ্ণা ৩ উইকেট পেয়েছেন। যশবর্ধন দালাল (৫৩) অর্ধশতরান করেছেন।

এখনও পরিস্কার নয় আইএসএল ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ আয়োজনের দায়িত্ব নেওয়ায় আগ্রহী ক্লাবজোটকে লিগের পরিকল্পনা দিতে বলল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক।

এদিন ক্রীড়ামন্ত্রকের ডাকা বৈঠকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এবং ক্লাবজোট আলোচনায় বসে। মূলত ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন ক্লাবকর্তারা। সেখানেই এই মরশুমের লিগ কীভাবে করা যায়, সেই বিষয়ে বিশদে কথাবার্তা হয়। ক্রীড়ামন্ত্রক জানতে চায়, ক্লাব জোট যে এই মরশুমে নিজেরা লিগ করতে চেয়েছে সেটা তারা কীভাবে করতে চায়? এরপরেই তাদের বলা হয়েছে, ক্লাব জোট যেন লিগের পরিকল্পনা নিয়ে শুক্রবারের মধ্যে এমন একটি পরিষ্কার চিত্র নিয়ে আসে যাতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে পেশ করা যায়। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক নিজেরা অবশ্য লিগ চালানোর বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। গত ৩ ডিসেম্বরের বৈঠকে ক্লাবজোট লিগ নিজেরা চালানোর কথা বলে আসে এই মরশুমের জন্য। যার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথাও পাশাপাশি বলা হয়। খেলা শুরু করানোর বিষয়ে এখন ক্লাবগুলি এবং ফুটবলাররা মরিয়া। তারা চাইছে যেন দ্রুত খেলা শুরু করা যায়। তাতে এবারের মতো ক্লাবগুলিই টাকা দিয়ে লিগ চালানোর ব্যবস্থা করবে। পাশাপাশি চলবে দীর্ঘমেয়াদি বিপণন সঙ্গী নেওয়ার কাজও। এদিনের আলোচনায় ফুটবলারদের নতুন করে স্যালারি ক্যাপ তৈরির কথাও আলোচনা হয়। কারণ এবারের যা পরিস্থিতি তাতে লিগ ফেব্রুয়ারির আগে শুরু করানো সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মে মাসের শেষ পর্যন্ত তা চলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। মোটামুটিভাবে পুরোনো ফর্ম্যাটে যে লিগ করানো সম্ভব নয় এবার সেই আলোচনাও হয়। লিগ কাম নকআউট ধরনের হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এবারও সম্ভবত আই লিগ থেকে উন্নীত হওয়া বা অবনমন কোনওটাই থাকছে না। এবং তা হলেও ক্লাবজোটের অনুমোদনের উপরেই নির্ভর করবে। লাইসেন্সিংয়ের বিষয় এবং পরিকাঠামো ও টেকনিকাল কিছু বিষয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন সাহায্য করবে। এছাড়া ক্রীড়ামন্ত্রকও দ্রুত মাঠ পাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। সম্ভবত ক্লাব সিইও ও ফেডারেশন কর্তাদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে দীর্ঘমেয়াদি লিগ রোডম্যাপ তৈরির জন্য। তবে এদিনের আলোচনায় ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির দুই-একজন সদস্য এআইএফএফ সংবিধান না মেনে এসব করার বিষয়ে আপত্তি জানান বলে খবর। বিশেষ করে ক্লাবগুলিকে নিয়ে গড়া কনসোর্টিয়াম নিয়েই তাঁদের আপত্তি। এতে এআইএফএফের আয়ের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী শনিবার বার্ষিক সাধারণ সভাতেই পরিষ্কার হবে, সদস্যদের বেশিরভাগ কী চাইছেন। এআইএফএফ চেষ্টা করছে যৌথ উদ্যোগের একটা প্রস্তাব আনতে এবং সদস্যদের বোঝাতে যে এই মরশুমের জন্য এটা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই খেলা শুরু করার। এদিনের আলোচনার বিষয়ে সব পক্ষকেই অসম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করতে দেখা গিয়েছে।

ক্লাবজোটকে পরিকল্পনা তৈরি করতে বলল ক্রীড়ামন্ত্রক

এদিকে, আইএসএল এবং আই লিগে কোনও কোম্পানি দরপত্র দিতে এগিয়ে না এলেও আইডব্লিউএলের জন্য ক্যাপ্রি স্পোর্টস এগিয়ে এলেও লিগ শুরুর আগেই তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলল। কিছু নিয়মকানুন সংক্রান্ত বিষয়ে ফেডারেশনের সঙ্গে ঐক্যমতে না পৌঁছানোই এর কারণ। ফলে লিগ শুরু হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে জোর ধাক্কা মহিলা লিগেও। বর্তমান কমিটির অপদার্থতার আপাতত শেষ নিদর্শন এটি।

সুনাম নষ্টের অভিযোগে লালবাজারের দ্বারস্থ সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : নষ্ট হচ্ছে তাঁর সুনাম। বিঘ্নিত হচ্ছে তাঁর মানসিক শান্তি।

এমন অভিযোগ তুলে আজ লালবাজারের দ্বারস্থ হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বর্তমান সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের এক কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন মহারাজ। সৌরভের অভিযোগ, উত্তম সাহা নামে এক ব্যক্তি সমাজমাধ্যমে নিয়মিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করছিলেন। এহেন উত্তমের বিরুদ্ধে লালবাজারের সাইবার সেলে অভিযোগ জানানোর পাশে ৫০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করে তাঁকে আইনি নোটিশও পাঠিয়েছেন সিএবি সভাপতি। আজ বিকেলে সৌরভের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'পুলিশকে যা জানানোর, জানিয়েছি। আমি নিশ্চিত ঘটনার তদন্ত হবে। আপাতত বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। তবে যেভাবে আমার সুনাম নষ্টের চেষ্টা হচ্ছে, সেটা মেনেও নেব না।'

লিওনেল মেসি ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু গত শনিবার মেসি-দর্শনে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যা ঘটেছে, তার রেশ এখনও বর্তমান বাংলায়। গোটা দুনিয়ার সামনে মুখ পুড়েছে বাংলার। এমন কলঙ্কিত ঘটনার পর মেসি অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত গ্রেপ্তারও হয়েছেন। তাঁর গ্রেপ্তারির পর থেকেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে কলঙ্কিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে নানা মহল থেকে। কারণ, শতদ্রুর উত্থানের পিছনে সৌরভের অবদান ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা সবারই জানা। ঠিক এভাবেই উত্তম সমাজমাধ্যমে সৌরভকে কলঙ্কিত করার নোংরা খেলায় নেমেছিলেন বলে খবর। জানা গিয়েছে, কলকাতায় আর্জেন্টিনা ফ্যান ক্লাবের শীর্ষকর্তা হওয়ার পাশে উত্তমের আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি সক্রিয় বিজেপি কর্মী বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে লালবাজার।

> পুলিশকে যা জানানোর, জানিয়েছি। আমি নিশ্চিত ঘটনার তদন্ত হবে। আপাতত বিচারাধীন বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। তবে যেভাবে আমার সুনাম নষ্টের চেষ্টা হচ্ছে, সেটা মেনেও নেব না।
> – সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

ডোপিংয়ে নিয়মভঙ্গের তালিকায় শীর্ষে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর : ডোপিংয়ের নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আবারও শীর্ষস্থানে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা।

মঙ্গলবার বিশ্ব ডোপিং বিরোধী সংস্থা ওয়াডার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, ২০২৪ সালে ভারতে ২৬০টি ডোপ টেস্টে ধরা পড়ার ঘটনা ঘটেছে। যা ৫০০০ বা তার বেশি ডোপ টেস্ট হওয়া দেশগুলির মধ্যে সর্বাধিক। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার ডোপিং নিয়ম লঙ্ঘনের তালিকায় শীর্ষে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা।

২০৩০ সালে কমনওয়েলথ গেমসের আসর বসছে ভারতে। এছাড়াও ২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজনের চেষ্টা করছে তারা। তার আগে ওয়াডার এই প্রতিবেদন চাপ বাড়িয়েছে ভারতের। এমনকি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির পক্ষ থেকেও ভারতে ডোপিংয়ের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ডোপিংয়ের মোকাবিলা করতে সম্প্রতি ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন একটি অ্যান্টি ডোপিং প্যানেল তৈরি করেছে।

বর্ধমানের সঙ্গে ড্র মেদিনীপুরের

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে বৃহস্পতিবার ড্র করল বর্ধমান ব্লাস্টার্স-এফসি মেদিনীপুর। ম্যাচের ফল ১-১। এদিন ম্যাচে প্রথমার্ধের একেবারে শেষলগ্নে বর্ধমানের দলটিকে এগিয়ে দেন তাদের বিদেশি ফুটবলার এমবেনগে। তুষার হেমব্রমের থ্রু বক্সের সামনে পেয়ে মাটি ঘেঁষা শটে তা জালে পাঠান তিনি। মেদিনীপুর ওই গোলশোধ করে ৬৩ মিনিটে। লক্ষ্যভেদ সোমনাথের।

শুক্রবার বিএসএলে ফের মাঠে নামছে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি ও কোপা টাইগার্স বীরভূম। অন্য ম্যাচে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি মুখোমুখি হবে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের।

ফিরছেন বুমরাহ, সংশয়ে গিল

- খবর এগারোর পাতায়

'অতিমারিই সুযোগ দিয়েছে স্বপ্নপূরণের'

কলকাতায় এসে বললেন বেডনারেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর : ২০২০ সাল। গোটা বিশ্বের ওপর অভিশাপ হয়ে নেমে আসে কোভিড অতিমারি। তবে ওই অতিমারিই স্বপ্নপূরণের সুযোগ করে দেয় কেনি বেডনারেককে।

টোকিও অলিম্পিকে ২০০ মিটারে রুপো জিতে স্বপ্নের উত্থান। সেই ধারাবাহিকতা বেডনারেক ধরে রাখেন প্যারিসেও। অথচ নির্দিষ্ট সময় অলিম্পিক হলে টোকিওর ট্র্যাকে তাঁর নামাই হত না। কোভিডের জন্য ২০২০ সালের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় ২০২১-এ। পেশাদার অ্যাথলেটিক্সের মঞ্চে বেডনারেকের পা রাখাও ওই সময়ের মধ্যেই।

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে কলকাতার জন্য বাণিজ্যিক দূত হয়ে ভারতে এসেছেন মার্কিন অ্যাথলিট। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বেডনারেক বলছিলেন, '২০১৯ সাল পর্যন্ত আমি পেশাদার অ্যাথলিট ছিলাম না। কলেজ জীবন শেষ করার পর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের দলে জায়গা করার চেষ্টা করছিলাম। সুযোগ পেলেও সেইবার সাফল্য পাইনি। ২০২০ সালে পেশাদার অ্যাথলিট হওয়ার যাত্রা শুরু। কোভিড আমার উত্থানে অনেকটাই সাহায্য করেছে।' জানালেন, ওই সময়ই বর্তমান বান্ধবী শর্মিলা নিকোলেটের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর পেশাদার অ্যাথলিট হওয়ার পথে অনেকটা জুড়ে রয়েছেন ভারতের পেশাদার গলফ খেলোয়াড় শর্মিলা, জানালেন বেডনারেক।

টোকিও না প্যারিস কোন সাফল্যকে এগিয়ে রাখবেন? অলিম্পিকে দুইবারের রুপোজয়ী অ্যাথলিটের কথায়, 'টোকিওতে প্রথম অলিম্পিক পদক জয় অবশ্যই স্মরণীয়। তবে সেইবার কোভিডের জন্য পরিবেশ একেবারেই অলিম্পিকের মতো ছিল না। প্যারিসে পদক জিতে পরিবারের সামনে পোডিয়ামে দাঁড়ানো অনন্য অনুভূতি।' ২০২৮ অলিম্পিকের আসর বসবে মার্কিন মুলুকে। 'কুংফু' কেনি জানালেন, লস অ্যাঞ্জেলেসে সোনালি-স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য নিয়ে নামবেন।

টোকিও ও প্যারিস অলিম্পিকে ২০০ মিটারে জেতা রুপোর পদক গলায় কলকাতায় কেনি বেডনারেক।

ভারতীয় অ্যাথলিটদের প্রসঙ্গ উঠতে দুইটি নাম শোনা গেল বেডনারেকের মুখে। একটা অবশ্যই নীরজ চোপড়া। আরেকটা অনিমেষ কুজুর। তরুণ অ্যাথলিট অনিমেষের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। আর নীরজ প্রসঙ্গে বেডনারেক বলেছেন, 'টোকিওতে নীরজ যখন থ্রো করছে আমিও ট্র্যাকে ছিলাম। ওর থ্রো দেখে এক মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে গিয়েছিলাম।' জানালেন নীরজের সঙ্গে পরিচয় করার সুপ্ত ইচ্ছার কথাও।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে অর্ণব সরকার ও রাজদীপ সরকার।

ফাইনালে টাউন, বিজয়

কোচবিহার, ১৮ ডিসেম্বর : ওয়ারিয়র্স এগেইনস্ট ড্রাগ অ্যাডিকশনের ১২ দলীয় রয়্যালস কাপ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল ফালাকাটা টাউন ক্লাব ও বিজয় স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। বৃহস্পতিবার প্রথম সেমিফাইনালে টাউন ১৩২ রানে গোলকগঞ্জ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে টসে হেরে প্রথমে টাউন ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৭৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অর্ণব সরকার ১০১ রান করেন। আকাশ বিশ্বাস ৪২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে গোলকগঞ্জ ১৫.৩ ওভারে ১৪১ রানে গুটিয়ে যায়। আকাশ বিশ্বাস ৩৬ রান করেন। অংশুমান সরকার ২০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিজয় ৭ রানে কোচবিহার রয়্যালসের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে বিজয় ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে ২১৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রাজদীপ সরকার ৮৮ রান করেন। আরাফাত আলি ৩৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রয়্যালস ১৮ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৭ রানে আটকে যায়। তুষার রায় ৩৮ রান করেন। দিব্যাংশ সেন ৫৪ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট।

তিন খেতাব আলিপুরদুয়ারের

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর : রাজ্য হকিতে উত্তরবঙ্গ জোনে তিন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল আলিপুরদুয়ার। সাব-জুনিয়ার মেয়েদের ফাইনালে তারা ২-০ গোলে জলপাইগুড়িকে হারিয়েছে। জুনিয়ার মেয়েদের ফাইনালে আলিপুরদুয়ার ১-০ গোলে মালদার বিরুদ্ধে জয় পায়। জুনিয়ার ছেলেদের ফাইনালে আলিপুরদুয়ার ৪-১ গোলে মালদাকে হারিয়ে দেয়। সাব-জুনিয়ার ছেলেদের বিভাগে সেরা হয়েছে কোচবিহার। ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে আলিপুরদুয়ারের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রতিটি বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল কলকাতায় মূলপর্বে অংশ নেবে।

ট্রফি নিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত বিদ্যাপীঠ। -জয়ন্ত সরকার

চ্যাম্পিয়ন প্রমোদ

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর : নিরঞ্জন ঘোষ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিক্ষকদের দুইদিনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল প্রমোদ দাশগুপ্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠ। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে আয়োজকদের হারিয়েছে। ইন্দ্রনারায়ণপুর কলোনি ক্রিকেট মাঠে প্রথমে নিরঞ্জন ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ৯২ রান তোলে। সম্রাট ঘোষ ৪৫ রান করেন। অধীর মণ্ডল ২০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে প্রমোদ ৬.২ ওভারে ১ উইকেটে ৯৩ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা অসীম পাল ৫৬ রান করেন। প্রতিযোগিতার সেরা নিরঞ্জন ঘোষের রানা বিশ্বাস।

জোড়া জয় পশ্চিমবঙ্গের

কোচবিহার, ১৮ ডিসেম্বর : রাজস্থানে অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের জাতীয় ভলিবলে বৃহস্পতিবারও জোড়া জয় পেল পশ্চিমবঙ্গ দল। এদিন প্রথমে তারা ৩-০ সেটে লাদাখকে হারিয়েছে। পরে একই ব্যবধানে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধেও জয় পায় পশ্চিমবঙ্গ। শুক্রবার ঝাড়খণ্ড এবং দমন ও দিউয়ের বিরুদ্ধে নামবে পশ্চিমবঙ্গের মেয়েরা।

অনূর্ধ্ব-১৮ ভলিবলে জোড়া জয়ের পর পশ্চিমবঙ্গ।

৪ উইকেট অমিতেশের

জামালদহ, ১৮ ডিসেম্বর : জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ২০২০-'২১ ব্যাচ ২৬ রানে ২০১৪-'১৬ ব্যাচকে হারিয়েছে। টসে জিতে ২০২০-'২১ ব্যাচ ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। বিক্রম বর্মন ২২ রান করেন। সাগর পাল পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০১৪-'১৬ ব্যাচ ৯ উইকেটে ৭৭ রানে আটকে যায়। সৌরভ দাস ৩৬ রান করেন। জয়দেব রায় ডাকুয়া ও ম্যাচের সেরা বাবান রায় ডাকুয়া ফেলে দেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে ২০১৭-'১৯ ব্যাচ ৯ উইকেটে ১৯৮০-'৯৯ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে ১৯৮০-'৯৯ ব্যাচ ৮.৪ ওভারে ৫২ রানে গুটিয়ে যায়। জগন্নাথ ঝা ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা অমিতেশ রায় ডাকুয়া পেয়েছেন ৪ উইকেট। সুজয় সাহা ৩ উইকেট নেন। জবাবে ২০১৭-'১৯ ব্যাচ ২.৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫৩ রান তুলে নেয়। শুভাশিস রায় ডাকুয়া ৩৪ রান করেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন অমিতেশ রায় ডাকুয়া। -প্রতাপকুমার ঝা

তৃতীয় রাউন্ডে বিদায় এনবিইউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ ডিসেম্বর : সম্বলপুরে আয়োজিত পূর্বাঞ্চল আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাডমিন্টনে তৃতীয় রাউন্ড থেকে বিদায় নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ) পুরুষ দল। বৃহস্পতিবার তাদের ১-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে মণিপুরের ন্যাশনাল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি। দ্বিতীয় রাউন্ডে এনবিইউ ৩-০ ব্যবধানে ওডিশার বুরলার বীর সুরেন্দ্র সাই ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজির বিরুদ্ধে জয় পায়।

জোড়া গোল কুমারের

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় ও টাউন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কুলদাকান্ত শিল্ড ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে বৃহস্পতিবার কালিয়াগঞ্জ একাদশ ২-১ গোলে কলকাতার ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে কুমার হাঁসদা জোড়া গোল করেন। কালিয়াগঞ্জের অন্য গোলটি ম্যাচের সেরা সুব্রত সরেনের। ইউনাইটেডের গোলস্কোরার সুরজিৎ ঘোষ।

অস্মিতায় ৫২

রায়গঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর : সর্বভারতীয় অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের পরিচালনায় এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অস্মিতা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাথলেটিক্স লিগ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব-১৪ ও ১৬ বছর বিভাগে ৫২ জন মেয়ে অংশ নিয়েছিল।

বার্ষিক ক্রীড়া

পতিরাম, ১৮ ডিসেম্বর : মেরা যুবা ভারত-মাই ভারত দক্ষিণ দিনাজপুরের পরিচালনায় এবং বিরানব্বই দ্য সাপোর্টিং ব্যাচের সহযোগিতায় ব্লক পর্যায়ের বার্ষিক ক্রীড়া বৃহস্পতিবার হল। পারপতিরাম মাঠে অ্যাথলিটরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা লিকু হাঁসদা - কে
17.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65D 83943 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একটা সময় যখন আমার জীবন নিস্তেজ হয়ে পরেছিল এবং আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছিলাম, তখন ডিয়ার লটারি আমার যাত্রা রূপান্তর করে। একটা টিকিট সব কিছু বদলে দিয়েছে। ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

প্রীতি ম্যাচে জিতে গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। -জয়ন্ত সরকার

কুশমণ্ডিকে হারাল গঙ্গারামপুর

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর : প্রীতি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ২ উইকেটে কুশমণ্ডি ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে প্রথমে কুশমণ্ডি ৩২.৪ ওভারে ১৫৬ রানে অল আউট হয়। বিজয় থাপা ৪৭ ও রহিমুল ইসলাম ২৪ রান করে। দেবজয় ভট্টাচার্য ২৫ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে গঙ্গারামপুর ৩১.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা প্রীতম বসাক ৫৭ রান করে। প্রিয়তোষ বসু ১৭ ও সুমিত বিশ্বাস ২৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট।